প্রথম আলো

ভাষারীতি

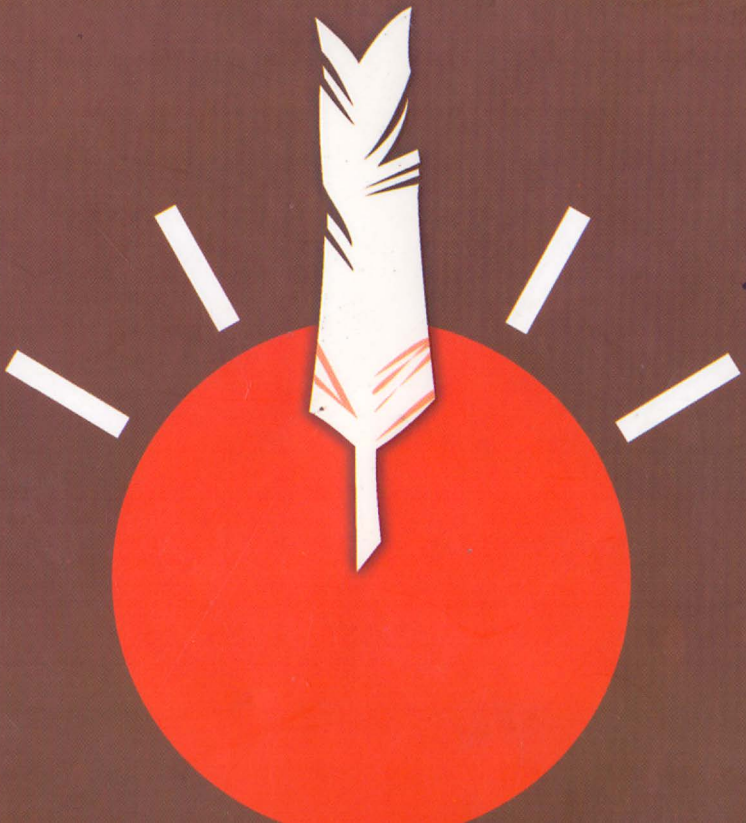

প্রথম আলো

ভাষারীতি

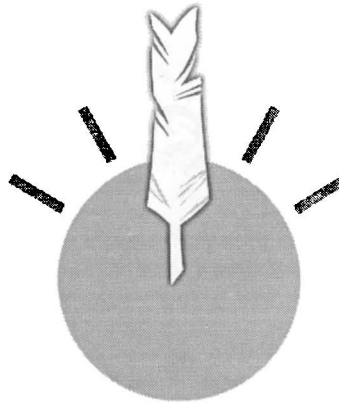

সম্পাদনা পরিষদ

মাহবুবুল হক
সাজ্জাদ শরিফ
অরুণ বসু
ফরহাদ মাহমুদ

প্রথমা প্রকাশন

প্রথম আলো ভাষারীতি
গ্রন্থস্বত্ব © প্রথম আলো
চতুর্থ সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ : মাঘ ১৪২১, জানুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬, জুলাই ২০০৯
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ২০০ টাকা

Prothom Alo Bhashariti
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 88-02-8180081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 200 only

ISBN 978 984 8765 01 2

চতুর্থ সংস্করণ প্রসঙ্গে

*প্রথম আলো ভাষারীতি*র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলো। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর ষষ্ঠ মুদ্রণ (তৃতীয় সংস্করণ) ছাপা হয় ২০১৪ সালের জুলাই মাসে। সেপ্টেম্বরেই তা শেষ হয়ে যায়। তারপর আমরা এর একটি নতুন সংস্করণ, অর্থাৎ চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রণের পরিকল্পনা করি। এ সংস্করণেও কিছু পরিমার্জনা করা হয়েছে। এ কাজে বইয়ের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তারিক মনজুর সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ ধরনের একটি বই কখনোই নিখুঁত হয় না; পাঠক ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভাষা একটি চলমান বিষয়, এর নানা দিক দিয়ে মত-মতান্তরও তার সহযাত্রী। আমরা তাতে কোনো বড় পক্ষ নই, তবে পাঠকের সুবিধার্থে আমরা সমতা বিধানে আগ্রহী।

বইটির তিনটি সংস্করণ পাঠক সাদরে গ্রহণ করেছেন। আমরা যেরকম তাগাদা পাই, তাতে এই সংস্করণও পাঠক গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

মতিউর রহমান
ঢাকা, জানুয়ারি ২০১৫

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় শব্দ ও ভাষা ব্যবহারের নানা নিয়ম ও কৌশল রয়েছে। বানান, যতিচিহ্নের ব্যবহার, শব্দসংক্ষেপ, সংখ্যা, উদ্ধৃতি, সন্ধি, সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ বিশেষ নিয়ম। অনেক সময় এসব নিয়ম সঠিকভাবে পালিত হয় না বলে ভাষায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। আবার অনেক সময় বিভিন্ন অভিধানে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বানান দেখা যায়। বানান নিয়ে অনেক বিতর্কেরও সুরাহা হয়নি। এসব কারণেও ভাষায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়, কখনো বা ব্যাপক ভেদ দেখা যায়।

*প্রথম আলো*তে বানান ও ভাষার ব্যবহারে সমতা আনার লক্ষ্যে আমরা শুরু থেকেই সচেষ্ট ছিলাম। সে লক্ষ্যে এর আগে আমরা *প্রথম আলো বানান ও লেখ্যরীতি* প্রকাশ করেছিলাম। তারই অনুসরণে প্রকাশিত হলো *প্রথম আলো ভাষারীতি*। এতে কোনো কোনো শব্দের ভুল বানানের পরিবর্তে শুদ্ধ বানানটি যেমন রেখেছি, তেমনি কোনো কোনো শব্দের একাধিক প্রচলিত বানানের মধ্য থেকে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি বানান নির্ধারণ করতে চেয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রধান প্রধান অভিধানের যেমন সহায়তা নিয়েছি, তেমনি নিয়েছি ভাষা-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও।

আমরা জানি, ভাষা একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিনিয়ত এর শব্দভান্ডার যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছে, তেমনি শব্দের বানান ও ব্যবহারবিধিতেও আসছে নানা পরিবর্তন। ভাষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বাংলা বানানে সমতা আনার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভাষাবিদেরাও ভাষাকে আরও সহজ ও সাবলীল করার জন্য, ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অভিধানেও আসছে নিত্য পরিবর্তন। ভাষার এই প্রবহমানতা ধারণ করে, নানা রকম গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে *প্রথম আলো ভাষারীতি* আরও সমৃদ্ধ ও পরিমার্জন করার চেষ্টা করব আমরা। এ ক্ষেত্রে *প্রথম আলো*র পাঠক, ভাষাবিদ ও সুধীজনদের পরামর্শ পেলে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব।

মতিউর রহমান
সম্পাদক, *প্রথম আলো*

সূচি

কিছু রীতি, কিছু নিয়ম	৯
তৎসম শব্দের বানানের কিছু নিয়ম	১১
বর্ণ-ব্যবহার	১৩
ক্রিয়াপদের রূপ	১৯
শব্দের প্রয়োগ-ভিন্নতা	২৪
ভুল শব্দ ও ভুল প্রয়োগ	৩২
নিরেট ও অনিরেট শব্দ	৩৫
বিদঘুটে শব্দ	৪৯
যতিচিহ্নের সাধারণ ভুল	৫১
পরিশিষ্ট ১ : বানান অভিধান : 'লিখব, লিখব না'	৫৯
পরিশিষ্ট ২ : সমাসবদ্ধ শব্দ	১২২

কিছু রীতি, কিছু নিয়ম

১. শব্দে অহেতুক ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করা হবে না। কোনো শব্দের অর্থ স্পষ্ট করার জন্যই কেবল ঊর্ধ্বকমা দেওয়া হবে। যেমন: পাটা (পা অর্থে) লেখা হবে পা'টা। সংখ্যা বোঝাতে দু, ছ, ন, শ-এর পরে ঊর্ধ্বকমা থাকবে না।

২. ঐ-কার বা ঔ-কার যুক্ত এক ধ্বনিদল (সিলেবল)-বিশিষ্ট কিছু শব্দ, যেমন কৈ, খৈ, দৈ, বৌ ইত্যাদির বদলে লেখা হবে কই, খই, দই, বউ। তবে মৌ শব্দে ঔ-কার ব্যবহৃত হবে।

৩. কাল, ভাল, মত, হত, হল—এসব শব্দের অর্থগত বিভ্রান্তি এড়াতে কৃষ্ণবর্ণ বোঝাতে কালো, উত্তম অর্থে ভালো, সদৃশ বোঝাতে মতো এবং সাধু ক্রিয়াপদ হইত ও হইল অর্থে চলিতরীতিতে যথাক্রমে হতো ও হলো ব্যবহার করা হবে।

৪. এ, যে, সে শব্দের সঙ্গে 'ভাবে' ও 'কাল' শব্দ জুড়ে দিয়ে লেখা হবে—এভাবে, একাল, যেভাবে, যেকাল, সেভাবে, সেকাল। আলাদাভাবে না লিখে জুড়ে লেখা হবে—এসব, যেসব, সেসব। তবে আলাদাভাবে লেখা হবে—এ ছাড়া, এ দেশে, তা ছাড়া, যা হলে। সমাসবদ্ধ হলে 'ছাড়া' একসঙ্গে বসবে। যেমন: গ্রামছাড়া, ঘরছাড়া, দেশছাড়া, সৃষ্টিছাড়া।

৫. বহুবচনের জন্য ব্যবহৃত গুলি, গুলো ও গুলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে 'গুলো'। প্রয়োজনে সমূহ, বৃন্দ, গণ ও বহুবচন-বাচক অন্যান্য শব্দও ব্যবহৃত হবে। এসব শব্দ মূল শব্দের সঙ্গে জুড়ে বসবে। এ

ছাড়া বহুবচনের অসংগত দ্বিত্ব প্রয়োগ পরিহার করতে হবে। যেমন : লেখা হবে না 'সব শ্রোতারা', লিখতে হবে 'সব শ্রোতা'। বহুবচনের শেষে 'কে' বিভক্তি ব্যবহার করা যাবে না। লেখা হবে না 'শ্রোতাদেরকে', লিখতে হবে 'শ্রোতাদের'।

৬. বাক্যালংকার 'তো' থেকে ও-কার বাদ যাবে না। যেমন : নয়তো, হয়তো-তে ও-কার থাকবে।

৭. ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'না' আলাদাভাবে থাকবে। সংক্ষিপ্ত রূপ 'নি' হলে তা ক্রিয়াপদের সঙ্গে জুড়ে বসবে। যেমন : বলেন না, বলেননি।

৮. হাজার হাজার, লাখ লাখ বোঝাতে 'হাজারো', 'লাখো' ব্যবহার করা যাবে। যেমন : হাজারো মানুষের মিছিল; লাখো দর্শকের করতালি।

৯. অতৎসম (অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বৈভাষিক) শব্দের বানানে—

ক) দীর্ঘস্বর ঈ/ঊ বা তাদের কার-চিহ্ন ঈ-কার (ী)/ঊ-কার (ূ) ব্যবহার করা হবে না। যেমন : 'গ্রীস' নয়, 'গ্রিস'।

খ) ঋ-কারের (ৃ) বদলে র-ফলা (্র) ব্যবহার করা হবে। যেমন : 'বৃটিশ', 'বৃটেন' নয়; লেখা হবে 'ব্রিটিশ', 'ব্রিটেন'।

গ) 'ণ' ও 'ৎ' ব্যবহার করা হবে না। যেমন : 'দরুণ', 'ট্রেণ' নয়; লিখতে হবে 'দরুন', 'ট্রেন'। 'তফাৎ', 'বহুৎ' নয়; লিখতে হবে 'তফাত', 'বহুত'।

১০. বৈভাষিক শব্দের বানানে অন্তঃস্থ-য ও মূর্ধন্য-ষ বর্জন করা হবে। যেমন : 'যুঁই' নয়, হবে 'জুঁই'। 'যাদু' নয়, 'জাদু'। 'পোষ্ট' নয়, 'পোস্ট'।

তৎসম শব্দের বানানের কিছু নিয়ম

১. তৎসম শব্দে (সংস্কৃত থেকে আসা যেসব শব্দ বাংলায় অবিকৃতরূপে ব্যবহৃত হয়) 'রেফ'যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জন করা হবে। যেমন: 'অর্চ্চনা' না লিখে লিখতে হবে 'অর্চনা'। 'কর্দ্দম' হবে 'কর্দম'।

২. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) বাদ যাবে। যেমন: মূলতঃ, সদ্যঃ, ক্রমশঃ, প্রথমতঃ, প্রধানতঃ না লিখে ব্যবহার করা হবে মূলত, সদ্য, ক্রমশ, প্রথমত, প্রধানত। শব্দের ভেতরে বিসর্গ থাকলে তা বহাল থাকবে। যেমন : অন্তঃকরণ, অন্তঃপুর।

৩. শব্দের বানানে 'হ্রস্ব' ও 'দীর্ঘ'—দুটি স্বরই যদি ব্যাকরণের নিয়মে শুদ্ধ হয়, সে ক্ষেত্রে হ্রস্ব স্বর ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ, কোনো শব্দে যদি ই-কার বা ঈ-কার, উ-কার বা ঊ-কার—দুটিই শুদ্ধ হয়, তবে ই-কার ও উ-কার প্রয়োগ করা হবে। যেমন: আবলী, সূচী, ভঙ্গী, ঊষা, অন্তরীক্ষ হবে না; হবে আবলি, সূচি, ভঙ্গি, উষা, অন্তরিক্ষ।

৪. তৎসম শব্দ নারীবাচক হলে শেষে ঈ-কার যুক্ত হবে। যেমন: কল্যাণী, মানবী, সুন্দরী, তরুণী।

৫. 'ইন্' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের সংস্কৃত পুরুষবাচক রূপে 'ইন্' বাদ যায় এবং শব্দটির শেষে ঈ-কার যুক্ত হয়। যেমন: প্রতিযোগিন্ থেকে প্রতিযোগী। শব্দটিকে বিশেষ্যবাচক করতে যুক্ত হবে 'তা' বা 'ত্ব' প্রত্যয়। যেমন: প্রতিযোগিন্ > প্রতিযোগিতা, পারদর্শিন্ > পারদর্শিতা, চমৎকারিন্ > চমৎকারিত্ব।

৬. 'ইন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দকে বহুবচন করার ক্ষেত্রে বাংলা বিভক্তি (রা, এরা ইত্যাদি) ও সংস্কৃত 'গণ' উভয়ই ব্যবহার করা চলে। তবে তাতে বানান-পার্থক্য দেখা যায়। যেমন: গুণী+রা=গুণীরা। গুণী+গণ=গুণিগণ। গুণিগণ-এর ক্ষেত্রে সংস্কৃত নিয়মে মূলের ইন্-এর ই ফিরে আসে। আমরা সংস্কৃত নিয়মে গুণিগণ ব্যবহার করব না, বাংলা রীতিতে লিখব গুণীগণ। অনুরূপভাবে লেখা হবে গুণীজন।

৭. তৎসম শব্দের শেষে যদি 'ৎ' থাকে, তবে তা বহাল থাকবে। যেমন: বিদ্যুৎ, জগৎ, হঠাৎ।

কোনো প্রত্যয়ের শেষে যদি 'ৎ' থাকে (যেমন: সাৎ, অৎ, চিৎ, জিৎ, বৎ, কৃৎ, বিৎ) তবে গঠিত শব্দের শেষেও 'ৎ' থাকবে।

এসব প্রত্যয় দিয়ে তৈরি কিছু শব্দ:

সাৎ—আত্মসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ
অৎ—চলৎ, বৃহৎ, মহৎ, জগৎ
চিৎ—কদাচিৎ, কিঞ্চিৎ, ক্বচিৎ
জিৎ—অভিজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, সত্যজিৎ
বৎ—আত্মবৎ, পিতৃবৎ, মৃতবৎ
কৃৎ—কারুকৃৎ, পথিকৃৎ, সুকৃৎ

ৎ-যুক্ত আরও কিছু শব্দ: অর্থাৎ, অকস্মাৎ, ঈষৎ, তৎক্ষণাৎ, তড়িৎ, তাবৎ, দৈবাৎ, পশ্চাৎ, বিদ্যুৎ, মৃৎ, যুগপৎ, শরৎ, হরিৎ, হৃৎ ইত্যাদি।

৮. শেষে 'ৎ' আছে, এমন শব্দের সঙ্গে 'এ' বা 'এর' বিভক্তি যোগ করা হলে 'ৎ' লোপ পাবে, তার বদলে 'ত' বসবে।

যেমন: ভবিষ্যৎ+এ > ভবিষ্যতে, ভবিষ্যৎ+এর > ভবিষ্যতের।

৯. বিৎ/বিদ—কৃষিবিৎ/কৃষিবিদ, জ্যোতির্বিৎ/জ্যোতির্বিদ, প্রত্নবিৎ/প্রত্নবিদ এসব বানানে বিকল্প (বিৎ) পরিহার করে আধুনিক বানানে এসব শব্দে 'বিদ' ব্যবহৃত হবে।

বর্ণ-ব্যবহার

'ন' ও 'ণ'-এর ব্যবহার

তৎসম শব্দে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ণত্ব বিধান মানা হবে। নিয়মগুলো হচ্ছে—

১. তৎসম শব্দে ঋ/ঋ-কার/র/র-ফলা/রেফ/ষ/ক্ষ-এর পরের ন মূর্ধন্য-ণ হবে। যেমন : ঋণ, তৃণ, রণ, আহরণ, প্রণয়, কর্ণ, প্রাণ, দূষণ, ক্ষণ প্রভৃতি।

২. তৎসম শব্দে ঋ/ঋ-কার/র/র-ফলা/রেফ/ষ/ক্ষ-এর পর স্বরবর্ণ বা ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ, ম) কিংবা য, য়, হ, ং-এর পরে ন থাকলে তা মূর্ধন্য-ণ হবে। যেমন : কৃপণ, আক্রমণ, অকর্মণ্য, প্রমাণ, নারায়ণ, রাগিণী, রুগ্ণ, শ্রবণ, দ্রবণ, ব্রাহ্মণ, উৎক্ষেপণ প্রভৃতি।

৩. সমাসবদ্ধ শব্দে কিছু ক্ষেত্রে ণত্ব বিধান প্রযোজ্য হয় না। এসব জায়গায় মূর্ধন্য-ণ নয় দন্ত্য-ন হবে। যেমন : ত্রিনয়ন, সর্বনাম, দুর্নীতি, দুর্নাম।

৪. ত-বর্গের ত থ দ ধ—এই চার ধ্বনির অব্যবহিত আগে 'ন্' ধ্বনি থাকলে এবং 'ন্' সহযোগে কোনো যুক্তব্যঞ্জন তৈরি হলে তার বানানে দন্ত্য-ন হবে। যেমন : অন্ত, কান্ত, গ্রন্থ, পন্থা, খন্দ, অন্ধ, গন্ধ প্রভৃতি।

৫. তৎসম শব্দে ট-বর্গীয় ধ্বনি ট ঠ ড ঢ-এর অব্যবহিত আগে সংযুক্তভাবে 'ন্' ধ্বনি থাকলে তার বানানে মূর্ধন্য-ণ হবে। যেমন : কণ্টক, কণ্ঠ, দণ্ড, লুণ্ঠন।

৬. কতগুলো তৎসম শব্দের বানানে নিত্য মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : অণু, কঙ্কণ, কণা, কল্যাণ, কোণ, গণ, গণনা, ঘুণ, তূণ, ফণা, বণিক, বাণ, বাণিজ্য, বাণী, বিপণি, বেণি, ভণিতা, মণি, লবণ, শাণ, শোণিত, স্থাণু প্রভৃতি।

যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে আসেনি, অর্থাৎ অতৎসম শব্দ, সেগুলোর ক্ষেত্রে 'ণ' ব্যবহার করা হবে না। এসব শব্দে ঋ, ঋ-কার, র, র-ফলা, রেফ ইত্যাদি থাকলেও এর পরে মূর্ধন্য-ণ হবে না, 'ন' ব্যবহৃত হবে। যেমন : ধরন, দরুন, ট্রেন, গভর্নর। অতৎসম শব্দে ট-বর্গের সঙ্গে যুক্ত বর্ণেও 'ন' হবে, 'ণ' নয়। যেমন : সেন্ট, প্যান্ট।

'ঙ'-এর ব্যবহার

সাধুভাষায় যেসব শব্দে 'ঙ্গ' রয়েছে, সেখানে চলিতভাষায় কোমল রূপে 'ঙ' ব্যবহৃত হবে। যেমন : আঙ্গুল>আঙুল, আঙ্গিনা>আঙিনা।

দেশি কিছু শব্দে 'ঙ' ব্যবহৃত হয়। যেমন : গোঙানি, ঘুঙুর, মাছরাঙা, রঙিন, লাঙল, হাঙর ইত্যাদি।

'জ' ও 'য'-এর ব্যবহার

দেশি ও বিদেশি শব্দের বানানে 'য' বর্জন করা হবে, এর বদলে ব্যবহৃত হবে 'জ'। যেমন : নামাজ, জমিন, জং।

তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষা থেকে আসা শব্দে যেখানে 'জ' ও 'য' দুটিই প্রচলিত এবং অভিধানসিদ্ধ, সেখানে 'জ' ব্যবহৃত হবে। যেমন : জুঁই, জোগাড়, জাদু, জাঁতা, জোয়াল, কাজ।

'শ' 'ষ' 'স'-এর ব্যবহার

তৎসম শব্দে 'ট', 'ঠ'-এর অব্যবহিত আগে 'ষ' ধ্বনি যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়। এ ক্ষেত্রে, যুক্তবর্ণ দুটি হবে—'ষ্ট' ও 'ষ্ঠ'। যেমন : অনিষ্ট, আকৃষ্ট, ওষ্ঠ।

তৎসম ও তদ্ভব শব্দে মূল সংস্কৃতের 'শ' 'ষ' 'স' বহাল থাকবে। কিন্তু বিদেশি শব্দে 'ষ' বর্জিত হবে।

দেশি, অজ্ঞাতমূল ও অর্ধতৎসম শব্দে 'ষ' যথাসম্ভব বর্জন করা হবে।

স্ত/স্থ নিয়ে সমস্যা

যেসব শব্দের শেষে 'স্ত' থাকে, সেখান থেকে 'স্ত' বাদ দিলে অধিকাংশ সময়ই অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায় না। যেমন: অভ্যস্ত, গ্রস্ত, ন্যস্ত, পরাস্ত।

যেসব শব্দের শেষে 'স্থ' আছে, সেখান থেকে 'স্থ' বাদ দিলে অধিকাংশ সময়ই অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যাবে। যেমন: কণ্ঠস্থ, গৃহস্থ, সমাধিস্থ, মুখস্থ।

অয়ন ও অয়ণ

'অয়ন' যোগে গঠিত শব্দের শেষে 'ন' হয়। যেমন: বাৎসায়ন, দ্বৈপায়ন, অর্থায়ন, রসায়ন, প্রত্যয়ন, বাস্তবায়ন, বিশ্বায়ন, বিদ্যুতায়ন, মঞ্চায়ন, মূল্যায়ন, শিল্পায়ন, সত্যায়ন, শিবায়ন প্রভৃতি। কিন্তু এই শব্দগুলোতে 'ণ' হবে: আশ্রয়ণ, গৃহায়ণ, চিত্রায়ণ, নগরায়ণ, বৃক্ষায়ণ, রবীন্দ্রায়ণ, পরায়ণ, উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ, শহরায়ণ প্রভৃতি। এখানে ণ-ত্ব বিধান (নিয়ম ২) অনুসারে 'অয়ন' বদলে 'অয়ণ' হয়েছে।

বিদেশি শব্দের দেশি বানান

১. বিদেশি শব্দ ও নামের বানানে 'ষ' হবে না। এ ধরনের শব্দের মূল উচ্চারণ অনুযায়ী বানানে দন্ত্য-স অথবা তালব্য-শ হবে। যেমন:
   আরবি: নকশা, ফসল, মজলিশ, মুশকিল, শয়তান, সনদ;
   ইংরেজি: কমিশন, ব্রিটিশ, মেশিন, সিলেবাস, স্যার;
   ফারসি: খানসামা, খুশি, খোশ, চশমা, জোশ, রসিদ ইত্যাদি।
২. বিদেশি শব্দ ও নামের বানানে এবং খাঁটি বাংলা শব্দ ও তদ্ভব শব্দে ন-ধ্বনির ক্ষেত্রে মূর্ধন্য-ণ হবে না; অবিকল্পভাবে দন্ত্য-ন হবে। যেমন: আলবিরুনি, ইস্টার্ন, গ্রিন, ঝরনা, ব্রেন, রানি ইত্যাদি।

৩. বিদেশি শব্দ ও নামের বানানে 'য' না লিখে 'জ' লিখতে হবে। যেমন—'নামায', 'রোযা', 'যাকাত' শব্দের বানান হবে যথাক্রমে 'নামাজ', 'রোজা', 'জাকাত'। খাঁটি বাংলা এবং সংস্কৃত শব্দ ও নামের ক্ষেত্রে রীতি অনুযায়ী যেখানে প্রযোজ্য সেখানে 'য' লিখতে হবে।

৪. বিদেশি ও অতৎসম শব্দে দীর্ঘস্বর 'ঈ' বা 'ঊ' অথবা তাদের কার-চিহ্ন ঈ-কার (ী) বা ঊ-কার (ূ)-এর বদলে হ্রস্ব স্বর 'ই', 'উ', ই-কার (ি), উ-কার (ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন : কেরানি, হিন্দি, সরকারি, জুলুম, চাবুক, সুইচ। তবে অধিক প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন : চীন, কাশ্মীর।

বিদেশি শব্দের বানানে আরও কিছু নিয়ম

১. বিদেশি শব্দে বা নামে যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব ভেঙে লেখার চেষ্টা করতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, তা যেন দৃষ্টিকটু না হয়। যেমন : পেন্সন নয় পেনশন। তবে অধিক প্রচলিত বলে লেখা হবে 'লন্ডন', 'লনডন' নয়।

২. আরবি ও ফারসি শব্দের মূল বানানে 'শিন' থাকলে তার প্রতিবর্ণরূপে সাধারণভাবে বাংলায় 'শ' হবে। যেমন : ইশতেহার, খানাতল্লাশি, তহশিল, তামাশা, নকশা, নিশান, পেশকার, পোশাক, ফরমাশ, বকশিশ, মশাল, রেশম, লাশ, শয়তান, শরিক, শর্ত, শহর, শাগরেদ, শিকার, শৌখিন, হুঁশিয়ার।

৩. আরবি ও ফারসি শব্দের মূল বানানে 'সা', 'সিন', 'সোয়াদ' থাকলে সেগুলোর প্রতিবর্ণরূপে সাধারণত বাংলা বানানে 'স' হবে। যেমন : আফসোস, আসল, আসর, আসামি, ইনসাফ, এজলাস, খানসামা, খালাসি, ফয়সালা, মুসলমান, রসিদ, লোকসান, সওদাগর, সরকার, সরদার, সাদা, সাফ, সাল, সাবেক, সেপাই, হাসিল, হিসাব।

লক্ষণীয় : বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত বলে নিচের শব্দগুলোর বানানে 'ছ' বহাল থাকবে। যেমন : তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

বাংলায় ইংরেজি শব্দ

১. ইংরেজি শব্দে 'a' বর্ণের উচ্চারণের প্রতিবর্ণীকরণে 'এ্যা' না লিখে লিখতে হবে 'অ্যা'। যেমন : অ্যাটর্নি, অ্যাডভোকেট, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যান্ড (and) ইত্যাদি।

২. ইংরেজি 'st' বাংলায় 'স্ট' হবে। যেমন : স্টেশন, স্টোর, স্টেডিয়াম, পোস্টকার্ড।

৩. ইংরেজি sh, sion, tion-এর ক্ষেত্রে বাংলায় তালব্য-শ হবে। যেমন : ইংলিশ, ফ্যাশন, টেলিভিশন, অ্যাকশন।

৪. ইংরেজি s, se, ce-এর উচ্চারণ s-এর মতো হলে বানানে দন্ত্য-স হবে। যেমন : বাস, সেভেন, কেস। তবে বাংলা উচ্চারণ শ-এর মতো হলে বানানে তালব্য-শ হবে। যেমন : 'পুলিশ', 'নোটিশ' ইত্যাদি।

৫. ইংরেজি শব্দ যথাসম্ভব ভেঙে লিখতে হবে। ইংরেজি বানানে যেসব শব্দের শেষে cs আছে, সেগুলো বাংলায় 'কস' (ভেঙে); আর যেগুলোর শেষে x আছে, সেগুলো ক্স (ক+স যুক্ত) লিখতে হবে। যেমন : ইলেকট্রনিকস (electronics), শেক্সপিয়ার (Shakespeare), সিক্স (six)।

৬. ইংরেজি শব্দে শেষে -cial, -cian, -cient প্রভৃতি অংশের c-এর উচ্চারণ যদি sh-এর মতো হয়, তবে সে ক্ষেত্রে 'শ' হবে। যেমন : কমার্শিয়াল, ইলেকট্রিশিয়ান, মিউজিশিয়ান, বিউটিশিয়ান, পেশেন্ট।

ইংরেজি ফন্ট

বাংলা রচনার মধ্যে ব্যবহৃত ইংরেজি ধ্বনি, শব্দ বা বাক্য বাংলার চেয়ে ২ পয়েন্ট ছোট হবে।

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও স্থানের নাম

কোনো ব্যক্তি, স্থান, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম যে বানানে লেখা হয়, সে বানানই অনুসরণ করতে হবে। যেমন : 'শামসুর রহমান' না লিখে

লিখতে হবে 'শামসুর রাহমান'; 'শিল্পকলা একাডেমি' না লিখে 'শিল্পকলা একাডেমী' কিংবা 'আওয়ামি লিগ'-এর বদলে হবে 'আওয়ামী লীগ'। এত দিন লেখা হয়েছিল 'বাংলা একাডেমী', কারণ প্রতিষ্ঠানটি 'একাডেমী' লিখত। এখন প্রতিষ্ঠানটি 'বাংলা একাডেমি' লিখছে। আমরাও তা-ই লিখব।

গুরুত্বপূর্ণ দিবস

সব তারিখ অঙ্কে লেখা হবে। তবে বিশেষ দিবস বা বাক্যের বিশেষ প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রে তা কথায় লেখা যাবে। যেমন: '১ বৈশাখ'-এর স্থলে 'পয়লা বৈশাখ'। একইভাবে: একুশে ফেব্রুয়ারি, ষোলোই ডিসেম্বর, পয়লা মে, ছাব্বিশে মার্চ, পঁচিশে বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ, সাতই মার্চ, পনেরোই আগস্ট।

সংখ্যা নিয়ে শঙ্কা

৯-এর ওপরে সব সংখ্যা অঙ্কে লিখতে হবে। শিরোনামের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। তবে বাংলা বাগ্‌ধারা-বাগ্‌বিধিতে কোনো সংখ্যা থাকলে সেটি কথায় লিখতে হবে। যেমন: 'এ তো উনিশ আর বিশ', 'ওর সম্পত্তি বারোভূতে লুটে খেয়েছে'।

সংখ্যা লেখার ক্ষেত্রে যে নিয়ম অনুসরণ করতে হবে—

১. সংখ্যাটি এক থেকে নয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কথায় লেখা হবে।

২. ১০ থেকে ৯৯৯ পর্যন্ত অঙ্কে লেখা হবে। যেমন: এক টাকা, নয় টাকা, ১০ টাকা, ৯৯ টাকা, ১০০ টাকা, ৯৯০ টাকা।

৩. সংখ্যাটা হাজারে চলে গেলে কথায় ও অঙ্কে উভয় নিয়মেই লেখা যাবে। যেমন: ১ হাজার, ৯ হাজার ৩০ টাকা, ৭ লাখ ২০ হাজার ১০৩ টাকা, ৩ কোটি ৫০ লাখ ৭২০ টাকা ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের রূপ

১. ক্রিয়াপদে কখনো লুম, লেম, তুম, তেম ব্যবহার করা হবে না। যেমন : করলুম, দিলেম, যেতুম, হতেম প্রভৃতি ব্যবহৃত না হয়ে হবে—করলাম, দিলাম, যেতাম, হতাম।
২. ক্রিয়াপদের বানানে ঊর্ধ্বকমা বর্জন করা হবে। যেমন : ক'রে প'ড়ে, ধ'রে ইত্যাদির পরিবর্তে হবে—করে, পড়ে, ধরে।

নিত্য বর্তমান

শ্রোতাপক্ষ বা মধ্যম পুরুষ-এর ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার যুক্ত হবে। উদাহরণ : 'তোমরা যেভাবে চলো সেটা ঠিক নয়।' 'তোমরা যা বলো তা ভালো লাগে না।'

বর্তমান কালে পালনীয় অনুজ্ঞা

ক্রিয়াপদের শেষে 'ও' বর্ণ এবং ও-কার দুটোই যুক্ত হবে। দৃষ্টান্ত : খাও, গাও, চাও, নাও ইত্যাদি। 'খাবারটা নষ্ট হয়ে যাবে, এখনই খাও।' 'মন দিয়ে কাজ করো।' 'তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

ভবিষ্যৎ কালে পালনীয় অনুজ্ঞা

ক্রিয়াপদের প্রথম অক্ষর 'অ' ধ্বনিবিশিষ্ট হলে প্রথম ও শেষ বর্ণে ও-কার (ো) বসবে। যেমন : 'বইটা বাড়ি গিয়ে পোড়ো' ('পড়া' ক্রিয়া থেকে)। 'তাকে আমার কথা বোলো' ('বলা' ক্রিয়া থেকে)।

ক্রিয়াপদের প্রথম বর্ণ 'আ' ধ্বনিযুক্ত হলে শেষ বর্ণটি ও-কারযুক্ত হবে এবং হবে 'য়ো'। প্রথম বর্ণের আ-কার হয়ে যাবে এ-কার, সেই সঙ্গে

লুপ্ত হবে দ্বিতীয় বর্ণ 'ও'। যেমন: খাওয়া, গাওয়া, চাওয়া ইত্যাদির ক্রিয়ারূপ হবে খেয়ো, গেয়ো, চেয়ো (খেও, গেও, চেও নয়)। প্রয়োগের দৃষ্টান্ত: 'প্রিয় গানটি গেয়ো কিন্তু।' 'তোমাকে যে ফলটা দিলাম সেটা খেয়ো।'

ক্রিয়াপদের প্রথম বর্ণ ও-ধ্বনিবিশিষ্ট হলে তা হয়ে যাবে উ বা উ-কার এবং শেষ বর্ণটি হবে ও-কারযুক্ত। যেমন: ওঠা, ছোটা, জোটা ইত্যাদির ক্রিয়ারূপ হবে উঠো, ছুটো, জুটো।

ক্রিয়াপদের প্রথম ধ্বনিটি এ-কারযুক্ত হলে এদের শেষ বর্ণটি ও-কারযুক্ত হবে এবং প্রথম বর্ণের এ-কার হয়ে যাবে ই-কার। সেই সঙ্গে লুপ্ত হবে দ্বিতীয় বর্ণও। যেমন: দেওয়া, নেওয়া ইত্যাদির রূপ হবে দিয়ো, নিয়ো। লেখা বা শেখার ক্ষেত্রে হবে লিখো, শিখো।

সমাপিকা/অসমাপিকা ক্রিয়াপদে ও/উ

১. সাধারণ বর্তমান কালের বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়াপদে, অর্থাৎ যে ক্রিয়াপদ দিয়ে বাক্য শেষ হয়, তার শুরুর বর্ণ চলিত বাংলায় 'উ' ধ্বনিবাচক না হয়ে 'ও' হবে। যেমন:
   ক) সে রোজ ভোরে ওঠে।
   খ) পাখি ওড়ে।

২. অসমাপিকা ক্রিয়াপদে, অর্থাৎ যে ক্রিয়াবাচক শব্দে বাক্য সমাপ্ত হয় না, তার শুরুর ধ্বনি 'উ' হয়। যেমন:
   ক) সে রোজ ভোরে উঠে ব্যায়াম করে।
   খ) পাখিটি উড়ে চলে গেছে।

পৌঁছে/পৌঁছায়

'পৌঁছে' ক্রিয়াপদটিকে সমাপিকা, অসমাপিকা—দুভাবেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অসমাপিকা ক্রিয়া হিসেবে 'পৌঁছে' রূপটি ব্যবহারের দুটো নমুনা দেখা যাক:

ক) ট্রেনটি রাত ১০টায় ভৈরবে পৌঁছে আধঘণ্টা বিরতি নেয়।

খ) আগুন লাগার আধঘণ্টা পর দমকল বাহিনী পৌঁছে আগুন নেভায়।

কিন্তু সমাপিকা রূপ 'পৌঁছে' না হয়ে হবে 'পৌঁছায়'—

ক) ট্রেনটি রাত ১০টায় ভৈরবে পৌঁছায়।

খ) আগুন লাগার আধঘণ্টা পর দমকল বাহিনী পৌঁছায়।

ক্রিয়াপদের চলিত ও সাধু রূপের দৃষ্টান্ত

চলিত	সাধু
বলছ	বলিতেছ
বলছিল	বলিতেছিল
বলত	বলিত
বলব	বলিব
বলল	বলিল
বলাও	বলাও [বলাইয়া থাকো]
বলাচ্ছ	বলাইতেছ
বলাচ্ছিল	বলাইতেছিল
বলাত	বলাইত
বলান	বলান [বলাইয়া থাকেন]
বলানো	বলানো [বলাইবার কাজ]
বলাব	বলাইব
বলাল	বলাইল
বলিয়েছিল	বলাইয়াছিল
বলিয়ো	বলাইও
বলেছিল	বলিয়াছিল
বোলো	বলিও

ক্রিয়াবিশেষণের শেষে ব্যবহৃত 'ও'

ক্রিয়াবিশেষণের শেষে ব্যবহৃত অধিকন্তু অর্থে 'ও' বানানে ও-কার না হয়ে 'ও' বর্ণরূপে ব্যবহার করাই শ্রেয়।

এ-জাতীয় কিছু শব্দের সঠিক ও ভুল প্রয়োগ দেওয়া হলো :

সঠিক প্রয়োগ	ভুল প্রয়োগ
আজও	আজো
আবারও	আবারো
আরও	আরো
এমনও	এমনো
কালও	কালো
কারও	কারো
তারও	তারো
তেমনও	তেমনো
সেবারও	সেবারো

কিছু শব্দে 'ও-কার'

তবে কিছু শব্দে 'ও-কার' ব্যবহারই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন : কখনো, এখনো, কোনোই, কারোই, কখনোই, কোনোক্রমেই।

'ও-কার' পরিত্যাজ্য

কিছু শব্দের অন্ত্য বর্ণে 'ও-কার' ব্যবহার করা যাবে না। যেমন : অত, এত, কত, তত, কেন, যেন।

তবে 'It is' অর্থে লিখতে হবে 'এ তো'। কারণ, এখানে 'এ' এবং 'তো' শব্দের আলাদা আলাদা মর্যাদা রয়েছে।

'ছিল'র সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা

'দাঁড়িয়েছিল', 'বসেছিল', 'শুয়েছিল' প্রভৃতি শব্দ থেকে 'ছিল'কে আলাদা শব্দের মর্যাদা দিলে অর্থ পাল্টে যায়। অর্থাৎ 'দাঁড়িয়েছিল', 'বসেছিল', 'শুয়েছিল' এবং 'দাঁড়িয়ে ছিল', 'বসে ছিল', 'শুয়ে ছিল' শব্দগুলোর অর্থ ও প্রয়োগ একেবারে আলাদা।

১. 'দাঁড়িয়েছিল', 'বসেছিল', 'শুয়েছিল' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ দিয়ে সাধারণ অতীত কাল বোঝানো হয়। ইংরেজিতে stood, sat, laid প্রভৃতি শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে, বাংলায় এদের প্রয়োগ সে অর্থেই হয়।

২. ঘটমান বা চলমান অতীত কাল বোঝাতে 'দাঁড়িয়ে ছিল', 'বসে ছিল', 'শুয়ে ছিল' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, ইংরেজিতে was standing, had been sitting, remained lying যা বুঝিয়ে থাকে, সে অর্থে।

শব্দের প্রয়োগ-ভিন্নতা

অত্র/যত্র/তত্র/যত্রতত্র

'অত্র' শব্দের অর্থ 'এখানে', 'যত্র'—'যেখানে', 'তত্র'—'সেখানে'। আর 'যত্রতত্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যেখানে-সেখানে'। 'অত্র' বললে কখনো 'এই' বোঝায় না। তাই 'অত্র অফিস', 'অত্র স্থান' প্রভৃতি প্রয়োগ ভুল। সরকারি-বেসরকারি বিজ্ঞাপনে এ-জাতীয় প্রয়োগ দেখা গেলেও চলিত বাংলায় এখন আর 'অত্র' বা 'যত্র' ব্যবহৃত হয় না। তবে 'যত্রতত্র' শব্দের ব্যবহার রয়েছে। যেমন: 'এই গাছ দেশের যত্রতত্র জন্মাতে দেখা যায়।' [অত্র শব্দের পুরোনো প্রয়োগের নমুনা: 'ওরে পবন-পুত্র, মরিতে অত্র, কেন আলি তুই...'। 'অত্র কুশল' অর্থাৎ এখনকার সবার কুশল। 'অত্র পত্রসহ' অর্থাৎ এই পত্রের সঙ্গে।]

উদ্দেশ/উদ্দেশ্য

শব্দ দুটির প্রয়োগে বানান ও অর্থগত ভিন্নতা আছে।

১. 'উদ্দেশ' শব্দের অর্থ 'প্রতি', 'হদিস', 'দিকে'। উদাহরণ:
   ক) তার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হলো। [প্রতি, জন্য]
   খ) গত এক সপ্তাহ তার কোনো উদ্দেশ নেই। [হদিস]
   গ) নদী সাগরের উদ্দেশে ধেয়ে চলে। [দিকে]
২. 'উদ্দেশ্য' শব্দের অর্থ 'অভিপ্রায়', 'লক্ষ্য', 'তাৎপর্য', 'প্রয়োজন'। উদাহরণ:
   ক) লেখাটি পড়ে লেখকের উদ্দেশ্য বোঝা গেল না।
   খ) লোকটা সুবিধের নয়, উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ করে না।

উল্লেখিত/উল্লিখিত

'ওপরে বা আগে লিখিত হয়েছে' অর্থে 'উল্লেখিত' শব্দের ব্যবহার ভুল। লিখতে হবে 'উল্লিখিত' [উৎ+লিখিত]। 'উল্লেখিত' শব্দের অর্থ 'উল্লেখকৃত'। যেমন :

ক) উল্লিখিত নিয়মগুলো অবশ্যপালনীয়। (ওপরে লিখিত)

খ) উল্লেখিত নিয়মগুলো অবশ্যপালনীয়। (উল্লেখ করা হয়েছে এমন)

'ওপরে উল্লিখিত' বলা যাবে না; কিন্তু 'ওপরে উল্লেখিত' বলা যাবে।

এক রকম/একরকম

'এক রকম' ও 'একরকম'-এর প্রয়োগে অর্থগত ভিন্নতা ঘটে। যেমন :

ক) জামা যা কিনবে এক রকম কিনবে, নইলে দুই ভাইয়ে আবার কাড়াকাড়ি করবে। [অভিন্ন অর্থে]

খ) হাতে একরকম কোনো কাজ নেই, তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি। [প্রায় অর্থে]

গ) দুই মাস বেতন পাই না, তবু দিন একরকম কেটে যাচ্ছে। [কোনোভাবে অর্থে]

এমনই/এমনি

'এমনই' ও 'এমনি' আলাদা আলাদা অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যেমন :

ক) লোকটা এমনই পাষণ্ড যে রোজই বউ পেটায়। [এতই, এই রকম অর্থে]

খ) পরীক্ষায় পাস কি এমনি এমনি হয়, পড়াশোনা করতে হয়। [শুধু শুধু অর্থে]

গ) এমনি এসেছি, কোনো দরকারে নয়। [অকারণ অর্থে]

ঘ) এমনিতেই দেশে খাদ্যাভাব, তার ওপর লেগেছে মহামারি। [একে তো অর্থে]

কি/কী

'কি' শব্দটি প্রশ্নবোধক, সংশয়সূচক ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। 'কী'

প্রধানত প্রশ্নবোধক সর্বনাম, আবেগসূচক শব্দ, বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কি-এর উদাহরণ :

ক) আমি কি তোমাকে কথাটা বলেছিলাম? (সংশয়সূচক প্রশ্ন)।

খ) তুমি কি আজ বাড়ি যাচ্ছ? (প্রশ্নবোধক)

গ) কি ছেলে কি বুড়ো, সবাই এক কথা বলছে। (নির্বিশেষ অর্থে)।

কী-এর উদাহরণ

ক) তুমি তাকে কী বলেছ? (প্রশ্নবোধক সর্বনাম)।

খ) কী বিচ্ছিরি চেহারা! (বিশেষণের বিশেষণ)।

গ) কী ছেলে রে বাবা! (বিশেষণ)।

ঘ) কী করে এ কথা বললে? (ক্রিয়াবিশেষণ)।

'কি' ও 'কী' ব্যবহারের সহজ নিয়ম : জবাব যদি 'হ্যাঁ' বা 'না' অর্থাৎ মাথা নেড়ে দেওয়া যায় তবে প্রশ্নটি হবে 'কি' দিয়ে। অন্যত্র হবে 'কী'।

কি না/কিনা/কি-না-কি

১. 'কি না' যোজক শব্দটি সংশয় বা প্রশ্ননির্দেশে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

ক) তুমি যাবে কি না বলো, না গেলে আমি একাই যাব।

খ) তুমি খেয়েছ কি না তা বলোনি।

২. 'কিনা' শব্দটি ক্রিয়াবিশেষণ। এটি কথার বিশেষ ভঙ্গি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

ক) সে কিনা বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়।

খ) খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম না, যে কিনা বলতে পারে কে এই নির্দেশ দিয়েছে।

৩. 'কিনা' শব্দটি 'যেহেতু' অর্থে যোজক শব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হয় :

ক) কৃষ্ণপক্ষ কিনা, তাই অন্ধকার।

খ) গাড়ি কিনবে কিনা, তাই টাকা ধার করছে।

গ) তিনি বড্ড ভালো মানুষ কিনা, কোনো সাতেপাঁচে থাকেন না।

৪. 'কি-না-কি' বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত: অফিসে কি-না-কি ঝামেলা বেধেছে। শুনেছ নাকি, কী নিয়ে ঝামেলা?

কৃতি/কৃতী

'কৃতি' শব্দটি বিশেষ্য। এর অর্থ কাজ, সম্পাদিত কর্ম। ব্যবহারের নমুনা: মানুষ বেঁচে থাকে তার কৃতির মধ্যে। 'কৃতি' শব্দ থেকেই এসেছে সুকৃতি, বিকৃতি, কৃতিত্ব। অন্যদিকে 'কৃতী' শব্দটি বিশেষণ। এর অর্থ কৃতকার্য বা সফল হয়েছেন এমন। ব্যবহারের নমুনা: তিনি একজন কৃতী বিজ্ঞানী।

কোন/কোনো

এ দুই শব্দের অর্থভেদে ভিন্ন ব্যবহার রয়েছে। যেমন:

ক) তুমি কোন পথে যাবে? (অনেকের মধ্যে একটি)

খ) আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। (একটিও না)

তাই/তা-ই

১. 'তাই' যোজক শব্দ। 'সুতরাং', 'সেহেতু', 'সে কারণে', 'অতএব' অর্থে 'তাই' শব্দের প্রয়োগ হয়। যেমন: আগামীকাল বন্ধ, তাই অফিসে আসব না।

২. সাধুরীতির 'তাহাই' শব্দের চলিত রূপ 'তা-ই'। এটি সর্বনাম শব্দ। প্রয়োগ-উদাহরণ: ছেলেটি যা দেখে তা-ই কিনতে চায়।

নাহয়/না হয়

'নাহয়' অনেক সময় বাক্যে 'বরং' অর্থ প্রকাশ করে। যেমন: তুমি নাহয় গিয়ে তাকে খবরটা দিয়ে এসো।

'না হয়' দিয়ে অনেক সময় হ্যাঁ-বাচক ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয়। যেমন: সে না হয় মূর্খ, কিন্তু তার ছেলেটি তো শিক্ষিত।

নাহলে/না হলে

'নাহলে' শব্দটির অর্থ 'ছাড়া' বা 'অন্যথায়'। যেমন: তুমি নাহলে কাজটা আর কেউ করতে পারবে না।

অন্যদিকে 'নইলে' বা না-বাচক বোঝাতে 'না হলে' ব্যবহৃত হবে। যেমন : তুমি একটু অপেক্ষা করো, না হলে তার সঙ্গে তোমার দেখাই হবে না।

পুঙ্খানুপুঙ্খ/অনুপুঙ্খ

দুটি শব্দই এসেছে 'পুঙ্খ' থেকে। সংস্কৃতে 'পুঙ্খ' শব্দের অর্থ হচ্ছে বাণ বা তিরের গোড়া বা মূল। 'পুঙ্খ'-এর সঙ্গে 'অনুপুঙ্খ' মিলে হয়েছে বিশেষণ শব্দ 'পুঙ্খানুপুঙ্খ'। বাংলায় এর অর্থ হচ্ছে 'তন্ন তন্ন' বা 'খুবই সূক্ষ্ম'। আর 'অনুপুঙ্খ' শব্দটি এসেছে 'পুঙ্খ' শব্দের সঙ্গে 'অনু' উপসর্গ যুক্ত হয়ে। এর অর্থ 'খুঁটিনাটি' বা 'বিস্তৃতি'। শব্দটি বিশেষ্য ও বিশেষণ—দুভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, বিশেষ্য : 'সমস্ত ঘটনাবিস্তারের ক্ষেত্রে অনুপুঙ্খের মধ্যে তিনি খুঁজে বেড়ান একটি কেন্দ্রীয় ঐক্য।' বিশেষণ : 'অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তাঁর মুনশিয়ানা আছে।' 'পুঙ্খানুপুঙ্খ' শব্দের ব্যবহার : 'বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে উঠেছে।'

প্রস্তাব/প্রস্তাবনা

'প্রস্তাব' ও 'প্রস্তাবনা' শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। তাই 'প্রস্তাব' অর্থে 'প্রস্তাবনা' শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ। 'প্রস্তাব' অর্থ 'আলোচনার বা বিবেচনার জন্য উত্থাপিত বিষয়'। 'প্রস্তাবনা' শব্দের অর্থ 'ভূমিকা'।

শব্দ দুটি ব্যবহারের নমুনা :

ক) সভায় তিনটি প্রস্তাব উত্থাপিত হলো এবং তিনটিই সর্বসম্মতিতে গৃহীত হলো।

ক) প্রকল্পের প্রস্তাবনাতেই যদি এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তবে সেটি শেষ হবে কীভাবে!

প্রেক্ষিত/পরিপ্রেক্ষিত

'প্রেক্ষিত' শব্দটি এসেছে 'প্রেক্ষণ' থেকে, যার অর্থ 'দৃষ্টি'। ফলে এ থেকে উদ্ভূত শব্দ 'প্রেক্ষিত'-এর অর্থ 'দেখা হয়েছে এমন'। অর্থাৎ, দৃষ্ট।

তাই 'প্রেক্ষাপট' বা 'পটভূমি' অর্থে 'প্রেক্ষিত' ব্যবহার ভুল প্রয়োগ। এ ক্ষেত্রে লিখতে হবে 'পরিপ্রেক্ষিত'। উদাহরণ: প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার আগে এর পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে দেখা দরকার।

ফলশ্রুতি/ফলশ্রুতিতে

'ফলশ্রুতি' শব্দের অর্থ 'পুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তা শ্রবণ বা তার বিবরণ'। পরিণতি বা পরিণাম অর্থে 'ফলশ্রুতি' ব্যবহার একটা গুরুতর ভুল। এর বদলে ব্যবহার করতে হবে 'ফলে'।

বিষাক্ত/বিষধর

'বিষাক্ত' সাপ নয়, 'বিষধর' সাপ। 'বিষাক্ত' শব্দের অর্থ 'বিষমিশ্রিত', 'বিষলিপ্ত'। বিষাক্ত খাদ্য হতে পারে, বিষাক্ত সামগ্রীও হতে পারে, কিন্তু সাপের বিশেষণ 'বিষাক্ত' শোভন নয়—হওয়া উচিত 'বিষধর' সাপ।

ভারি/ভারী

'ভারি' ব্যবহৃত হয় 'অতি', 'অত্যন্ত' ও 'দারুণ' অর্থে। যেমন: 'লোকটা তো ভারি বজ্জাত!' 'খেয়ে দেখুন, ভারি মিষ্টি আম!'

'ভারী' শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় 'গুরুভার', 'ওজনদার', 'দায়িত্বপূর্ণ'। যেমন: 'বোঝাটা বেশ ভারী।' 'এত ভারী দায়িত্ব আমাকে দিচ্ছেন?'

মধুমাস/মধুফল

'মধুমাস' শব্দের অর্থ চৈত্র মাস। শব্দটি আজকাল জ্যৈষ্ঠ মাস বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি ভুল প্রয়োগ। জ্যৈষ্ঠের আম, জাম, লিচু ও অন্যান্য ফলকে বলা হচ্ছে মধুফল। এই প্রয়োগও শুদ্ধ নয়। মধুফল বলে কোনো ফল নেই। 'মধুমাস' শব্দটি ব্যবহারের উদাহরণ: মধুমাসে উতলা বাতাস, কুহরে পিক।

মাঝে/মধ্যে/মাঝেমধ্যে/মাঝে মাঝে

চলিতভাষার গদ্যে 'মাঝে' শব্দের ব্যবহার খুব কম। এ ধরনের প্রয়োগ কিছুটা কাব্যিক। যেমন: তিনি আর আমাদের মাঝে নেই।

'মাঝে মাঝে' শব্দযুগল আমরা অনেক সময়ই ব্যবহার করি। যেমন: 'সে মাঝে মাঝে এমন কথা বলে, যার কোনো অর্থ হয় না।' এই দ্বিরুক্ত শব্দের অর্থ 'প্রায়ই'। শব্দটি দিয়ে স্থান বা কালের ব্যবধানও বোঝানো হয়। যেমন: 'রাস্তার মাঝে মাঝে বড় গর্ত।', 'মাঝে মাঝে এসো।'

'মাঝেমধ্যে' শব্দটি দিয়েও আমরা কালের ব্যবধান বোঝাতে পারি। যেমন: ছেলেগুলো মাঝেমধ্যে এখানে আসে।

'মধ্যে' শব্দটি দিয়ে আমরা 'মাঝে', 'মাঝখানে', 'অভ্যন্তরে', 'অবসরে' বা 'অবকাশ' অর্থ বোঝাতে পারি। যেমন: আমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে লম্বা (মাঝে অর্থে)। বৃত্তের মধ্যের বিন্দুটিই কেন্দ্র (মাঝখানে অর্থে)। অফিসে গিয়ে দেখি এরই মধ্যে সে এসে গেছে (অবসরে বা অবকাশে অর্থে)।

শব্দটির ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে ব্যবহার: এর মধ্যে বেশ কিছু টাকা পেয়েছিলাম।

যেই/যে-ই

১. 'যেই' শব্দের অর্থ 'যখনই' বা 'যেমন'। উদাহরণ:
   ক) যেই মোশতাক এল, অমনি সুবীর কেটে পড়ল।
   খ) যেই কথা সেই কাজ।

২. 'যে-ই' শব্দটির অর্থ 'যে-কেউ' বা 'যিনিই'। উদাহরণ: যে-ই বলুক না কেন, আমি যাব না।

লক্ষ/লক্ষ্য

১. 'লক্ষ' অর্থ 'দেখা' বা 'নজর'। এই অর্থে ব্যবহাব করলে শব্দটিতে য-ফলা ত্যাজ্য। উদাহরণ: সংসারের দিকে সে কোনোই লক্ষ করে না।

২. 'লক্ষ' শব্দের আরেকটি অর্থ শতসহস্র। এই অর্থে 'লক্ষ' শব্দে য-ফলা হবে না। যেমন: তিনি এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

[চলিতরীতিতে শতসহস্র অর্থে 'লক্ষ' না লিখে 'লাখ' লেখা ভালো]

৩. 'লক্ষ্য' শব্দের অর্থ 'উদ্দেশ্য' বা 'নিশানা'। এই অর্থে শব্দটিতে য-ফলা দিতে হবে। যেমন :

ক) পাখিটি লক্ষ্য করে শিকারি গুলি ছুড়ল।

খ) আমাদের লক্ষ্য দেশের উন্নতি।

সঙ্গে/সাথে

'সঙ্গে' ও 'সাথে' শব্দ দুটির অর্থ একই। 'সাথে' শব্দটি কবিতা ও কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। তাই কারও প্রত্যক্ষ উক্তিতে কিছু লেখার সময় 'সাথে' শব্দটি ব্যবহার করা যায়। যেমন : 'তিনি বললেন, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' কাব্যিক প্রয়োগ : 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।' সাধারণ প্রয়োগ : 'তোমার সঙ্গে তিনি যাচ্ছেন না।'

সতীর্থ/সহকর্মী

'সতীর্থ' শব্দের অর্থ 'সহপাঠী'; একই সময়ে একই গুরুর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত। 'সহকর্মী' হচ্ছেন, যাঁরা একসঙ্গে কাজ করেন।

আজকাল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খেলাধুলার খবরে একই দলের সদস্যদের 'সতীর্থ' হিসেবে লেখা হচ্ছে। অর্থাৎ, শব্দটি তার আসল বা মূল অর্থ হারাতে শুরু করেছে। যেহেতু খেলোয়াড়েরা একই কোচের অধীনে প্রশিক্ষণ নেন, সেহেতু এ ক্ষেত্রে 'সতীর্থ' শব্দটি আমরা মেনে নিতে পারি।

ভুল শব্দ ও ভুল প্রয়োগ

সময়ের ফোঁড়/সময় নির্দেশ

১. পরবর্তীতে : 'পরবর্তীতে' ব্যবহার করা ভুল প্রয়োগ। শুদ্ধ প্রয়োগ 'পরবর্তী সময়ে', 'পরে' বা 'পরবর্তীকালে'।

২. আগামীতে : 'আগামীতে' ভুল প্রয়োগ। শুদ্ধ প্রয়োগ 'ভবিষ্যতে' বা 'আগামী দিনে'।

৩. পূর্ববর্তীতে : 'পূর্ববর্তীতে' প্রয়োগও ভুল। শুদ্ধ প্রয়োগ 'পূর্ববর্তী সময়ে' বা 'আগে'।

৪. -কালীন সময়ে : 'চলাকালীন সময়ে', 'থাকাকালীন সময়ে'—ভুল প্রয়োগ-চিহ্নিত শব্দবন্ধ। 'কাল' আর 'সময়' প্রায় সমার্থক শব্দ। 'কালীন'-এর অর্থ 'সময়ে ঘটিত'। তাই একই সঙ্গে এ দুই শব্দের প্রয়োগ অশুদ্ধ। লিখতে হবে 'চলাকালে' বা 'থাকাকালে' কিংবা 'চলার সময়ে' বা 'থাকার সময়ে'। 'চলাকালীন' বা 'থাকাকালীন' ব্যবহার না করাই ভালো।

উর্বরা শক্তি/উর্বরতা শক্তি

'উর্বরা শক্তি' কথাটার ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। ভূমিই 'উর্বরা', 'শক্তি'টা উর্বরা নয়। সে জন্য 'উর্বরা শক্তি'র পরিবর্তে 'উর্বরতা শক্তি'র প্রয়োগ শ্রেয়তর।

দাহ্যশক্তি/দাহিকা শক্তি

দহন বা দাহন করার শক্তি বলতে অনেক ক্ষেত্রে 'দাহ্যশক্তি' লেখা হয়। এটি ভুল প্রয়োগ। 'দাহ্য' শব্দের অর্থ যা সহজে দগ্ধ হয় বা দহনযোগ্য। সে জন্য 'দাহ্যশক্তি'র স্থলে লিখতে হবে 'দাহিকা শক্তি'। 'দহনশক্তি'ও লেখা যেতে পারে।

নিবে/দিবে

সাধুরীতির 'নিবে' ও 'দিবে' শব্দের চলিত রূপ হচ্ছে 'নেবে' ও 'দেবে'। সে জন্য 'নিবে' ও 'দিবে' শব্দের পরিবর্তে 'নেবে' ও 'দেবে' লিখতে হবে। একইভাবে লিখতে হবে 'নেবেন' ও 'দেবেন'।

যেমন: 'তুমি কি বইটি নেবে?' 'তোমার কলমটি একটু দেবে?' 'যা নেওয়ার, এখনই নেবেন, না হলে পরে আর পাবেন না।' 'ভাই, আমার জিনিসটা একটু তাড়াতাড়ি দেবেন; ট্রেন ধরব। হাতে একদম সময় নেই।'

নেই/দেই

'নেওয়া' বা 'দেওয়া' অর্থে সাধারণ বর্তমান কালের উত্তম পুরুষে 'নেই' বা 'দেই' শব্দের প্রয়োগ পরিত্যাজ্য। এ প্রয়োগ আঞ্চলিক। এ অবস্থায় 'নেই' শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে 'নাই' অর্থ জ্ঞাপন করতে পারে। শব্দ দুটির সঠিক প্রয়োগ হবে 'নিই' ও 'দিই'। যেমন: আমি তো এখান থেকে কলমটা নিইনি। তাকে শরৎচন্দ্রের *দেবদাস* বইটিও দিইনি।

প্রথম/অতিপ্রথম/সর্বপ্রথম

'প্রথম' শব্দের সঙ্গে কোনো তুলনামূলক শব্দ বা প্রত্যয় যুক্ত হয় না। কাজেই শব্দটি থেকে 'অতি', 'সর্ব' বাদ যাবে। উদাহরণ: কলম্বাস প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন। (অতিপ্রথম বা সর্বপ্রথম নয়)।

বাধ্যগত

'বাধ্য' বিশেষণ; এর অর্থ 'অনুগত'। 'গত' শব্দ যোগ করে তৈরি 'বাধ্যগত' ভুল শব্দ। তাই 'অনুগত' শব্দের পরিবর্তে 'বাধ্যগত' শব্দের প্রয়োগ ভুল।

দরখাস্তের শেষে অনেকেই লেখেন 'আপনার বাধ্যগত'। এর বদলে বরং লিখতে হবে 'আপনার অনুগত'। এটিই শুদ্ধ প্রয়োগ।

সহসা

'সহসা' শব্দের অর্থ 'হঠাৎ', 'অকস্মাৎ', 'অতর্কিত'। 'শিগগির' অর্থে 'সহসা' প্রয়োগ ভুল।

উদাহরণ: 'সহসা বুলাইয়া গেল বাতাস' (হঠাৎ অর্থে)। 'সেতুটি শিগগির মেরামতের সম্ভাবনা নেই' (সহসা নয়)।

নিরেট ও অনিরেট শব্দ

সমাসবদ্ধ হলে শব্দগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে একত্রে মিলে একটি নিরেট (ফাঁকহীন) শব্দ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, শব্দ দুটির মাঝখানে কোনো ফাঁক থাকবে না। যেমন : আগাগোড়া, বিন্দুবিসর্গ, কবিতাপাঠক, অস্ত্রমুক্ত, স্বাধীনতাযুদ্ধ। তবে সমাসবদ্ধ শব্দ আকারে দীর্ঘ হয়ে দৃষ্টিকটু দেখালে মাঝখানে হাইফেন (-) দেওয়া যেতে পারে। যেমন : বুদ্ধিজীবী-সমাজ, বিশ্বশান্তি-সংঘ।

শব্দ নিরেট করার আগে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে সেটি সমাসবদ্ধ কি না। ব্যাপারটি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন হতে পারে, সেটি লক্ষ রাখা প্রয়োজন।

শব্দ নিরেট, না অনিরেট হবে, তা অনেক সময় অর্থের ওপর নির্ভর করে। কিছু উদাহরণ :

ক) অনিরেট : ভদ্র লোক মাত্রই সজ্জন হয়।
নিরেট : ভদ্রলোককে আমি চিনি না।

খ) অনিরেট : তাঁর লক্ষ্য যোগ্য পাত্রের হাতে কন্যাকে তুলে দেওয়া।
নিরেট : কন্যার বিয়ের জন্য তিনি লক্ষ্যযোগ্য কোনো পাত্র পাচ্ছেন না।

গ) অনিরেট : ধূমপান মুক্ত এলাকায় করা উচিত।
নিরেট : এটি ধূমপানমুক্ত এলাকা।

ঘ) অনিরেট : আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত।
নিরেট : আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদদের রক্ত বৃথা যায়নি।

ঙ) অনিরেট : রাষ্ট্রপতি দেশ ত্যাগ করার পর অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে।
নিরেট : রাষ্ট্রপতির দেশত্যাগের পর অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে।

চ) অনিরেট : সেদিন হাজার হাজার ছাত্র সমাবেশে মিলিত হয়েছিল।
নিরেট : সব দলের সদস্যই ছাত্রসমাবেশে উপস্থিত ছিল।

এ ছাড়া অন্যান্য শব্দ ব্যবহারের সময় নিরেট লিখব, না আলাদাভাবে লিখব, তার কিছু ক্ষেত্র নির্দেশ করা হলো :

আগামী/গত

'আগামী' ও 'গত' শব্দের ঠিক পরের শব্দটি সর্বদা আলাদাভাবে বসবে। যেমন : আগামী পরশু, গত মৌসুম। সময় বা কাল-নির্দেশক না হলে সে ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন : গতযৌবন, গতবুদ্ধি ইত্যাদি। বহুল প্রচলের কারণে লিখব 'গতকাল' ও 'আগামীকাল'।

এক

এককালীন, একঘেয়ে, একচেটিয়া, একজোট, একটানা, একসঙ্গে, একমাত্র প্রভৃতি শব্দ সমাসবদ্ধ এবং বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর 'এক' কখনো আলাদা বসবে না। কারণ, এ প্রয়োগে 'এক' কোনো সংখ্যা বোঝায় না, সংশ্লিষ্টতা বোঝায়।

কাল/ক্ষণ

'কাল' ও 'ক্ষণ' শব্দের পূর্ববর্তী বিশেষণ আলাদা না বসে একসঙ্গে বসবে। যেমন : অনেককাল, একাল, এতকাল, কতকাল, ততকাল, যতকাল, কিছুকাল, বহুকাল, সেকাল; এক্ষণ, এতক্ষণ, কতক্ষণ, ততক্ষণ। তবে 'দিন' শব্দের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। যেমন : এত দিন, কত দিন, অনেক দিন, কয়েক দিন।

অন্যান্য শব্দের আগে 'এত', 'তত', 'কত', 'যত', 'কিছু', 'অনেক' আলাদা বসবে। যেমন : এত বই, কত নৌকা, তত কষ্ট, যত আনন্দ, অনেক বছর, অনেক সময়, কিছু পদক্ষেপ।

কাল : বর্ণিত শব্দগুলো 'কাল' শব্দের পরে নিরেটভাবে বসবে—ক্ষেপণ, ক্ষেপ, যাপন, গ্রাস, ঘুম, চিহ্ন, হরণ, বেলা, সাপ, রাত্রি, বাউশ, পেঁচা। যেমন : কালক্ষেপণ, কালগ্রাস, কালঘুম, কালবেলা ইত্যাদি।

নানা/নানান

'নানা' বা 'নানান' শব্দ সাধারণত পৃথক বসে। যেমন : নানা অসুবিধা, নানা রকম, নানা জাতের মানুষ, নানান মত ও পথ, নানান ঝামেলা। তবে এর কিছু ব্যতিক্রম আছে : নানারূপ, নানাবিধ।

পর

'পর' শব্দ দিয়ে 'পরের', 'পরবর্তী', 'অন্য' বা 'ভিন্ন' বোঝালে এর পরের শব্দটি একসঙ্গে বসবে। যেমন : পরচর্চা, পরজীবী, পরদিন, পরনারী।

প্রতি

'প্রতি' শব্দে ব্যাপ্তি বোঝালে এর আগের বা পরের শব্দ একসঙ্গে বসবে। যেমন : প্রতিবছর, প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, প্রতিমুহূর্ত; জনপ্রতি, মণপ্রতি, লেখাপ্রতি। 'প্রতি' শব্দে 'উদ্দেশে' বোঝালে এবং পরে বসলে শব্দটি আলাদা বসবে। যেমন : আমাদের প্রতি, জনতার প্রতি।

প্রায়

'প্রায়' শব্দেরও দুই রকম প্রয়োগ হয় :

১. শব্দের আগে ব্যবহৃত হলে 'প্রায়' আলাদাভাবে বসবে। যেমন : প্রায় ক্ষেত্রে, প্রায় সময়।
২. সমাসবদ্ধ হয়ে শব্দের পরে বসলে 'প্রায়' নিরেট হবে। যেমন : ভগ্নপ্রায়, অসম্ভবপ্রায়।

বহু

'বহু' শব্দটি অবস্থাভেদে কখনো একত্রে, কখনো পৃথকভাবে বসে। একত্রে বসার উদাহরণ: বহুকাল, বহুগুণ, বহুদর্শী, বহুমুখী, বহুদূর, বহুভাষী, বহুমূল্য, বহুসংখ্যক। পৃথক বসার উদাহরণ: বহু লোক, বহু আশা, বহু কষ্ট।

বহুল

উদ্দিষ্ট শব্দের আগে 'বহুল' শব্দটি পৃথকভাবে বসে। যেমন: বহুল কথিত, বহুল পরিচিত, বহুল পরিমাণ, বহুল প্রয়োগ। কিন্তু শব্দের পরে বসলে একসঙ্গে হবে। যেমন: ঘটনাবহুল, মেদবহুল, ব্যয়বহুল।

বিনা

'বিনা' শব্দটি পৃথকভাবে বসবে। যেমন: বিনা যুদ্ধে, বিনা মূল্যে, বিনা বাধায়।

বিশেষ

'বিশেষ' শব্দটি নানাভাবে বসতে পারে।

১. কোনো শব্দের প্রকার বা ভেদ অর্থে 'বিশেষ' শব্দটি প্রয়োগ করা হলে এটি উদ্দিষ্ট শব্দের শেষে একত্রে বসবে। যেমন: অবস্থাবিশেষ, ইতরবিশেষ, গ্রন্থবিশেষ, পুষ্পবিশেষ ইত্যাদি।
২. শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হলে এটি উদ্দিষ্ট শব্দের আগে আলাদাভাবে বসবে। যেমন: বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ গ্রন্থ।

মতো

'অনুসারে' বা 'অনুযায়ী' অর্থে 'মতো' শব্দের প্রয়োগ ঘটলে এটি পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে জুড়ে এক শব্দ হবে। যেমন: ইচ্ছেমতো, কথামতো, পছন্দমতো। তবে তুলনা অর্থে ব্যবহৃত হলে বা 'র' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে ব্যবহৃত হলে পৃথকভাবে বসবে। যেমন: রাজার মতো, বোকার মতো। এ ছাড়া 'প্রথমবারের মতো', 'সেবারের মতো' প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'মতো' আলাদা বসবে।

মহা

'মহা' শব্দটির নানা রকম প্রয়োগ রয়েছে :

১. এ শব্দ যদি 'অত্যধিক' বা 'প্রচণ্ড' বোঝায় তবে আলাদা বসবে। যেমন : মহা আলসে, মহা চালাক।

২. বিশাল, বিরাট, বৃহৎ, ব্যাপক অর্থে শব্দটি পরবর্তী শব্দের সঙ্গে জুড়ে বসবে। যেমন : মহাদুর্যোগ, মহাবিপর্যয়, মহাবিদ্যালয়, মহাসমাবেশ।

৩. শব্দটি 'মহান' বা 'মহৎ' অর্থে ব্যবহৃত হলে পরপদের সঙ্গে নিরেট হবে। যেমন : মহাকবি, মহাজন, মহাপ্রয়াণ, মহাপুরুষ, মহাজ্ঞানী।

৪. পদবির ক্ষেত্রে এটি একত্রে বসবে। যেমন : মহাপরিচালক, মহাসচিব, মহানিয়ন্ত্রক।

সব/সারা

'সব' বা 'সারা' সাধারণত আলাদা বসে। যেমন : সব অশান্তি, সারা গ্রাম, সারা দিন, সারা বিশ্ব। তবে কিছু ক্ষেত্রে সমাসবদ্ধ বা নিরেট ব্যবহারও আছে। যেমন : সবকিছু, সবশেষে, সবচেয়ে, সারাক্ষণ।

উপ/সহ/যুগ্ম

'উপ', 'সহ' প্রভৃতি বিশেষণসূচক শব্দ পরের শব্দের সঙ্গে নিরেটভাবে লেখা সংগত। যেমন : উপসচিব, উপসম্পাদকীয়; সহসম্পাদক, সহসভাপতি। তবে 'যুগ্ম' শব্দটি আলাদা বসবে। যেমন : যুগ্ম সম্পাদক, যুগ্ম সচিব।

দল

বিশেষণবাচক শব্দের পর 'দল' শব্দটি আলাদা বসবে। যেমন : রাজনৈতিক দল, সরকারি দল।

তবে সমাসবদ্ধ হলে ক্ষেত্রবিশেষে 'দল' শব্দ নিরেটভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : ছাত্রদল, নাট্যদল।

সমূহ অর্থেও 'দল' পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে নিরেটভাবে বসবে, যেমন : সেনাদল।

পরে 'দলীয়' শব্দ থাকলে তা পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে নিরেটভাবে যুক্ত হতে পারে, যেমন : সরকারদলীয় (সরকারিদলীয় নয়), বহুদলীয়, সর্বদলীয়।

লক্ষণীয়, 'দল' পূর্বপদে থেকে সমাসবদ্ধ হয়ে নিরেট শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন : দলচ্যুত, দলছুট, দলনেতা, দলপতি, দলবদ্ধ, দলবল, দলভুক্ত, দলভ্রষ্ট ইত্যাদি।

সংখ্যানির্দেশক শব্দ

সংখ্যার অঙ্কনির্দেশক শব্দটি আলাদা বসবে। যেমন : এক টাকা, তিন বছর, আট মাইল, এক দিন (সমাসবদ্ধ 'একদিন' সময়নির্দেশক)। তবে 'দুদিন', 'দুজন' 'দুমুঠো' লেখা যাবে।

সমাসবদ্ধ শব্দ

হাইফেনহীন সমাসবদ্ধ শব্দ : গণবিরোধী, সরকারবিরোধী, স্বাধীনতাবিরোধী ইত্যাদি।

হাইফেনযুক্ত সমাসবদ্ধ শব্দ : হাইফেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের সূত্রগুলো মনে রাখা ভালো :

১. সমাসবদ্ধ দ্বিতীয় পদের শুরুতে যদি স্বরবর্ণ থাকে, তবে সন্ধি না হলে তার আগে হাইফেন বসবে। যেমন : ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, আপাত-অসম্ভব, গীতি-আলেখ্য, চড়াই-উতরাই, গণ-অভ্যুত্থান।
২. প্রায় সমান্তরাল গঠনের দুটি শব্দ সমাসবদ্ধ হলে তাদের মধ্যে হাইফেন বসবে। যেমন : অনুনয়-বিনয়, আকুলি-বিকুলি, আকৃতি-প্রকৃতি, এখন-তখন, এপাশ-ওপাশ, এসপার-ওসপার, নমাসে-ছমাসে, নরম-গরম।
৩. কোনো শব্দের পূর্বে নেতিবাচক শব্দ 'না' যুক্ত হয়ে সেটি যদি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে সেই 'না' পরবর্তী শব্দের সঙ্গে হাইফেন দিয়ে যুক্ত হবে। যেমন : না-করা কাজ, না-চেনা মানুষ, না-বলা কথা। এরই অনুসরণে পরের ক্রিয়াপদগুলো লেখা হবে : করা না-করা, খাওয়া না-খাওয়া, চেনা না-চেনা, দেখা না-দেখা,

পাওয়া না-পাওয়া, পারা না-পারা।

৪. 'নির্বিশেষে' শব্দটি পদের শেষে নিরেট হবে। যেমন: জাতিনির্বিশেষে, দলনির্বিশেষে, ধর্ম-বর্ণ-গোত্রনির্বিশেষে। তবে সমাসবদ্ধ বা দীর্ঘ শব্দের ক্ষেত্রে 'নির্বিশেষে' শব্দের আগে হাইফেন (-) বসবে। যেমন: দলমত-নির্বিশেষে।

৫. সমাসবদ্ধ শব্দের উভয় পদ সমান গুরুত্বপূর্ণ হলে দুই পদের মাঝখানে হাইফেন বসবে, যেমন: দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি।

৬. বিশেষণস্থানীয় পুনরাবৃত্ত শব্দের ক্ষেত্রে হাইফেন হবে, যেমন: কলসি-কলসি পানি, ড্রাম-ড্রাম তেল, রাজায়-রাজায় যুদ্ধ।

৭. দুটি নামের বিশেষ সংযোজনে হাইফেন হবে, যেমন: ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক, রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তী।

৮. দুটি দিক বা তাদের মধ্যবর্তী বোঝাতে হাইফেন হবে, যেমন: উত্তর-পূর্ব, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ।

৯. সন্নিহিত দুটি শব্দের সন্ধি এড়াতে হাইফেন ব্যবহার করা যায়, যেমন: অতি-আধুনিক, ভর্তি-ইচ্ছুক।

অনিরেট শব্দ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে শব্দ সাধারণত নিরেট হয় না:

১. অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব হলে। যেমন: করতে করতে, বলতে বলতে, দেখতে দেখতে।

২. ক্রিয়াবিশেষণের দ্বিত্ব হলে। যেমন: কাছে কাছে, পাশে পাশে, কালে কালে, পরে পরে।

৩. মুক্তাক্ষরমূলক অনুকার শব্দ। যেমন: খাঁ খাঁ, শোঁ শোঁ ইত্যাদি। কিন্তু বদ্ধ ধ্বনিদলযুক্ত অনুকার শব্দ নিরেট হবে; যেমন: ভনভন, হনহন।

বিশেষণবাচক শব্দ

১. সমাসবদ্ধ না হলে বিশেষণবাচক শব্দ আলাদাভাবে বসবে, যেমন: অনাগত কাল, কম্পিত কণ্ঠ, তৃতীয় চিন্তা, ফলিত রসায়ন, বিলম্বিত লয়, শুভ সংবাদ।

২. তবে সমাসবদ্ধ হলে পরপদের সঙ্গে তা নিরেটভাবে বসবে; যেমন : ত্যাজ্যপুত্র, নিম্নবিত্ত, শ্বেতকণিকা ইত্যাদি।

৩. সমাসবদ্ধ পদটি সমগ্রভাবে বিশেষণস্থানীয় হলে তা নিরেট হবে; যেমন : অভিন্নহৃদয় (বন্ধু), অবশ্যকরণীয় (কাজ), অবশ্যপালনীয় (দায়িত্ব), কোলজুড়ানো (শিশু), আকাশকুসুম (কল্পনা), আপাতকঠিন (সমস্যা), চিরপরিচিত (বন্ধু), শানবাঁধানো (ঘাট)।

নিরেট ও অনিরেট শব্দের আরও কিছু নিয়ম

নিরেট শব্দ :

১. উপসর্গযুক্ত শব্দমাত্রই নিরেট হবে। যেমন :

তৎসম			অতৎসম		
অধি-	:	অধিকার	খাস-	:	খাসমহল, খাসজমি
অনু-	:	অনুসরণ	গর-	:	গরহাজির
অপ-	:	অপভ্রংশ	না-	:	নালায়েক
পরা-	:	পরাজয়	বদ-	:	বদমেজাজ
পরি-	:	পরিবর্তন	বর-	:	বরখেলাপ
প্র-	:	প্রচার	বে-	:	বেশরম, বেতমিজ
সু-	:	সুবচন	হর-	:	হররোজ

২. নিম্নলিখিত শব্দ বা শব্দাংশযোগে গঠিত শব্দ নিরেট হবে।

-কবলিত	:	খরাকবলিত, দুর্ভিক্ষকবলিত, বন্যাকবলিত
-কর	:	ক্ষতিকর, গ্লানিকর, মর্যাদাকর
-করী	:	অর্থকরী, কার্যকরী, হিতকরী
-কামী	:	আপসকামী, কল্যাণকামী, শান্তিকামী
-কারক	:	ক্ষতিকারক, বলকারক, হানিকারক
-কারী	:	প্রতিনিধিত্বকারী, প্রদানকারী, প্রশংসাকারী
-কালীন	:	অবসরকালীন, এককালীন, সমকালীন
-কেন্দ্রিক	:	বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক

-খানা : কারখানা, গোসলখানা, ডাক্তারখানা
-গত : অনুগত, বিগত, শরীরগত, হস্তগত
-গামী : অগ্রগামী, দ্রুতগামী, সহগামী
-গ্রস্ত : ঋণগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত
-গ্রাহী : গুণগ্রাহী, রসগ্রাহী, হৃদয়গ্রাহী
-ঘাতী : আত্মঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী, মিত্রঘাতী
-চারী : আকাশচারী, ব্রতচারী, মহাকাশচারী
-চুম্বী : আকাশচুম্বী, গগনচুম্বী
-চ্যুত : গদিচ্যুত, পদচ্যুত, হস্তচ্যুত
-জনক : অপরাধজনক, আনন্দজনক, লজ্জাজনক
-জনিত : খরাজনিত, বর্ষণজনিত, বার্ধক্যজনিত
-জাত : অনুকরণজাত, সদ্যোজাত, স্বভাবজাত
-জীবী : দীর্ঘজীবী, পরজীবী, বুদ্ধিজীবী
-জ্ঞাপক : অর্থজ্ঞাপক, দূরত্বজ্ঞাপক, সংবাদজ্ঞাপক
-দর্শী : অপরিণামদর্শী, দূরদর্শী, ভুয়োদর্শী
-দাত্রী : প্রেরণাদাত্রী, শান্তিদাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী
-দায়ক : পীড়াদায়ক, শান্তিদায়ক, স্বস্তিদায়ক
-দায়ী : কষ্টদায়ী, জীবনদায়ী, ফলদায়ী
-ধর্মী : আবেগধর্মী, প্রচারধর্মী, বিশ্লেষণধর্মী
-ধারী : অস্ত্রধারী, উপাধিধারী, নিশানধারী
-নামা : অজ্ঞাতনামা, খ্যাতনামা, চুক্তিনামা
-নাশী : দুঃখনাশী, শত্রুনাশী, সর্বনাশী
-নির্ভর : কৃষিনির্ভর, পরনির্ভর, প্রযুক্তিনির্ভর
-পক্ষীয় : দ্বিপক্ষীয়, ত্রিপক্ষীয়, বহুপক্ষীয়
-পত্র : অভিযোগপত্র, দরপত্র, পরিপত্র
-পত্রী : একবীজপত্রী, দ্বিবীজপত্রী
-পন্থী : উগ্রপন্থী, চরমপন্থী, বামপন্থী
-পরায়ণ : কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ
-পূর্বক : অনুগ্রহপূর্বক, জোরপূর্বক, বলপূর্বক
-প্রবণ : অপরাধপ্রবণ, আবেগপ্রবণ, কল্পনাপ্রবণ

-প্রসূ : ফলপ্রসূ, বীরপ্রসূ, স্বর্ণপ্রসূ
-প্রসূত : কল্পনাপ্রসূত, বিদ্বেষপ্রসূত, সদ্যঃপ্রসূত
-প্রায় : অন্ধপ্রায়, পাগলপ্রায়, মৃতপ্রায়
-বৎ : পুত্রবৎ, পূর্ববৎ, মৃতবৎ
-বর্জিত : বিবেকবর্জিত, শিষ্টতাবর্জিত, শান্তিবর্জিত
-বশত : কারণবশত, ভুলবশত, সৌভাগ্যবশত
-বাচক : আস্থাবাচক, ইতিবাচক, নেতিবাচক
-বাজ : কলমবাজ, চালবাজ, ভাঁওতাবাজ
-বাজি : ফন্দিবাজি, ভাঁওতাবাজি, মামলাবাজি
-বাদ : বস্তুবাদ, ভোগবাদ, সাম্যবাদ, হিতবাদ
-বাদী : পুঁজিবাদী, মার্ক্সবাদী, শান্তিবাদী
-বাহক : পত্রবাহক, বার্তাবাহক, সংবাদবাহক
-বাহী : ঐতিহ্যবাহী, পণ্যবাহী, যাত্রীবাহী
-বিধ : অন্যবিধ, নানাবিধ, বহুবিধ
-বিশিষ্ট : আয়বিশিষ্ট, লেজবিশিষ্ট, সদস্যবিশিষ্ট
-বিষয়ক : দুর্নীতিবিষয়ক, রাজনীতিবিষয়ক, নীতিবিষয়ক
-বিহীন : অশ্রুবিহীন, ত্রুটিবিহীন, শঙ্কাবিহীন
-বোধক : আশ্চর্যবোধক, দ্ব্যর্থবোধক, প্রশ্নবোধক
-ব্যঞ্জক : অর্থব্যঞ্জক, ক্রোধব্যঞ্জক, বীরত্বব্যঞ্জক
-ব্যাপী : জীবনব্যাপী, দেশব্যাপী, পৃথিবীব্যাপী
-ভাবে : পরোক্ষভাবে, প্রত্যক্ষভাবে, ভালোভাবে
-ভাষী : বহুভাষী, বাংলাভাষী, স্বল্পভাষী
-ভিত্তিক : ধর্মভিত্তিক, ন্যায়ভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক
-ভুক্ত : অধিকারভুক্ত, দলভুক্ত, পক্ষভুক্ত
-ভেদী : কর্ণভেদী, মর্মভেদী, শব্দভেদী
-ভোজী : তৃণভোজী, নিরামিষভোজী, মাংসভোজী
-মতো : উপদেশমতো, কথামতো, ঠিকমতো, নিয়মমতো
-মনস্ক : অন্যমনস্ক, বিজ্ঞানমনস্ক, বিদ্যামনস্ক
-ময় : দয়াময়, শোভাময়, স্মৃতিময়
-ময়ী : ঐশ্বর্যময়ী, করুণাময়ী, দয়াময়ী, বিভাময়ী

-মাত্রিক : ত্রিমাত্রিক, বহুমাত্রিক, ভিন্নমাত্রিক
-মুখী : অভিমুখী, পূর্বমুখী, সূর্যমুখী
-মূলক : কল্যাণমূলক, প্রচারমূলক, বৃত্তিমূলক
-যোগী : উপযোগী, প্রতিযোগী, মনোযোগী
-রত : অধ্যয়নরত, কর্মরত, বিরত
-রহিত : কাণ্ডজ্ঞানরহিত, দায়িত্ববোধরহিত, বিবেকরহিত
-রূপে : উত্তমরূপে, ভিন্নরূপে, সম্যকরূপে
-শায়ী : ধরাশায়ী, মৃত্তিকাশায়ী, শয্যাশায়ী
-শালা : গোশালা, পশুশালা, পাঠশালা
-শালী : প্রভাবশালী, বিত্তশালী, সম্পদশালী
-শীল : দয়াশীল, লজ্জাশীল, স্নেহশীল
-শূন্য : গৃহশূন্য, জনশূন্য, মহাশূন্য
-সংক্রান্ত : কাব্যসংক্রান্ত, পরিবেশসংক্রান্ত, রাজনীতিসংক্রান্ত
-সংখ্যক : অল্পসংখ্যক, কমসংখ্যক, বহুসংখ্যক
-সংগত : ন্যায়সংগত, বিধিসংগত, যুক্তিসংগত
-সঞ্জাত : আবেগসঞ্জাত, জ্ঞানসঞ্জাত, প্রেমসঞ্জাত
-সমেত : অস্ত্রসমেত, পরিবারসমেত, সুদসমেত
-সম্পন্ন : ক্ষমতাসম্পন্ন, মেধাসম্পন্ন, যোগ্যতাসম্পন্ন
-সম্মত : নীতিসম্মত, ন্যায়সম্মত, বিধিসম্মত
-সহ : ঘরভাড়াসহ, বোমাসহ, মন্ত্রীসহ
-সামগ্রী : খাদ্যসামগ্রী, পণ্যসামগ্রী, বিলাসসামগ্রী
-সুদ্ধ : দেশসুদ্ধ, পাড়াসুদ্ধ, বাড়িসুদ্ধ
-সূচক : গ্লানিসূচক, প্রশ্নসূচক, প্রীতিসূচক
-স্পর্শী : অতলস্পর্শী, গগনস্পর্শী, মর্মস্পর্শী
-স্বরূপ : উপহারস্বরূপ, প্রীতিস্বরূপ, মূল্যস্বরূপ
-হারা : আত্মহারা, গৃহহারা, ছেলেহারা
-হারী : দর্পহারী, দুঃখহারী, বস্ত্রহারী
-হীন : দোষহীন, মূল্যহীন, স্নেহহীন
-হেতু : কর্তব্যহেতু, দুশ্চিন্তাহেতু, বার্ধক্যহেতু

এক রকম শোনালেও এক নয়

শব্দ	অর্থ
অনিল	বাতাস
অনীল	যা নীল নয়
অণু	ক্ষুদ্রতম অংশ
অনু	পেছন
অনুদিত	উদিত হয়নি এমন
অনূদিত	ভাষান্তরিত
অর্ঘ	মূল্য
অর্ঘ্য	পূজার উপকরণ
আভাষ	ভূমিকা, মুখবন্ধ
আভাস	ইঙ্গিত
আশা	ভরসা
আসা	আগমন
আশি	৮০ সংখ্যা
আশী	বিষদাঁত
আঁসু	চোখের পানি
আশু	অবিলম্বে
আহুত	আহুতি দেওয়া হয়েছে এমন
আহূত	আহ্বান করা হয়েছে এমন
আহুতি	আত্মোৎসর্গ/ হোমের সামগ্রী
আহূতি	আহ্বান
কালি	লেখার কালি
কালী	দেবীর নাম

শব্দ	অর্থ
কুজন	খারাপ লোক
কূজন	পাখির কাকলি
কুঁড়ে	কুঁড়েঘর
কুড়ে	অলস
কোণ	কোনা, প্রান্ত
কোন	অনির্দিষ্ট কিছু
ক্ষত	আঘাত পাওয়া
খত	মাটিতে নাক ঘষা
ক্ষুর	চাকু
খুর	পায়া
গোঁড়া	অন্ধবিশ্বাসী
গোড়া	মূল, শিকড়
গোরা	ফরসা, গৌরবর্ণ
গুণ	বৈশিষ্ট্য, অঙ্কবিশেষ
গুন	নৌকা টানার দড়ি
চির	নিত্য, সদা
চীর	ছেঁড়া কাপড়
ছাঁট	কর্তিত অংশ, চুলের নকশা
ছাট	বৃষ্টির ঝাপটা
জিব	জিহ্বা
জীব	প্রাণী
টিকা	প্রতিষেধক, ওষুধ প্রয়োগ
টীকা	ব্যাখ্যা, টিপ্পনী

শব্দ	অর্থ
দাঁড়ি	পূর্ণচ্ছেদসূচক চিহ্ন
দাঁড়ী	নৌকার দাঁড়চালক
দাড়ি	শ্মশ্রু
দিন	দিবস
দীন	দরিদ্র
দীপ	বাতি
দ্বিপ	হাতি
দ্বীপ	জলবেষ্টিত ভূখণ্ড
ধুম	প্রাচুর্য, জাঁকজমক
ধূম	ধোঁয়া
নিতি	নিত্য
নীতি	নিয়ম, বিধান
নীড়	পাখির বাসা
নীর	পানি
পাণি	হাত (বীণাপাণি)
পানি	জল
পিঠ	পৃষ্ঠ
পীঠ	বেদি, প্রতিষ্ঠান
পুরি	আটার লুচি
পুরী	ভবন, নগর
পূর্বাভাষ	ভূমিকা, মুখবন্ধ
পূর্বাভাস	আগাম সংকেত
বর্শা	বল্লম, সড়কি
বর্ষা	ঋতুবিশেষ

শব্দ	অর্থ
বলি	চামড়ার কুঞ্চনজাত রেখা, পশুবধ
বলী	বলবান
বাণ	তির
বান	বন্যা
বাঁশ	তৃণজাতীয় লম্বা গাছবিশেষ
বাস	বসবাস
বিনা	ব্যতিরেকে, ব্যতীত
বীণা	বাদ্যযন্ত্রবিশেষ
বিশ	২০ সংখ্যা, কুড়ি
বিষ	গরল
বেশি	অধিক
বেশী	বেশধারী
ভিত	বনিয়াদ
ভীত	শঙ্কিত, আতঙ্কিত
ভুসা	ঝুল, কালি
ভূষা	সজ্জা, অলংকার
মণ	ওজনের এককবিশেষ
মন	চিত্ত
মড়া	মৃতদেহ
মরা	মৃত্যুবরণ
মাষ	ডালবিশেষ
মাস	৩০ দিন

শব্দ	অর্থ
শংকর	শিব, মহাদেব
সংকর	মিশ্রণজাত
শমন	যম
সমন	পরোয়ানা
শয্যা	বিছানা
সজ্জা	সাজগোজ
শর	তির, তৃণবিশেষ
সর	দুধের মালাই
স্বর	শব্দ
শরণ	আশ্রয়
সরণ	চলন
স্মরণ	মনে রাখা
শলা	শলাকা
সলা	পরামর্শ
শাণ	ধার, তীক্ষ্ণ
শান	পাকা মেঝে/বাঁধানো মেঝে
শারি	স্ত্রী-শুকপাখি
সারি	পঙ্‌ক্তি, গানবিশেষ
শাবান	হিজরি মাসবিশেষ
সাবান	ক্ষার-চর্বি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি ময়লা পরিষ্কার করার দ্রব্য

শব্দ	অর্থ
শাল	বৃক্ষবিশেষ
সাল	সন
সাক্ষর	অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন
স্বাক্ষর	সই
শিকার	আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু
স্বীকার	মেনে নেওয়া
শিশ	কাচ, শিশমহল
শিষ	শস্যের মঞ্জরি
শিস	ঠোঁট ও জিবের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনি
শুচি	পবিত্র, নির্মল
সূচি	তালিকা
শুদ্ধ	সঠিক, শোধিত
সুদ্ধ	সমেত, সহ
শের	বাঘ
সের	ওজনবিশেষ
সাড়া	শব্দ, চেতনা, প্রতিক্রিয়া
সারা	সম্পন্ন করা, সম্পূর্ণ
হাড়	অস্থি
হার	অলংকারবিশেষ, পরাজয়

বিদঘুটে শব্দ

'দু' ও 'দূ' নিয়ে ঝামেলা

শব্দে 'দু' ও 'দূ' বসানো নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা হয়। এই সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় হিসেবে আমরা মনে রাখতে পারি, 'দুর্' বা 'দুঃ' হচ্ছে উপসর্গ। শব্দের আগে যখন এই উপসর্গ বসে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় 'খারাপ', 'মন্দ' বা 'কষ্টকর'। অন্যদিকে 'দূ' যেখানে বসবে সেখানে দূর বা দূরত্ববিষয়ক কিছু থাকতে পারে।

দুর্/দুঃ—দুর্নীতি, দুর্বল, দুরন্ত, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, দুঃখ, দুঃসাহস।

দূ—দূর, দূরাগত, দূরপাল্লা, দূরত্ব, দূরবর্তী, দূরালাপনী।

দূষণ শব্দেও 'দূ' বসাতে হবে। 'দূষিত', 'বিদূষণ' শব্দেও 'দূ' হবে।

ভুতুড়ে

'ভূতুড়ে' শব্দটি এসেছে 'ভূত' থেকে। এর অর্থ ভূত-প্রেতসংক্রান্ত। সেই হিসেবে এর বানান হওয়া উচিত 'ভূতুড়ে'। অভিধানে ভুতুরে, ভূতুড়ে, ভুতুড়ে—তিন রকম বানানই রয়েছে। কিন্তু 'ভুতুড়ে' বানানটিই বেশি প্রচলিত। আমরা এই বানানই ব্যবহার করব।

'অদ্ভুত' শব্দটির বানানেও রয়েছে হ্রস্ব-উ-কার। ভূতযুক্ত অন্য সব বানানে বসবে ঊ-কার। যেমন: অভূতপূর্ব, সম্ভূত, অঙ্গীভূত, বশীভূত, অভিভূত, আবির্ভূত, ঘনীভূত, দ্রবীভূত, পরাভূত।

শব্দ	অর্থ
শংকর	শিব, মহাদেব
সংকর	মিশ্রণজাত
শমন	যম
সমন	পরোয়ানা
শয্যা	বিছানা
সজ্জা	সাজগোজ
শর	তির, তৃণবিশেষ
সর	দুধের মালাই
স্বর	শব্দ
শরণ	আশ্রয়
সরণ	চলন
স্মরণ	মনে রাখা
শলা	শলাকা
সলা	পরামর্শ
শাণ	ধার, তীক্ষ্ণ
শান	পাকা মেঝে/বাঁধানো মেঝে
শারি	স্ত্রী-শুকপাখি
সারি	পঙ্‌ক্তি, গানবিশেষ
শাবান	হিজরি মাসবিশেষ
সাবান	ক্ষার-চর্বি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি ময়লা পরিষ্কার করার দ্রব্য

শব্দ	অর্থ
শাল	বৃক্ষবিশেষ
সাল	সন
সাক্ষর	অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন
স্বাক্ষর	সই
শিকার	আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু
স্বীকার	মেনে নেওয়া
শিশ	কাচ, শিশমহল
শিষ	শস্যের মঞ্জরি
শিস	ঠোঁট ও জিবের সাহায্যে সৃষ্ট ধ্বনি
শুচি	পবিত্র, নির্মল
সূচি	তালিকা
শুদ্ধ	সঠিক, শোধিত
সুদ্ধ	সমেত, সহ
শের	বাঘ
সের	ওজনবিশেষ
সাড়া	শব্দ, চেতনা, প্রতিক্রিয়া
সারা	সম্পন্ন করা, সম্পূর্ণ
হাড়	অস্থি
হার	অলংকারবিশেষ, পরাজয়

বিদঘুটে শব্দ

'দু' ও 'দূ' নিয়ে ঝামেলা

শব্দে 'দু' ও 'দূ' বসানো নিয়ে প্রায়ই ঝামেলা হয়। এই সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় হিসেবে আমরা মনে রাখতে পারি, 'দুর্' বা 'দুঃ' হচ্ছে উপসর্গ। শব্দের আগে যখন এই উপসর্গ বসে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় 'খারাপ', 'মন্দ' বা 'কষ্টকর'। অন্যদিকে 'দূ' যেখানে বসবে সেখানে দূর বা দূরত্ববিষয়ক কিছু থাকতে পারে।

দুর্/দুঃ—দুর্নীতি, দুর্বল, দুরন্ত, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, দুঃখ, দুঃসাহস।

দূ—দূর, দূরাগত, দূরপাল্লা, দূরত্ব, দূরবর্তী, দূরালাপনী।

দূষণ শব্দেও 'দূ' বসাতে হবে। 'দূষিত', 'বিদূষণ' শব্দেও 'দূ' হবে।

ভুতুড়ে

'ভূতুড়ে' শব্দটি এসেছে 'ভূত' থেকে। এর অর্থ ভূত-প্রেতসংক্রান্ত। সেই হিসেবে এর বানান হওয়া উচিত 'ভূতুড়ে'। অভিধানে ভুতুরে, ভূতুড়ে, ভুতুড়ে—তিন রকম বানানই রয়েছে। কিন্তু 'ভুতুড়ে' বানানটিই বেশি প্রচলিত। আমরা এই বানানই ব্যবহার করব।

'অদ্ভুত' শব্দটির বানানেও রয়েছে হ্রস্ব-উ-কার। ভূতযুক্ত অন্য সব বানানে বসবে ঊ-কার। যেমন: অভূতপূর্ব, সম্ভূত, অঙ্গীভূত, বশীভূত, অভিভূত, আবির্ভূত, ঘনীভূত, দ্রবীভূত, পরাভূত।

'কিম্ভূতকিমাকার' শব্দের 'ভূত'-এও থাকবে দীর্ঘ-ঊ-কার। শব্দটি এসেছে এভাবে—কিম্ ভূত কিম্ আকার। আক্ষরিক অর্থ 'কী প্রাণী কী চেহারা'। শব্দটি বাংলায় আমরা ব্যবহার করি 'কুৎসিত' বা 'কদাকার' অর্থে।

স্বত্ব, সত্ত্ব, সত্তা

স্বত্ব—'স্ব' মানে নিজে; শব্দটি বিশেষণ, এর সঙ্গে 'ত্ব' যোগ করার ফলে এটি বিশেষ্য পদ হিসেবে হয়েছে 'স্বত্ব'। এর অর্থ নিজত্ব বা মালিকানা। শব্দটি ব্যবহারের নমুনা: 'এই জমির স্বত্ব আমার।' 'গ্রন্থস্বত্ব লেখকের।'

'সত্ত্ব' শব্দটি তৈরি হয়েছে 'সৎ'-এর সঙ্গে 'ত্ব' যোগ করে। শব্দটি ব্যবহার করা চলে তিনটি ভিন্ন অর্থে। এর এক অর্থ হচ্ছে বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব। যেমন: 'বধূটি অন্তঃসত্ত্বা।' 'নিষেধ করা সত্ত্বেও সে চলে গেল।' দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, প্রকৃতির তিনটি গুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) প্রথমটি। মানুষের এটি শ্রেষ্ঠ গুণ। এই 'সত্ত্ব' থেকেই হয়েছে 'সাত্ত্বিক'। অর্থাৎ, যিনি সত্ত্বগুণের অধিকারী। শব্দটি ব্যবহারের উদাহরণ—'তিনি সাত্ত্বিক মানুষ।' সত্ত্বের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে ফলের রস। এই অর্থেই আমরা বলি 'আমসত্ত্ব'।

সত্তা—'সৎ'-এর সঙ্গে 'তা' যুক্ত করায় তৈরি হয়েছে বিশেষ্য পদ 'সত্তা'। এর অর্থ হচ্ছে বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব। যেমন: সে তার সত্তা হারিয়ে ফেলেছে।

যতিচিহ্নের সাধারণ ভুল

দাঁড়ি

১. বিবৃতিমূলক বাক্যে কখনো কখনো সুপ্ত প্রশ্ন থাকতে পারে। সেখানে প্রশ্নচিহ্ন না বসে 'দাঁড়ি' বসবে। যেমন: 'সে জানে না, আমি কোন ঘরের ছেলে।'

২. বিবৃতিমূলক বাক্যে বিস্ময় ভাব থাকলেও সেখানে 'দাঁড়ি' বসবে। যেমন: 'বসে বসে ভাবছিলাম, এ দেশের মানুষ কত অন্যায়ই না সহ্য করেছে।'

৩. জটিল বাক্যে অধীন বাক্যের পূর্ববর্তী স্বাধীন বাক্যের শেষে 'কমা' বসবে। যেমন: 'শামসুর রাহমান মূলত কবি, যদিও গোটা তিনেক উপন্যাস তিনি লিখেছেন।' এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি স্বাধীন নয়। এমন ক্ষেত্রে প্রথম বাক্যের পরে 'দাঁড়ি' না বসে 'কমা' বসবে।

কমা

১. বাক্যে সম্বোধন পদের পর 'কমা' বসবে। যেমন: 'বাবা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।' কিংবা 'তোমার সঙ্গে কথা আছে, বাবা।'

২. বাক্যে প্রত্যক্ষ উক্তি থাকলে এর আগে বাক্যাংশের শেষে 'কমা' বসবে। যেমন: রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে বললেন, 'সবাইকে মিলেমিশে এ দেশ গড়ে তুলতে হবে।'

৩. বাক্যে 'যে' উহ্য থাকলে এর বদলেও 'কমা' বসবে। যেমন: সে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, বাইরে গাড়ির বিশাল সারি।

৪. বাক্যে যদি অন্যথাসূচক যোজক (যেমন : নইলে, নচেৎ, নতুবা, নয়তো, না হলে ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয় তবে যোজকের পূর্ববর্তী শব্দের শেষে 'কমা' বসবে। যেমন : আজই অফিসে যাও, না হলে চাকরি নিয়ে টানাটানি শুরু হবে।
৫. বাক্যে যদি দূরান্বয় থাকে তবে দূরান্বয়ঘটিত বাক্যাংশের আগে ও পরে কমা বসবে। যেমন : সে, যাকে তুমি আগেও দেখেছ, আমাকে ডাকতে এসেছিল।
৬. ঠিকানায় নম্বরের পর 'কমা' বসবে না। যেমন : '১৪, বাংলাবাজার' নয়, হবে '১৪ বাংলাবাজার'।
৭. দ্বিরাবৃত্ত শব্দের মাঝখানে কমা বসবে না। যেমন : 'সে গান গাইতে গাইতে বাড়ি গেল।' 'এত যাব যাব কোরো না।'
৮. পরোক্ষ উক্তিতে কমা হবে না। যেমন : ফেরিওয়ালা 'দই লাগবে নাকি দই' বলে চলে গেল।

বিসর্গ/কোলন

১. বিসর্গ (ঃ) উল্লম্বভাবে অবস্থিত ক্ষুদ্রাকার দুটি বৃত্ত। এটি একটি বর্ণ। যেমন : দুঃখ। অন্যদিকে কোলন (:) উল্লম্বভাবে অবস্থিত দুটি ক্ষুদ্র বিন্দু। এটি একটি যতিচিহ্ন। একটির ক্ষেত্রে অন্যটির ব্যবহার বর্জন করতে হবে।
২. কোলনের দায়িত্ব হচ্ছে বাক্যের অন্তর্গত কোনো অংশকে বিশদ করা। যেমন : সাতই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

হাইফেন/ড্যাশ

১. 'হাইফেন' ও 'ড্যাশ'-এর পার্থক্য মনে রাখতে হবে। দুটোই আড়াআড়ি ক্ষুদ্রাকার সরলরেখা। তবে ড্যাশ (—) আকৃতিগত দিক থেকে হাইফেনের (-) প্রায় দ্বিগুণ।
২. 'হাইফেন' দুটি শব্দকে যুক্ত করে। যেমন : দলিল-দস্তাবেজ, চালাক-চতুর, অক্ষর-পরিচয়। পক্ষান্তরে দুটি বাক্য বা বাক্যাংশের মাঝখানে ড্যাশ বসে। যেমন : সেখানে দুজন ছিল—করিম ও রহিম।

৩. 'হাইফেন' ও 'ড্যাশ' উভয় পাশের শব্দের সঙ্গে লাগানো থাকবে, মাঝখানে কোনো ফাঁক (স্পেস) হবে না।

৪. একটি পূর্ণবাক্যের ভেতর আরেকটি পার্শ্ববাক্য থাকলে একে বলে প্যারেনথিসিস বা দূরান্বয়। এ-জাতীয় বাক্যে মূল বাক্যের ভেতরকার পার্শ্ববাক্যের দুই পাশে দুটো 'ড্যাশ' বসবে। তবে 'ড্যাশ'-এর পরিবর্তে 'কমা'ও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন: 'এই দলিল—যার ফটোকপি আমরা রেখে দিয়েছি—এখন আমাদের বড় সহায়।' কিংবা, 'এই দলিল, যার ফটোকপি আমরা রেখে দিয়েছি, এখন আমাদের বড় সহায়।'

৫. দুই বা ততোধিক শব্দ মিলে সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি হলে শব্দগুলোর মধ্যে 'হাইফেন' বসে। যেমন: সদ্য-চুলে-পাক-ধরা মাথাটা আয়নায় দেখলেই বুঝি, বয়স হয়েছে।

৬. একাধিক শব্দ মিলিয়ে যদি বিশেষণ তৈরি করা হয়, তবে সেই শব্দগুলোর মধ্যে 'হাইফেন' বসবে। যেমন: কপালে কালো টিপ-পরা মেয়েটি তো দেখতে বেশ সুন্দর।

৭. না, বা, যে—এই অব্যয়গুলো ব্যবহারের সময় অনেক ক্ষেত্রে 'হাইফেন' ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে। যেমন: তুমি না-বললে আমি যাই কী করে? ওর সম্পর্কে আমি কীই-বা জানি!

হস্‌চিহ্ন

বিদেশি শব্দে বা নামে হস্‌চিহ্ন (্) যথাসম্ভব বর্জনীয়। কিন্তু বিদেশি শব্দে বা কোনো বিশেষ শব্দে উচ্চারণবিকৃতি এড়ানোর জন্য হস্‌চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে।

সংক্ষেপণ চিহ্ন

সংক্ষেপণ চিহ্ন হিসেবে অক্ষরের ডান পাশে নিম্নভাগে বিন্দুচিহ্ন বা ইংরেজি ফুলস্টপ (.) ব্যবহার করতে হবে। যেমন: ডা. (ডাক্তার), ড. (ডক্টর)। সংক্ষেপণ চিহ্ন হিসেবে কমা (,), বিসর্গ (ঃ), অনুস্বার (ং) ব্যবহার করা সংগত নয়।

বিলোপচিহ্ন

বর্ণনার শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য ছাড় দিতে হলে ওই শব্দ বা বাক্যের জায়গায় পর পর তিনটি বিন্দুচিহ্ন (...) ব্যবহার করতে হবে।

উদ্ধৃতিচিহ্ন

১. উদ্ধৃতিচিহ্ন শুরু হবে উদ্ধৃত বিষয়ের আগে একটি ঊর্ধ্বকমা (‘) দিয়ে এবং শেষ হবে একটি ঊর্ধ্বকমা (’) দিয়ে। উদ্ধৃতির মধ্যে উদ্ধৃতি থাকলে ভেতরের উদ্ধৃতির শুরুতে একটির বদলে দুটি ঊর্ধ্বকমা (“) এবং শেষেও একইভাবে দুটি ঊর্ধ্বকমা (”) ব্যবহার করতে হবে।

২. উদ্ধৃতিচিহ্নের ভেতরে সন্নিবেশিত রচনাংশে মূলের ভাষারীতি ও বানান অবিকৃত বা অবিকল থাকবে।

৩. উদ্ধৃতিচিহ্নের ভেতরের শেষ বাক্যটি পূর্ণবাক্য হলে শেষ উদ্ধৃতিচিহ্নটি যতিচিহ্নের পরে বসবে। যেমন: সে বলল, ‘তুমি কোথায় যাবে?’

৪. উদ্ধৃতিচিহ্নের ভেতরে পূর্ণবাক্যের বদলে কোনো শব্দ বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত হলে শেষ উদ্ধৃতিচিহ্ন যতিচিহ্নের আগে বসবে। যেমন: ঢাকাকে বলা হয়ে থাকে ‘মসজিদের শহর’।

৫. উদ্ধৃত বাক্যের গোড়াতেই আবার উদ্ধৃত বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে তিনটি উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে মূল উদ্ধৃতি শুরু করতে হবে। যেমন: অধ্যাপক বললেন, ‘“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে”—রবীন্দ্রনাথের এই নির্দেশ মেনেই তো সবাইকে ডেকেছিলাম, কিন্তু কেউ আসেনি।’

৬. উদ্ধৃতিচিহ্নের ভেতরে একাধিক অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হলে নিচের দুটি নিয়মের যেকোনো একটিতে তা নিষ্পন্ন করতে হবে।

   ক) উদ্ধৃত অংশটি আলাদা অনুচ্ছেদ হিসেবে দিতে হবে। তবে এটি দিতে হবে মূল লেখার চেয়ে সামান্য ভেতরে ঢুকিয়ে (অর্থাৎ, ইনার করে)। প্রথম অনুচ্ছেদের প্যারা মার্কিং হবে

না। তবে এর পরের প্রতিটি অনুচ্ছেদের প্যারা মার্কিং হবে। এ ব্যবস্থায় উদ্ধৃতিতে কোনো উদ্ধৃতিচিহ্ন বসবে না।

খ) উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলোর প্রথমেই শুরুর উদ্ধৃতিচিহ্ন (‘) বসবে, কিন্তু প্রথম অনুচ্ছেদের অন্তে শেষ উদ্ধৃতিচিহ্ন (’) বসবে না। আবার দ্বিতীয় উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের গোড়ায় শুরুর উদ্ধৃতিচিহ্ন (‘) বসবে। যদি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদই শেষ উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ হয়, তাহলে এর অন্তে শেষের উদ্ধৃতিচিহ্ন (’) বসবে। অনুচ্ছেদ যদি আরও বেশি থাকে, তবে প্রতিটি অনুচ্ছেদের আগে শুধু শুরুর উদ্ধৃতিচিহ্ন (‘) বসবে; শেষের উদ্ধৃতিচিহ্ন (’) বসবে না। শুধু উদ্ধৃত শেষ অনুচ্ছেদের অন্তে শেষের উদ্ধৃতিচিহ্ন (’) বসবে।

প্রশ্নচিহ্ন

বাক্যটি প্রশ্নবোধক হলে অবশ্যই দাঁড়ির বদলে প্রশ্নচিহ্ন বসবে। যেমন : ‘তুমি সেখানে যাবে?’ মনের সন্দেহ প্রকাশ করার জন্যও অনেক সময় বাক্যের ভেতরে প্রথম বন্ধনী দিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন : রবিঠাকুর ব্রাহ্মণ (?) ছিলেন।

বিস্ময়চিহ্ন

অবাক হওয়ার ভাব বোঝাতে বাক্যে বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হবে। এ ক্ষেত্রে দাঁড়ি দিলে চলবে না। যেমন : অবাক কাণ্ড! এক মিনিট আগেও পকেটে মোবাইল ফোনটা ছিল। এখন নেই। অবিশ্বাস্য হাতসাফাই!

আবেদন, আর্তি, হতাশা ইত্যাদি মনোভাব বোঝাতেও বাক্যে বিস্ময়চিহ্ন বসে। যেমন : ‘দয়া করে আমাকে বাঁচান!’ ‘আর পারি না, এত কষ্ট সহ্য হয় না!’

সেমিকোলন

‘সেমিকোলন’ হচ্ছে পূর্ণচ্ছেদ ‘দাঁড়ি’ ও স্বল্প-বিরতিচিহ্ন ‘কমা’র মাঝামাঝি বিরামচিহ্ন।

দুটি স্বাধীন বাক্যকে একই বাক্যে লিখতে হলে প্রায়ই তাদের সেমিকোলন দিয়ে যুক্ত করা হয়। যেমন: এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না; আর তা শুনবেই বা কে?

যৌগিক বাক্যের বাক্যাংশগুলো যখন 'যদিও', 'বরং', 'নতুবা', 'নয়তো' প্রভৃতি যোজক দিয়ে যুক্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে সেমিকোলন বসে। যেমন: সে মোটেই তোমাকে অপমান করেনি; বরং তুমিই তাকে কটুকথা বলেছ।

নাম, গুণ প্রভৃতি শ্রেণিবদ্ধ সময় একই শ্রেণিভুক্ত বিষয়গুলো সেমিকোলন দিয়ে একত্র করা হয়। যেমন: ছাগল, মহিষ, গরু; বক, সারস; বাঘ, সিংহ।

বাঁকা হরফ

বই, পত্রিকা, চলচ্চিত্র, নাটক প্রভৃতির নাম বাঁকা হরফে (ইটালিক) লিখতে হবে। যেমন: *সঞ্চয়িতা, শেষের কবিতা, রিক্তের বেদন, মুখ ও মুখোশ, নাল পিরান, বাংলা একাডেমি পত্রিকা* প্রভৃতি। কিন্তু বইয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতার নাম বাঁকা হরফে হবে না, তা আগে-পরে একক ঊর্ধ্বকমা দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। যেমন: রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ* বইটির 'নষ্টনীড়' গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় *চারুলতা* ছবিটি বানিয়েছেন।

গানের অ্যালবামের নাম বাঁকা হরফে লিখতে হবে। তবে গানের শিরোনাম বা চরণ উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে থাকবে, বাঁকা হরফ হবে না। কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে বাঁকা হরফ বা উদ্ধৃতিচিহ্ন হবে না। বৈজ্ঞানিক নাম বাঁকা হরফে হবে।

পরিশিষ্ট

১

বানান অভিধান

'লিখব, লিখব না'

২

সমাসবদ্ধ শব্দ

১

বানান অভিধান : 'লিখব, লিখব না'

অ

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
অংশীদার	অংশিদার	অগ্রিম	অগ্রীম
অংশীদারত্ব	অংশীদারিত্ব	অঘ্রান	অঘ্রাণ
অংশীদারি	অংশীদারী	অঙ্ক	অংক
অকথা	আকথা	অঙ্কন	অংকন
অকস্মাৎ	অকস্যাৎ	অঙ্কুর	অংকুর
অকাট্য	অকাঠ্য	অঙ্গ	অংগ
অকুণ্ঠ	অকুন্ঠ	অঙ্গন	অঙ্গণ
অক্ষুণ্ণ	অক্ষুন্ন	অঙ্গাঙ্গি	অঙ্গাঙ্গী
অগণন	অগনন	অঙ্গার	অংগার
অগণিত	অগনিত	অঙ্গীকারবদ্ধ	অঙ্গীকারাবদ্ধ
অগুনতি	অগুণতি	অঙ্গুলি	অঙ্গুলী
অগ্ন্যাশয়	অগ্নাশয়	অচিন্তনীয়	অচিন্ত্যনীয়
অগ্ন্যুৎপাত	অগ্নুৎপাত	অচিন্ত্য	অচিন্ত
অগ্রসরমাণ	অগ্রসরমান	অচ্ছুত	অচ্ছুৎ
অগ্রহায়ণ	অগ্রহায়ন	অজীর্ণ	অজীর্ন

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
অজু	ওজু	অধিবাসী	অধিবাসি
অঞ্জন	অঞ্জণ	অধীত	অধিত
অঞ্জলি	অঞ্জলী	অধীর	অধির
অটবি	অটবী	অধীশ্বর	অধিশ্বর
অণু	অনু	অধুনা	অধূনা
অণুবীক্ষণ	অনুবীক্ষণ	অধৈর্য	অধৈর্য্য
অণ্ড	অন্ড	অধোগতি	অধঃগতি
অতঃপর	অতপর	অধ্যবসায়	অধ্যাবসায়
অতলান্ত	অতলন্ত	অনড়	অনর
অতসী	অতসি	অনভ্যস্ত	অনভ্যস্থ
অতিক্রমণীয়	অতিক্রমনীয়	অনমনীয়	অনমণীয়
অতিথিপরায়ণ	অতিথিপরায়ন	অনাক্রমণ	অনাক্রমন
অতিবেগুনি	অতিবেগুনী	অনাদায়ি	অনাদায়ী
অতিরঞ্জন	অতিরঞ্জণ	অনাবাদি	অনাবাদী
অতিষ্ঠ	অতীষ্ঠ	অনাবাসী	অনাবাসি
অতীন্দ্রিয়	অতিন্দ্রীয়	অনায়ত্ত	অনায়ত্ব
অতীব	অতিব	অনাহারী	অনাহারি
অত্যধিক	অত্যাধিক	অনাহূত	অনাহুত
অথই	অথৈ	অনিন্দ্য	অনিন্দ
অদ্ভুত	অদ্ভূত	অনির্ণেয়	অনির্নেয়
অদ্যাপি	অদ্যপি	অনির্বাণ	অনির্বান
অদ্যাবধি	অদ্যাবধী	অনিল [বাতাস]	অনীল
অধঃপতন	অধপতন	অনীহা	অনিহা
অধস্তন	অধঃস্তন	অনুকরণ	অনুকরন
অধিকারী	অধিকারি	অনুকরণীয়	অনুকরনীয়
অধিগ্রহণ	অধিগ্রহন	অনুকূল	অনুকুল

লিখব	লিখব না
অনুক্রমণিকা	অনুক্রমনিকা
অনুগামী	অনুগামি
অনুগৃহীত	অনুগৃহিত
অনুনাসিক	আনুনাসিক
অনুপ্রাণিত	অনুপ্রানিত
অনুপ্রেরণা	অনুপ্রেরনা
অনুবাদ [ভাষান্তর]	অনূবাদ
অনুভূতি	অনুভুতি
অনুযায়ী	অনুযায়ি
অনুশীলন	অনুশীলণ
অনুশীলনী	অনুশীলনি
অনুশোচনা	অনুসোচনা
অনুষঙ্গ	অনুসঙ্গ
অনুসন্ধিৎসা	অনুসন্ধিতসা
অনুস্বর	অনুস্বার
অনুসারী	অনুসারি
অনূদিত [অনুবাদিত]	অনুদিত
অনূর্ধ্ব	অনূর্ধ/অনুর্ধ্ব
অন্তঃকরণ	অন্তকরণ
অন্তঃকলহ	অন্তর্কলহ
অন্তঃসত্ত্বা	অন্তঃসত্তা
অন্তঃসারশূন্য	অন্তসারশূন্য
অন্তঃস্থ [ভেতরের]	অন্তঃস্ত
অন্তস্থ [শেষে স্থিত]	অন্তঃস্থ
অন্তরঙ্গ	অন্তরংগ
অন্তরিক্ষ	অন্তরীক্ষ

লিখব	লিখব না
অন্তর্জ্বালা	অন্তর্জালা
অন্তর্নিহিত	অন্তর্নিহীত
অন্তর্বর্তী	অন্তবর্তী
অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভূক্ত
অন্তর্ভূত	অন্তর্ভুত
অন্তর্ভেদী	অন্তর্ভেদি
অন্তর্মুখী	অন্তর্মুখি
অন্তর্যামী	অন্তর্যামি
অন্তস্তল [অন্তর্দেশ]	অন্তস্থল
অন্ত্যাক্ষরী	অন্তাক্ষরী
অন্ত্যেষ্টি	অন্তেষ্টি্য
অন্বেষণ	অন্বেষন
অন্বেষী	অন্বেষি
অপকারিতা	অপকারীতা
অপকারী	অপকারি
অপক্ব	অপক্ক
অপরাহ্ণ	অপরাহ্ন
অপরিণামদর্শী	অপরিনামদর্শী
অপরিষ্কার	অপরিস্কার
অপরীক্ষিত	অপরিক্ষীত
অপরূপ	অপরুপ
অপর্ণা	অপর্না
অপস্রিয়মাণ	অপসৃয়মাণ
অপহরণ	অপহরন
অপাঙ্‌ক্তেয়	অপাংক্তেয়
অপেক্ষমাণ	অপেক্ষমান

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
অপ্রকৃতিস্থ	অপ্রকৃতস্থ	অভিলাষ	অভিলাশ
অবগাহন	অবগাহণ	অভিলাষী	অভিলাষি
অবগুণ্ঠন	অবগুণ্ঠণ	অভীপ্সা	অভিপ্সা
অবচেতন	অবচেতনা	অভীষ্ট	অভীষ্ঠ
অবতরণিকা	অবতরনিকা	অভুক্ত	অভূক্ত
অবতারণা	অবতারনা	অভূতপূর্ব	অভুতপূর্ব
অবতীর্ণ	অবতীর্ন	অভ্যন্তরীণ	আভ্যন্তরীন
অবনি	অবনী	অভ্যস্ত	অভ্যস্থ
অবরোহণ	অবরোহন	অভ্যুত্থান	অভ্যুথান
অবর্ণনীয়	অবর্ননীয়	অমনোনীত	অমনোনিত
অবলীলা	অবলিলা	অমনোযোগিতা	অমনোযোগীতা
অবশ্যম্ভাবী	অবশ্যম্ভাবি	অমনোযোগী	অমনোযোগি
অবাঙালি	অবাঙালী	অমরত্ব	অমরত্ত্ব
অবিক্রীত	অবিক্রিত	অমানুষিক	অমানসিক
অবিমৃশ্য	অবিমৃষ্য	অমাবস্যা	অমাবশ্যা
অবিসংবাদী	অবিসংবাদি	অমিতব্যয়িতা	অমিতব্যয়ীতা
অভয়ারণ্য	অভয়ারন্য	অমিতব্যয়ী	অমিতব্যয়ি
অভাবী	অভাবি	অমিতভাষী	অমিতভাষি
অভিকর্ষ	অভিকর্স	অরণি	অরনি
অভিজিৎ	অভিজিত	অরণ্য	অরন্য
অভিনীত	অভিনিত	অরুণ	অরুন
অভিনেত্রী	অভিনেত্রি	অরুন্ধতী	অরুন্ধতি
অভিমানী	অভিমানি	অর্থী	অর্থি
অভিমুখী	অভিমুখি	অর্ধাঙ্গী	অর্ধাঙ্গি
অভিযাত্রী	অভিযাত্রি	অর্ধাঙ্গিনী	অর্ধাঙ্গিনি
অভিরুচি	অভিরুচী	অর্পণ	অর্পন

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
অর্বাচীন	অর্বাচিন	অসমীচীন	অসমীচিন
অলংকরণ	অলঙ্করণ	অস্তগামী	অস্তগামি
অলংকার	অলঙ্কার	অহংকার	অহঙ্কার
অলক্ষুনে	অলক্ষুণে	অ্যাকসিডেন্ট	একসিডেন্ট
অলক্ষ্যে	অলক্ষে	অ্যাকাউন্ট	একাউন্ট
অলঙ্ঘনীয়	অলঙ্ঘ্যনীয়	অ্যাটম	এটম
অলঙ্ঘ্য	অলঙ্ঘ	অ্যাডভেঞ্চার	এডভেঞ্চার
অলি	অলী	অ্যাডভোকেট	এডভোকেট
অলীক	অলিক	অ্যানটেনা	এনটেনা
অল্পস্বল্প	অল্পসল্প	অ্যান্টাসিড	এন্টাসিড
অশনি	অশনী	অ্যান্টার্কটিকা	এন্টার্কটিকা
অশরীরী	অশরীরি	অ্যাভিনিউ	এভিনিউ
অশালীন	অশালিন	অ্যামোনিয়া	এমোনিয়া
অশীতিতম	অশিতীতম	অ্যাম্বুলেন্স	এম্বুলেন্স
অশীতিপর	অশিতীপর	অ্যালবাম	এলবাম
অশ্বত্থ	অশ্বথ	অ্যালার্জি	এলার্জি
অশ্বিনী	অশ্বিনি	অ্যালুমিনিয়াম	এলুমিনিয়াম
অশ্রু	অশ্রুজল	অ্যাসিড	এসিড
অসংগত	অসঙ্গত	অ্যাসিস্ট্যান্ট	এসিস্টেন্ট
অসংবদ্ধ	অসম্বদ্ধ	অ্যাসোসিয়েশন	এসোসিয়েশন

আ

আইনি	আইনী	আংটা	আঙটা
আউলিয়া	আওলিয়া	আংটি	আঙটি

লিখব	লিখব না
আঁকশি	আকশি
আঁকাবাঁকা	আঁকাবাকা
আঁখি	আখি
আঁচড়	আচড়
আঁচড়ানো	আচড়ানো
আঁচল	আচল
আঁচিল	আচিল
আঁজলা	আজলা
আঁটকুড়ে	আটকুড়ে
আঁটুনি	আঁটুনী
আঁত [অন্ত্র]	আত
আঁতকানো	আতকানো
আঁতাত	আতাত
আঁতুড়ঘর	আঁতুরঘর
আঁধার [অন্ধকার]	আধার
আঁধারি	আঁধারী
আঁশ	আঁস
আঁশফল [ফলবিশেষ]	আশফল
আঁশটে [মাছের গন্ধযুক্ত]	আঁষটে
আকছার	আকছাড়
আকণ্ঠ	আকন্ঠ
আক্‌দ	আকদ
আকর [খনি]	আঁকর
আকর্ষণ	আকর্ষন
আকস্মিক	আকষ্মিক
আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্খা

লিখব	লিখব না
আকাঙ্ক্ষী	আকাঙ্খী
আকাশচারী	আকাশচারি
আকাশি	আকাশী
আকীর্ণ	আকীর্ন
আকুতি	আকৃতি
আকুল	আকূল
আক্রমণ	আক্রমন
আক্রা [দুর্মূল্য]	আকরা
আখড়া	আখরা
আখর [অক্ষর]	আখড়
আগড়বাগড়	আগরবাগর
আগন্তুক	আগুন্তুক
আগমনী	আগমনি
আগস্ট	আগষ্ট
আগাগোড়া	আগাগোরা
আগাপাছতলা	আগাপাসতলা
আগামী	আগামি
আগ্নেয়গিরি	আগ্নেয়গিরী
আগ্রাসী	আগ্রাসি
আঙুর	আঙ্গুর
আঙুল	আঙ্গুল
আছড়ানো	আছরানো
আজও	আজো
আজগুবি	আজগুবী
আজরাইল	আযরাইল
আজাদি	আজাদী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
আজান	আযান	আদরিণী	আদরিণি
আজানুলম্বিত	অজানুলম্বিত	আদিষ্ট	আদ্দিষ্ট
আটাশ	আঠাশ	আদ্যন্ত	আদ্যান্ত
আঠারো	আঠার	আদ্যোপান্ত	আদ্যপান্ত
আড়চোখ	আঁড়চোখ	আনাড়ি	আনারি
আড়তদারি	আড়তদারী	আনীত	আনিত
আড়বাঁশি	আড়বাশি	আনুকূল্য	আনুকুল্য
আড়মোড়া	আড়মোরা	আনুষঙ্গিক	আনুসঙ্গিক
আড়ম্বর	আরম্বর	আপৎকালীন	আপদকালীন
আড়ি [আড়াল, অন্তরাল]	আঁড়ি	আপস	আপোস
আণবিক	আনবিক	আপিল	আপীল
আতঙ্ক	আতংক	আফগানি	আফগানী
আততায়ী	আততায়ি	আফসোস	আপসোস
আতরদানি	আতরদানী	আবগারি	আবগারী
আতশবাজি	আতশবাজী	আবরণ [আচ্ছাদন]	আবরন
আতিথ্য	আথিত্য	আবরণী	আবরণি
আতিশয্য	অতিশায্য	আবরু	আব্রু
আত্তীকরণ	আত্মীকরন	আবাদি	আবাদী
আত্মসমর্পণ	আত্মসমর্পন	আবারও	আবারো
আত্মসাৎ	আত্মসাত	আবাহন	আবহন
আত্মস্থ	আত্মস্ত	আবাহনী	আবহনি
আত্মীয়	আত্নীয়	আবির	আবীর
আত্মীয়তা	আত্মিয়তা	আবির্ভূত	আবির্ভুত
আত্মোৎসর্গ	আত্মোসর্গ	আবিষ্কার	আবিস্কার
আদমশুমারি	আদমশুমারী	আবিষ্ট	আবিষ্ঠ
আদরণীয়	আদরনীয়	আবেগপ্রবণ	আবেগপ্রবন

লিখব	লিখব না
আভরণ [অলংকার]	আবরণ
আমদানি	আমদানী
আমন্ত্রণ	আমন্ত্রন
আমরণ	আমরন
আমসত্ত্ব	আমসত্ত
আমাশয়	অমাশয়
আমির	আমীর
আমিরি	আমিরী
আমিষ	আমিশ
আমিষভোজী	আমিষভোজি
আমিষাশী	আমিশাষি
আয়ত্ত	আয়ত্ব
আয়াস [প্রচেষ্টা]	আয়াশ
আয়ুষ্কাল	আয়ুস্কাল
আয়েশি	আয়েশী
আরজি	আর্জি
আরতি	আরতী
আরদালি	আর্দালী
আরবি	আরবী
আরশ	আরস
আরশি	আরশী
আরশোলা	আরসোলা
আরোহণ	আরোহন
আরোহী	আরোহি
আর্তি	আরতি
আর্দ্র	আদ্র

লিখব	লিখব না
আলংকারিক	অলংকারিক
আলপনা	আল্পনা
আলবত	আলবৎ
আলমারি	আলমারী
আলসেমি	আলসেমী
আলাপী	আলাপি
আলিঙ্গন	আলীঙ্গন
আলোড়ন	আলোরন
আশকারা	আসকারা
আশঙ্কা	আশংকা
আশাতীত	আশাতিত
আশাবাদী	আশাবাদি
আশিস	আশীষ
আশীর্বাদ	আশির্বাদ
আশ্বিন	আশ্বিণ
আশ্রয়ী	আশ্রয়ি
আষ্টেপৃষ্ঠে	আষ্ঠেপৃষ্টে
আসামি	আসামী
আস্তরণ	আস্তরন
আস্তাকুঁড়	আঁস্তাকুর
আস্তীর্ণ	আস্তীর্ন
আস্ফালন	আষ্ফালন
আস্বাদন	আশ্বাদন
আহরণ	আহরন
আহরণী	আহরণি
আহাম্মক	আহম্মক

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
আহারী	আহারি	আহ্লাদী	আহ্লাদি
আহৃত	আহৃৎ	আহ্লাদিনী	আহ্লাদিনি

ই

ইউনানি	ইউনানী	ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রজিত
ইউনেসকো	ইউনেস্কো	ইন্দ্রিয়	ইন্দ্রীয়
ইউরেশীয়	ইউরেশিয়	ইবলিস	ইবলিশ
ইংরেজি	ইংরেজী	ইবাদত	এবাদত
ইঁচড়ে	ইচড়ে	ইমান	ঈমান
ইঁদারা	ইদারা	ইয়ার্কি	ইয়ারকি
ইঁদুর	ইদুর	ইরাকি	ইরাকী
ইগল	ঈগল	ইরানি	ইরানী
ইঙ্গিত	ইংগিত	ইরাবতী	ইরাবতি
ইজতেমা	এস্তেমা	ইলশেগুঁড়ি	ইলশেগুড়ি
ইজারাদারি	ইজারাদারী	ইলেকট্রিক	ইলেক্ট্রিক
ইতরামি	ইতরামী	ইশ্	ইস্
ইতস্তত	ইতঃস্তত/ইতস্ততঃ	ইশতেহার	ইস্তেহার
ইতিপূর্বে	ইতোপূর্বে	ইষ্টিকুটুম	ইস্টিকুটুম
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	ইসলামি	ইসলামী
ইদানীং	ইদানিং	ইস্তিরি	ইস্তিরী
ইনজেকশন	ইঞ্জেকশন	ইহুদি	ইহুদী

ঈ

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ঈক্ষণ	ইক্ষণ	ঈশানী	ইশানি
ঈপ্সা	ইপ্সা	ঈশ্বর	ইশ্বর
ঈপ্সিত	ঈস্পিত	ঈশ্বরী	ঈশ্বরি
ঈর্ষণীয়	ঈর্ষণিয়	ঈষৎ	ঈষত
ঈর্ষানল	ঈর্ষাণল	ঈষদুষ্ণ	ঈষদোষ্ণ
ঈশান	ইশান	ঈষিকা	ইসিকা

উ

উই	উঁই	উৎকণ্ঠা	উতকণ্ঠা
উঁচকপালি	উঁচকপালী	উৎকর্ণ	উৎকর্ন
উঁচু	উচু	উৎকীর্ণ	উৎকীর্ন
উগ্রচণ্ডী	উগ্রচণ্ডি	উৎক্রান্ত	উতক্রান্ত
উচ্ছল	উচ্ছ্বল	উৎসাহী	উৎসাহি
উচ্ছিষ্ট	উচ্চিষ্ট	উত্তমর্ণ	উত্তমর্ন
উচ্ছৃঙ্খল	উচ্ছৃংখল	উত্তরণ	উত্তরন
উচ্ছ্বাস	উচ্ছাস	উত্তরসূরি	উত্তরসূরী
উজাড়	উজার	উত্তরায়ণ	উত্তরায়ন
উজির	উজীর	উত্তরীয়	উত্তরিয়
উজ্জয়িনী	উজ্জয়িনি	উত্তরোত্তর	উত্তোরোত্তর
উজ্জ্বল	উজ্জল	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ন
উড়নচণ্ডী	উড়নচণ্ডি	উত্তুঙ্গ	উত্যুঙ্গ
উড়ুক্কু	উড়ক্কু	উত্তুরে [বাতাস]	উত্তরে

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
উত্তোলন	উত্তলন	উনচল্লিশ	ঊনচল্লিশ
উত্ত্যক্ত	উত্যক্ত	উনত্রিশ	ঊনত্রিশ
উত্থান	উত্থাণ	উননব্বই	ঊননব্বই
উদ্‌গম	উদ্গম	উনসত্তর	ঊনসত্তর
উদ্‌গিরণ	উদ্‌গীরণ	উনিশ	ঊনিশ
উদ্‌গীর্ণ	উদগীর্ন	উপকূল	উপকুল
উদ্‌ঘাটন	উদঘাটন	উপক্রমণিকা	উপক্রমনিকা
উদ্বেগ	উদ্‌বেগ	উপজীবিকা	উপজীবীকা
উদ্‌ভ্রান্ত	উদ্ভ্রান্ত	উপজীব্য	উপজিব্য
উদ্‌যাপন	উদযাপন	উপদ্বীপ	উপদ্বিপ
উদয়গিরি	উদয়গিরী	উপবিষ্ট	উপবিষ্ঠ
উদরী	উদরি	উপলক্ষ	উপলক্ষ্য
উদাসী	উদাসি	উপলব্ধি	উপলদ্ধি
উদাসীন	উদাসিন	উপশম	উপসম
উদীচী	উদীচি	উর্বশী	উর্বশি
উদীয়মান	উদীয়মাণ	উলকি	উল্কী
উদ্ধার	উদ্দার	উল্লম্ফন	উলম্ফন
উদ্ভাবনী	উদ্ভাবনি	উশুল	উসুল
উদ্ভূত	উদ্ভুত	উষা	ঊষা
উদ্যমী	উদ্যমি	উষ্কখুষ্ক	উস্কখুস্ক
উদ্যোগ	উদ্‌যোগ	উষ্মা	উস্মা
উদ্যোগী	উদ্যোগি	উসকানি	উস্কানি
উদ্বাহু	উদ্‌বাহু	উসখুস	উসখুশ
উনআশি	ঊনআশি	উহ্যমান	ঊহ্যমান

ঊ

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ঊন	উন	ঊর্ধ্বলোক	উর্ধলোক
ঊনবিংশ	উনবিংশ	ঊর্ধ্বশ্বাস	উর্ধশ্বাস
ঊরু	উরু	ঊর্ধ্বাঙ্গ	উর্ধাঙ্গ
ঊর্ণনাভ	ঊর্ননাভ	ঊর্মি	উর্মী
ঊর্ধ্ব	উর্ধ্ব	ঊর্মিলা	ঊর্মীলা
ঊর্ধ্বগামী	ঊর্ধ্বগামি	ঊষর	উষর
ঊর্ধ্বতন	উর্ধতন	ঊহ্য	উহ্য

ঋ

ঋক্	ঋক	ঋতুপতি	ঋতুপতী
ঋণ	ঋন	ঋতুমতী	ঋতুবতী
ঋগ্‌বেদ	ঋগবেদ	ঋত্বিক	ঋত্মিক
ঋজু	ঋযু	ঋদ্ধ	ঋদ্দ
ঋণখেলাপি	ঋণখেলাপী	ঋদ্ধি	ঋদ্ধী
ঋণগ্রহীতা	ঋণগ্রহিতা	ঋদ্ধিমান	ঋদ্ধিমাণ
ঋণাত্মক	ঋনাত্মক	ঋষভ	ঋষব
ঋণী	ঋণি	ঋষি	ঋষী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
এইডস	এইড্‌স্‌	একীভূত	একীভুত
এঁকেবেঁকে	এঁকেবেকে	এক্ষুনি	এক্ষুণি
এঁটুলি	এটুলি	এক্সচেঞ্জ	একচেঞ্জ
এঁটে ওঠা	এঁটে উঠা	এক্স-রে	এক্সরে
এঁটেল	এটেল	এখতিয়ার	এক্তিয়ার
এঁটো	এটো	এখনই	এখনি
এঁড়ে	এঁরে	এগারো	এগার
এঁদো [পঙ্কিল]	এদো	এগোনো	এগুনো
এককাট্টা	একাট্টা	এজলাস	এজলাশ
একগুঁয়ে	একগুয়ে	এতৎসত্ত্বেও	এতদ্‌সত্ত্বেও
একঘেয়ে	একঘেঁয়ে	এতদ্দ্বারা	এতদ্বারা
একঠাঁই	একঠাই	এন্তার	এনতার
একতরফা	এক তরফা	এবংবিধ	এবম্বিধ
একত্র	একত্রিত	এবড়োখেবড়ো	এবড়োথেবড়ো
একবীজপত্রী	একবীজপত্রি	এমনও	এমনো
একাকিত্ব	একাকীত্ব	এমব্রয়ডারি	অ্যামব্রয়ডারি
একাকী	একাকি	এলাচি	এলাচী
একাঙ্ক	একাংক	এলোকেশী	এলোকেশি
একাডেমি	একাডেমী	এলোপাতাড়ি	এলোপাথাড়ি
একাদশী	একাদশি	এশিয়া	এসিয়া
একাদিক্রমে	একাধিক্রমে	এশিয়াড	এসিয়াড
একান্নবর্তী	একান্নবর্তি	এশীয়	এশিয়
একাশি	একাশী	এষণা	এষনা
একীকরণ	একীকরন	এসরাজ	এস্রাজ
একীভবন	একিভবন	এস্টেট	এষ্টেট

ঐ

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ঐকতান	ঐক্যতান	ঐন্দ্রজালিক	ইন্দ্রজালিক
ঐকমত্য	ঐক্যমত	ঐশ্বরিক	ঈশ্বরিক
ঐকাগ্র্য	ঐকাগ্র	ঐশ্বর্যবান	ঐশ্বর্যবাণ
ঐক্য	ঐক্যতা	ঐশ্বর্যশালী	ঐশ্বর্যশালি
ঐক্যবদ্ধ	ঐকবদ্ধ	ঐহিক	ঐহ্যিক

ও

ওই	ঐ	ওয়ারেন্ট	ওয়ারেণ্ট
ওকালতি	ওকালতী	ওয়ার্ডরোব	ওয়্যারড্রোব
ওগরানো	ওগড়ানো	ওয়াহাবি	ওয়াহাবী
ওজস্বী	ওজস্বি	ওলট-পালট	উলট-পালট
ওত	ওঁৎ	ওলটানো	ওল্টানো
ওতপ্রোত	ওতোপ্রোত	ওষধি [একবার ফল দিয়ে যে গাছ মরে যায়]	ঔষধী
ওপড়ানো	উপড়ানো	ওষুধ	ঔষধ
ওরফে	উরফে	ওষ্ঠ	ওষ্ট
ওরস [ধর্মীয় অনুষ্ঠান]	উরস	ওস্তাদি	ওস্তাদী
ওয়ারিশ	ওয়ারিস		

ঔ

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ঔচিত্য	ঔচিত্ব	ঔপনিবেশিক	উপনিবেশিক
ঔজ্জ্বল্য	উজ্জ্বল্য	ঔপন্যাসিক	উপন্যাসিক
ঔৎসুক্য	ঔৎসুক	ঔরস	ঔরশ
ঔদরিক	ঔদরীক	ঔষধালয়	ওষুধালয়
ঔদার্য	উদার্য্য	ঔষধি [যেসব গাছগাছড়া থেকে ওষুধ প্রস্তুত হয়]	ঔষুধি
ঔদাসীন্য	ঔদাসিন্য		
ঔদ্ধত্য	ঔদ্ধত্ব		

ক

কই	কৈ	কণ্ঠ	কণ্ঠ
কখনো	কখনও	কণ্ঠস্থ	কণ্ঠস্ত
কখনোই	কখনওই	কতবেল	কদবেল
কঙ্কণ	কঙ্কন	কদলী	কদলি
কঙ্কর	কংকর	কদাচিৎ	কদাচিত
কঙ্কাল	কংকাল	কদাপি	কদাপী
কচুঘেঁচু	কচুঘেচু	কনকচাঁপা	কনকচাপা
কঞ্চি	কঞ্চী	কনিষ্ঠ	কনিষ্ট
কঞ্জুস	কঞ্জুষ	কনীনিকা	কনিনিকা
কটু	কটূ	কবচ	কবজ
কড়চা	করচা	কবজি	কব্জি
কণা	কনা	কবরী	কবরি
কণ্টক	কন্টক	কবিরাজি	কবিরাজী

লিখব	লিখব না
কমনীয়	কমণীয়
কমোডর	কমডর
কম্পাঙ্ক	কম্পাংক
কয়েদি	কয়েদী
করণিক	করনিক
করণীয়	করনীয়
করবী	করবি
করপোরেশন	কর্পোরেশন
করিতকর্মা	করিৎকর্মা
করুণ [বেদনাদায়ক]	করুন
করোনারি	করোনারী
কর্ণ	কর্ন
কর্পূর	কর্পুর
কর্মচারী	কর্মচারি
কর্মসূচি	কর্মসূচী
কর্মী	কর্মি
কর্ষণ	কর্ষন
কলঙ্ক	কলংক
কলমি	কলমী
কলসি	কলসী
কলাবতী	কলাবতি
কলিঙ্গ	কলীঙ্গ
কলুষ	কলুস
কলোনি	কলোনী
কল্যাণ	কল্যান
কল্যাণী	কল্যানী

লিখব	লিখব না
কশাঘাত	কষাঘাত
কষ [নির্যাস]	কশ
কষা [অঙ্ক কষা]	কশা
কসরত	কসরৎ
কসাই	কশাই
কস্তুরি	কস্তুরী
কাঁকই	কাকই
কাঁকড়া	কাকড়া
কাঁকরোল	কাকরোল
কাঁচকলা	কাচকলা
কাঁচা [অপক্ক]	কাচা
কাঁচি	কাচি
কাঁচুমাচু	কাচুমাচু
কাঁটা [কণ্টক]	কাটা
কাঁঠাল	কাঠাল
কাঁথা	কাথা
কাঁদি [কলার কাঁদি]	কাদি
কাঁপন	কাপন
কাঁসা	কাসা
কাওয়ালি	কাওয়ালী
কাকতাড়ুয়া	কাকতারুয়া
কাকলি	কাকলী
কাকি	কাকী
কাঙাল	কাঙ্গাল
কাঙ্ক্ষিত	কাঙ্খিত
কাচ	কাঁচ

লিখব	লিখব না
কাচা [ধোয়া]	কাঁচা
কাছারি	কাছারী
কাজি	কাজী
কাঞ্চনজঙ্ঘা	কাঞ্চনজংঘা
কাঠবিড়ালি	কাঠবিড়ালী
কাড়া-নাকাড়া	কাড়া-নাকারা
কাণ্ড	কান্ড
কাদাখোঁচা	কাদাখোচা
কানাঘুষা	কানাঘুসা
কান্ডারি	কাণ্ডারি
কামরাঙা	কামরাঙ্গা
কামিনী	কামিনি
-কামী	-কামি
কায়মনোবাক্যে	কায়োমনোবাক্যে
কায়েমি	কায়েমী
কারচুপি [চালাকি]	কারচুবি
কারণ	কারন
কারফিউ	কারফু
কারবারি	কারবারী
কারসাজি	কারসাজী
কারাবন্দী	কারাবন্দি
কারারক্ষী	কারারক্ষি
কারিগরি	কারিগরী
-কারী [করে এমন]	-কারি
কার্নিশ	কার্নিস
কার্পণ্য	কার্পন্য

লিখব	লিখব না
কার্পেট	কারপেট
কার্যকর [ফলদায়ক]	কার্যকরী
কার্যকারিতা	কার্যকরতা
কার্যত	কার্যতঃ
কালক্ষেপণ	কালক্ষেপন
কালবৈশাখী	কালবৈশাখি
কালবোশেখি	কালবোশেখী
কালো [কৃষ্ণবর্ণ]	কাল
কাশ্মীর	কাশ্মির
কাশ্মীরি	কাশ্মীরী
কাহিনি	কাহিনী
কিংবদন্তি	কিংবদন্তী
কিঙ্কিণি	কিঙ্কিণী
কিঞ্চিৎ	কিঞ্চিত
কিরণ	কিরন
কিরীট	কিরিট
কিরীটী	কিরীটি
কিশমিশ	কিসমিস
কিশলয়	কিসলয়
কিষানি	কিষাণী
কীর্তন	কির্তন
কীলক	কিলক
কুঁজ [পিঠের উঁচু বাঁকা গড়ন। যেমন উটের কুঁজ]	কুজ
কুঁজো [পিঠবাঁকা]	কুজো

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
কুঁড়ি [মুকুল]	কুড়ি	কৃতী [কৃতকার্য]	কৃতি
কুঁড়ে [কুঁড়েঘর]	কুড়ে	কৃপণ	কৃপন
কুক্ষিগত	কুক্ষীগত	কৃপাণ	কৃপান
কুচক্রী	কুচক্রি	কৃমি	কৃমী
কুটির	কুটীর	কৃষ্ণচূড়া	কৃষ্ণচুড়া
কুণ্ঠা	কুন্ঠা	কেউকেটা	কেওকেটা
কুণ্ডলী	কুণ্ডলি	কেঁচে গণ্ডূষ	কেঁচে গণ্ডুস
কুদরত	কুদরৎ	কেঁচো	কেচো
কুপোকাত	কুপোকাৎ	কেজি [কিলোগ্রাম]	কে.জি.
কুমকুম	কুঙ্কুম	কেটলি	কেতলি
কুমারী	কুমারি	কেতকী	কেতকি
কুমির	কুমীর	কেতাদুরস্ত	কেতাদুরস্থ
কুমুদিনী	কুমুদিনি	কেতাবি	কেতাবী
কুম্ভীরাশ্রু	কুম্ভিরাশ্রু	কেন্দ্রিক	কেন্দ্রীক
কুলাঙ্গার	কুলাংগার	কেন্দ্রীয়	কেন্দ্রিয়
কুলীন	কুলিন	কেবল [শুধু]	কেবলমাত্র
কুশলী [পারদর্শী]	কুশলি	কেব্‌ল [তার]	কেবল
কুশীলব	কুশিলব	কেমিক্যাল	কেমিকেল
কুহেলি	কুহেলী	কেরানি	কেরানী
কূটনীতি	কুটনীতি	কেরামতি	কেরামতী
কূপ	কুপ	কেলেঙ্কারি	কেলেঙ্কারী
কূপমণ্ডূক	কূপমণ্ডুক	কেশরী	কেশরি
কৃচ্ছ্র	কৃচ্ছ্রতা	কেশী	কেশি
কৃচ্ছ্রসাধন	কৃচ্ছ্রতাসাধন	কৈফিয়ত	কৈফিয়ৎ
কৃতি [কর্ম]	কৃতী	কৈলাস	কৈলাশ
কৃতিত্ব	কৃতীত্ব	কোঁকড়া	কোকড়া

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
কোঁচকানো	কোচকানো	ক্যাসেট	কেসেট
কোটর	কোঠর	ক্রমশ	ক্রমশঃ
কোণ [কোনা]	কোন	ক্রীড়নক	ক্রীড়ানক
কোতোয়ালি	কোতোয়ালী	ক্রীড়ামোদী	ক্রীড়ামোদি
কোনা	কোণা	ক্রীতদাস	ক্রিতদাস
কোনাকুনি	কোণাকুণি	ক্রূর	ক্রুর
কোরআন	কোরান	ক্রোড়পত্র	ক্রোরপত্র
কোরবানি	কোরবানী	ক্লাস	ক্লাশ
কোষ্ঠী	কোষ্ঠি	ক্লীব	ক্লিব
কৌসুলি [আইনজীবী]	কৌসুলি	ক্লেশ	ক্লেস
কৌতূহলী	কৌতূহলি	ক্ষণ	ক্ষন
কৌলীন্য	কৌলিন্য	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রীয়
কৌশলী	কৌশলি	ক্ষরণ	ক্ষরন
ক্বচিৎ	ক্বচিত	ক্ষিপ্র	ক্ষীপ্র
ক্যাঙারু	ক্যাঙ্গারু	ক্ষীণ	ক্ষীন
ক্যানটিন	ক্যান্টিন	ক্ষুণ্ণ	ক্ষুন্ন
ক্যানসার	ক্যান্সার	ক্ষুৎপিপাসা	ক্ষুদপিপাসা
ক্যাপসুল	ক্যাপশুল	ক্ষুন্নিবৃত্তি	ক্ষুণ্নিবৃত্তি

খ

খই	খৈ	খড়ম	খরম
খইনি	খৈনি	খড়ি/খড়িমাটি	খরি/খরিমাটি
খড়/খড়কুটো	খর/খরকুটা	খড়্গ	খড়গ
খড়খড়ি	খড়খরি	খণ্ড	খন্ড

লিখব	লিখব না
খণ্ডন	খণ্ডণ
খতনা	খৎনা
খদ্দর [কাপড়বিশেষ]	খদ্দের
খবিশ	খবিস
খয়েরি	খয়েরী
খরগোশ	খরগোস
খসখসে	খশখশে
খসড়া	খসরা
খাঁ খাঁ	খাঁখা/খা খা
খাঁচা	খাচা
খাঁজ	খাজ
খাঁটি	খাটি
খাঁড়া [তীক্ষ্ণধার অস্ত্র]	খাড়া
খাকি [রংবিশেষ]	খাকী
খাটাশ	খাটাস
খাটো	খাট
খানদানি	খানদানী
খানিক [অল্পক্ষণ]	খাণিক
খামখেয়ালি	খামখেয়ালী
খায়েশ	খায়েস
খারাবি [খারাপ কিছু]	খারাপি
খালাসি	খালাসী
খাসি	খাসী
খিঁচ	খিচ
খিচুড়ি	খিচুরি
খিড়কি	খিড়কী

লিখব	লিখব না
খুঁটি	খুটি
খুঁত	খুঁৎ
খুদ	ক্ষুদ
খুদে	ক্ষুদে
খুনখারাবি	খুনখারাপি
খুনসুটি	খুনসুঁটি
খুপরি	খুঁপরি
খুবসুরত	খুবসুরৎ
খুর	ক্ষুর
খুশকি	খুশকী
খুশি	খুশী
খেউড়	খেউর
খেচর [ওড়ে এমন]	খেচড়
খেত [চাষের জমি]	ক্ষেত
খেয়াতরি	খেয়াতরী
খেয়ালি	খেয়ালী
খেলাধুলা	খেলাধূলা
খেলাপ	খেলাফ
খেলুড়ে	খেলুরে
খেলোয়াড়	খেলোয়ার
খেসারত	খেসারৎ
খেসারি	খেসারী
খোঁজ	খোজ
খোঁজাখুঁজি	খোঁজাখুজি
খোঁটা	খোটা
খোঁড়া	খোড়া

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
খোঁপা	খোপা	খোশামোদ	খোসামোদ
খোঁয়ারি	খোয়ারী	খোসপাঁচড়া	খোসপাঁচরা
খোঁয়াড়	খোঁয়ার	খ্যাঁকশিয়াল	খেকশিয়াল
খোজা [ক্লীব]	খোঁজা	খ্যাপা	খেপা/ক্ষেপা
খোদাই	খোঁদাই	খ্যামটা [সংগীতের তাল বা নাচবিশেষ। যেমন, খ্যামটা নাচ]	খেমটা
খোরাক	খোড়াক		
খোরাকি	খোড়াকি	খ্রিষ্ট	খৃষ্ট/খ্রিস্ট
খোলস	খোলশ	খ্রিষ্টান	খৃষ্টান/খ্রিস্টান
খোলাসা	খোলাশা	খ্রিষ্টাব্দ	খৃস্টাব্দ/খ্রিস্টাব্দ

গ

গগন	গগণ	গণৎকার	গনৎকার
গচ্চা	গচ্ছা	গণতন্ত্র	গনতন্ত্র
গজল	গযল	গণনা	গননা
গজারি	গজারী	গণসংগীত	গণসঙ্গীত
গড্ডলিকা	গড্ডালিকা	গণিকা	গনিকা
গড়পড়তা	গড়পরতা	গণিত	গনিত
গড়বড়	গড়বর	গণ্ড	গন্ড
গড়াগড়ি	গড়াগরি	গণ্ডি	গন্ডি
গড়িমসি	গরিমসি	গণ্ডূষ	গণ্ডুষ
গণ	গন	গণ্য	গন্য
গণ-অভ্যুত্থান	গণঅভ্যুত্থান	গণ্যমান্য	গন্যমান্য
গণ-আন্দোলন	গণআন্দোলন	গৎ [সংগীতের বোল]	গঁৎ
গণক	গনক	গত্যন্তর	গত্যান্তর

লিখব	লিখব না
গন্ডগোল	গণ্ডগোল
গন্ডা [চারটি]	গণ্ডা
গন্ডার	গণ্ডার
গবেষণা	গবেষনা
গভর্নর	গভর্ণর
গম্ভীর	গম্ভির
গম্ভীরা	গম্ভিরা
গরান	গরাণ
গরিব	গরীব
গরিমা	গরীমা
গরীয়সী	গরিয়সী
গরীয়ান	গরিয়ান
গর্ভবতী	গর্ভবতি
গর্ভস্থ	গর্ভস্ত
গলগণ্ড	গলগন্ড
গলনাঙ্ক	গলনাংক
গলনালি	গলনালী
গলাধঃকরণ	গলাধকরণ
গলাবাজি	গলাবাজী
গল্পসল্প	গল্পস্বল্প
গয়না	গহনা
গয়নাগাটি	গহনাগাটি
গহিন	গহীন
গাঁইগুঁই	গাইগুই
গাঁইতি	গাঁইতী
গাঁজা	গাজা

লিখব	লিখব না
গাঁজাখুরি	গাঁজাখোরি
গাঁথা [গ্রন্থন]	গাথা
গাঁদা [ফুলবিশেষ]	গাদা
গাঙ	গাং
গাঙচিল	গাংচিল
গাঙ্গেয়	গাংগেয়
গাছগাছড়া	গাছগাছরা
গাজি	গাজী
গাণ্ডিব	গাণ্ডীব
গাড়ল	গাঁড়ল
গাড়ি	গাড়ী
গাড়োয়ান	গারোয়ান
গাথা [কাহিনিকাব্য]	গাঁথা
গাভি	গাভী
গাম্ভীর্য	গাম্ভীর্য্য
গায়কি [গাওয়ার ঢং]	গায়কী
গায়ত্রী	গায়ত্রি
গায়েবি	গায়েবী
গার্হস্থ্য	গার্হস্থ
গিনিসোনা	গিণিসোনা
গিন্নি	গিন্নী
গিবত	গীবত
গিরগিটি	গিরগিটী
গিরিপথ	গিরীপথ
গির্জা	গীর্জা
গীতা	গিতা

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
গীতাঞ্জলি	গীতাঞ্জলী	গোকুল	গোকূল
গুঁড়া/গুঁড়ো	গুঁরা/গুড়ো	গোধূলি	গোধুলি
গুঁড়ি	গুড়ি	গোনা	গোণা
গুইসাপ	গুঁইসাপ	গোমড়া	গোমরা
গুণ	গুন	গোরা [গৌরবর্ণ]	গোঁরা
গুণিতক	গুনিতক	গোলামি	গোলামী
গুণী	গুনী	গোশত	গোস্ত
গুণীজন	গুণিজন	গোশালা	গোসালা
গুন [নৌকা টানার দড়ি]	গুণ	গোষ্ঠী	গোষ্ঠি
গুনতি	গুণতি	গোসল	গোছল
গুনিন	গুণিন	গৌণ	গৌন
গুন্ডা	গুণ্ডা	গ্রহণ	গ্রহন
গুন্ডামি	গুণ্ডামি	গ্রহীতা	গ্রহিতা
গুবাক	গূবাক	গ্রামীণ	গ্রামীন
গুমর	গুমোর	গ্রিক	গ্রীক
গুরুচণ্ডালী	গুরুচন্ডালি	গ্রীবা	গ্রিবা
গুরুদায়িত্ব	গুরু দায়িত্ব	গ্রীষ্ম	গ্রীস্ম
গুলি	গুলী	গ্রেপ্তার	গ্রেফতার
গূঢ়	গুঢ়	গৃহস্থালি	গৃহস্থালী
গৃহবন্দী	গৃহবন্দি	গৃহায়ণ	গৃহায়ন
গেঁয়ো	গেঁও	গৃহিণী	গৃহিনী
গোঁড়া [প্রাচীনপন্থী]	গোড়া	গৃহী	গৃহি
গোঁড়ামি	গোঁড়ামী	গৃহীত	গৃহিত
গোঁফ	গোফ	গ্যাঞ্জাম	গ্যানজাম
গোঁয়ার	গোয়ার	গ্যালারি	গ্যালারী
গোঁয়ার্তুমি	গোয়ার্তুমি	গ্র্যাজুয়েট	গ্রাজুয়েট

ঘ

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ঘটকালি	ঘটকালী	ঘুঙুর	ঘুঙ্গুর
ঘটনাবলি	ঘটনাবলী	ঘুণ	ঘূণ/ঘুন
ঘড়িয়াল	ঘরিয়াল	ঘুণাক্ষরে	ঘুনাক্ষরে
ঘন্ট [লাউ-চিংড়ির ঘন্ট]	ঘণ্ট	ঘুপচি	ঘুপসি
ঘণ্টা	ঘন্টা	ঘুষ	ঘুস
ঘনিষ্ঠ	ঘনিষ্ট	ঘুষি	ঘুসি
ঘনীভূত	ঘনীভুত	ঘুসঘুসে	ঘুষঘুষে
ঘরনি	ঘরণী	ঘূর্ণন	ঘূর্ণণ
ঘরমুখী	ঘরমুখি	ঘূর্ণমান	ঘূর্ণায়মান
ঘর্ষণ	ঘর্ষন	ঘূর্ণি	ঘুর্ণি/ঘূর্ণী
ঘাঁটাঘাঁটি	ঘাটাঘাটি	ঘেঁষা	ঘেষা
ঘাঁটি	ঘাটি	ঘোষণা	ঘোষনা
ঘুঁটি [দাবার গুটিকা]	ঘুটি/গুটি	ঘ্রাণ	ঘ্রান
ঘুঘু	ঘুগু	ঘ্রাণেন্দ্রিয়	ঘ্রাণেন্দ্রীয়

চ

চক্কর	চক্কোর	চড়ুই	চড়াই
চক্রবর্তী	চক্রবর্তি	চণ্ডী	চণ্ডি
চক্রী	চক্রি	চতুঃসীমা	চতুর্সীমা
চঞ্চু	চঞ্চু	চতুরঙ্গ	চতুরংগ
চড়কগাছ	চরকগাছ	চতুর্গুণ	চতুর্গুন
চড়াই-উতরাই	চরাই-উৎরাই	চতুর্থী	চতুর্থি

লিখব	লিখব না
চতুর্ভুজ	চতুর্ভূজ
চতুষ্কোণ	চতুর্কোণ
চতুষ্পদ	চতুর্পদ
চতুষ্পার্শ্ব	চতুর্পার্শ্ব
চত্বর	চত্তর
চরকি	চড়কি
চরণ	চরন
চরমপন্থী	চরমপন্থি
চরানো [বিচরণ করানো]	চড়ানো
চলনশক্তি	চলচ্ছক্তি
চলিষ্ণু	চলীষ্ণু
চাঁই [ঢ্যালা]	চাই
চাঁছা	চাছা
চাঁদনি	চাঁদনী
চাঁদমারি	চাঁদমারী
চাঁপা [ফুলবিশেষ]	চাপা
চাকরি	চাকুরী
চাঙর	চাঙ্গর
চাঙা	চাঙ্গা/চাংগা
চাঙাড়ি	চাঙ্গাড়ি
চাতুরী	চাতুরি
চাতুর্য	চাতুর্যতা
চাপরাস	চাপরাশ
চাপা [চাপাচাপি]	চাঁপা
চামড়া	চামরা
চামুণ্ডা	চামুন্ডা

লিখব	লিখব না
চামেলি	চামেলী
চারণ	চারন
চাল	চাউল
চালকুমড়া	চালকুমরা
চাষাড়ে	চাষারে
চাষাভুষা	চাষাভূষা
চাষি	চাষী
চিড় [ফাটল]	চির
চিড়া	চিঁড়া
চিত	চিৎ
চিতপটাং	চিৎপটাং
চিৎকার	চীৎকার
চিত্রাঙ্কন	চিত্রাঙ্কণ
চিমনি	চিমনী
চিরঞ্জীব	চিরঞ্জিব
চিরস্থায়ী	চিরস্থায়ি
চিরসুখী	চিরসুখি
চিরুনি	চিরুনী
চিলেকোঠা	চিলাকোঠা
চীবর	চিবর
চুড়ি [সোনার চুড়ি]	চুরি
চুনোপুঁটি	চুনোপুটি
-চুম্বী [ছুঁয়েছে এমন]	-চুম্বি
চুরমার	চুড়মার
চুরিচামারি	চুরিচামাড়ি
চুলকানি	চুলকানী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
চুল্লি	চুল্লী	চৈতি	চৈতী
চূড়া	চুড়া	চৈত্রী	চৈত্রি
চূড়ান্ত	চুড়ান্ত	চোঁ-চোঁ	চোঁ-চো
চূর্ণ	চূর্ন	চোঙ	চোং
চূষ্য	চোষ্য	চোরাচালানি	চোরাচালানী
চেঁছেপুঁছে	চেঁছেপুছে	চৈতালি	চৈতালী
চৈতন্য	চৈতণ্য	চৌচির	চৌচিড়

ছ

ছই	ছৈ	ছাঁটাই	ছাটাই
ছত্রীসেনা	ছত্রিসেনা	ছাড় [বাদ]	ছার
ছদ্মবেশী	ছদ্মবেশি	ছাপরা	ছাপড়া
ছন্দগুরু	ছন্দোগুরু	ছাপোষা	ছা-পোষা
ছন্দজ্ঞান	ছন্দোজ্ঞান	ছিঁচকে [চোরবিশেষ]	ছিচকে
ছন্দপতন	ছন্দোপতন	ছিটকিনি	ছিটকানি
ছন্দোবদ্ধ	ছন্দবদ্ধ	ছিদ্রান্বেষণ	ছিদ্রান্বেষন
ছন্নছাড়া	ছন্নছারা	ছিদ্রান্বেষী	ছিদ্রান্বেষি
ছলচাতুরী	ছলচাতুরি	ছিনেজোঁক	ছিনেজোক
ছলাৎ	ছলাত	ছিবড়া	ছিবরা
ছাইদানি	ছাইদানী	ছুঁচো	ছুচো
ছাইপাঁশ	ছাইপাশ	ছুঁতমার্গ	ছুঁৎমার্গ
ছাউনি	ছাউনী	ছুতোর	সুতোর
ছাঁকনি	ছাকনি	ছেঁড়া [ছিন্ন, বিদীর্ণ]	ছেড়া
ছাঁকা	ছাকা	ছেলেমানুষি	ছেলেমানুষী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ছোঁয়াচে	ছোয়াচে	ছোড়া [নিক্ষেপ করা]	ছোঁড়া
ছোকরা	ছোকড়া	ছুরি	ছোরা

জ

জং	জঙ	জরায়ু	জরায়ূ
জংলি	জংলী	জরি [সুতাবিশেষ]	জড়ি
জগৎ	জগত	জরিপ	জরীপ
জঘন্য	জঘণ্য	জরুরি	জরুরী
জঙ্গল	জংগল	জর্জেট	জরজেট
জঙ্গি	জঙ্গী	জর্দা	জরদা
জঙ্ঘা	জঙ্গা	জলতরঙ্গ	জলতরংগ
জড়োয়া	জরোয়া	জলহস্তী	জলহস্তি
জন্মাষ্টমী	জন্মাষ্টমি	জলাঞ্জলি	জলাঞ্জলী
জন্য	জন্যে	জলাতঙ্ক	জলাতংক
জবরজং	জবড়জং	জলোচ্ছ্বাস	জলোচ্ছাস
জবরদস্তি	জবরদস্তী	জহুরি	জহুরী
জবানবন্দি	জবানবন্দী	জাঁকজমক	জাকজমক
জবাব	জওয়াব	জাঁতাকল	জাতাকল
জবাবদিহি	জবাবদিহিতা	জাঁদরেল	জাদরেল
জমিদারি	জমিদারী	জাহাঁবাজ	জাহাবাজ
জয়ন্তী	জয়ন্তি	জাকাত	যাকাত
জয়ী	জয়ি	জাগরণ	জাগরন
জর্জর	জরজর	জাগরণী	জাগরণি
জরাজীর্ণ	জরাজীর্ন	জাগরূক	জাগরুক

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
জাঙাল	জাঙ্গাল	জীবনী	জীবনি
জাজ্বল্যমান	জাজ্জ্বল্যমান	জীবন্মৃত	জীবনমৃত
জাতীয়কৃত	জাতীয়করণকৃত	জীবাণু	জীবানু
জাত্যভিমান	জাত্যাভিমান	জীবাশ্ম	জীবাষ্ম
জাদু	যাদু	জীবিকা	জীবীকা
জাদুকরি	জাদুকরী	-জীবী	-জীবি
জাদুঘর	যাদুঘর	জীয়ন	জিয়ন
জানাজা	যানাজা	জীর্ণ	জীর্ন
জানুয়ারি	জানুয়ারী	জুঁই	জুই
জাপানি	জাপানী	জুড়ি [সমকক্ষ ব্যক্তি]	জুরি
জাফরানি	জাফরানী	জুয়াড়ি	জুয়ারি
জামদানি	জামদানী	জুরিবোর্ড	জুরীবোর্ড
জারণ [জীর্ণকরণ]	জারন	জেলা	জিলা
জারি	জারী	জোঁক	জোক
জার্মানি	জার্মানী	জো	যো
জাহাঁপনা	জাঁহাপনা	জোগাড়	যোগাড়
জাহাজি	জাহাজী	জোগানো	যোগানো
জি [নেতাজি]	জী	জোড় [জোড়া]	জোর
জিগীষা	জিগিষা	জোড়াতালি	জোরাতালি
জিঘাংসা	জীঘাংসা	জোনাকি	জোনাকী
জিন	জীন	জোয়ান	যোয়ান
জিনিস	জিনিশ	জোর [বল/শক্তি]	জোড়
জিব [জিহ্বা]	জিভ	জৌলুশ	জৌলুস
জিয়ারত	জেয়ারত	জ্ঞান	জ্ঞাণ
জিহাদ	জেহাদ	জ্ঞানী	জ্ঞানি
জীবনবিমা	জীবনবীমা	জ্বলন্ত/জ্বলা	জলন্ত/জলা

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
জ্বালা	জালা	জ্যৈষ্ঠ	জৈষ্ঠ্য
জ্বালাতন	জালাতন	জ্যোতিষী	জ্যোতিষি
জ্যেষ্ঠ	জেষ্ঠ্য	জ্যোতিষ্ক	জ্যোতিস্ক

ঝ

ঝংকার	ঝঙ্কার	ঝাঁপি	ঝাঁপী
ঝগড়াঝাঁটি	ঝগড়াঝাটি	ঝাড় [গুচ্ছ, বংশ]	ঝার
ঝঞ্ঝা	ঝঞ্জা	ঝাড়ফুঁক	ঝাড়ফুক
ঝঞ্ঝাট	জঞ্জাট	ঝান্ডা	ঝাণ্ডা
ঝরনা	ঝর্ণা	ঝিঁঝি [পোকাবিশেষ]	ঝিঁঝিঁ
ঝাঁ ঝাঁ [তীব্র উত্তাপ]	ঝা ঝা	ঝিঙে	ঝিঙ্গে
ঝাঁক	ঝাক	ঝিল্লি	ঝিল্লী
ঝাঁকড়া	ঝাঁকরা	ঝুঁকি	ঝুকি
ঝাঁকা	ঝাকা	ঝুঁটি	ঝুটি
ঝাঁজ	ঝাঁঝ	ঝুপড়ি	ঝুপরি
ঝাঁজর	ঝাঁজড়	ঝুরি [ঝুলন্ত জটা]	ঝুড়ি
ঝাঁঝরা	ঝাঁজরা	ঝোঁক	ঝোক
ঝাঁটা	ঝাটা	ঝোড়ো	ঝড়ো

ট

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
টং	টঙ	টিকিট	টিকেট
টঙ্ক [টাকা/মুদ্রা]	টংক	টিপ্পনী	টিপ্পনি
টমেটো	টম্যাটো	টীকা [ব্যাখ্যা]	টিকা
টর্নেডো	টর্ণেডো	টুঁটি	টুটি
টাঁকশাল	টাকশাল	টুরিস্ট	ট্যুরিস্ট
টাক [কেশহীন মাথা]	টাঁক	ট্যাংক	ট্যাঙ্ক
টাঙ্গা [ঘোড়াটানা গাড়ি]	টাংগা	ট্যাংরা	টেংরা
টাঙ্গি [হাতিয়ারবিশেষ]	টাংগি	ট্যাঁক	ট্যাক
টানাপোড়েন	টানাপড়েন	ট্যাক্সি	টেক্সি
টিকা [প্রতিষেধক]	টীকা	ট্র্যাজেডি	ট্রাজেডি
টিউশনি	টিউশানি	ট্যারা	টেরা

ঠ

ঠক [অনুকার শব্দ]	ঠক্	ঠুঁটো	ঠুটো
ঠগ [প্রতারক]	ঠক	ঠুলি	ঠুলী
ঠাওর	ঠাহর	ঠোঁট	ঠোট
ঠাঁই	ঠাই	ঠোঙা	ঠোঙ্গা
ঠাট	ঠাঁট	ঠ্যাটা	ঠেটা
ঠান্ডা	ঠাণ্ডা	ঠ্যাটামি	ঠেটামি
ঠিকাদারি	ঠিকাদারী	ঠ্যাং	ঠ্যাঙ
ঠিকুজি	ঠিকুজী	ঠ্যাঙানো	ঠ্যাঙ্গানো
ঠুং	ঠুঙ	ঠ্যাসাঠেসি	ঠেসাঠেসি

ড

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ডঙ্কা	ডংকা	ডিগ্রি	ডিগ্রী
ডরমিটরি	ডরমেটরি	ডিঙা	ডিঙ্গা
ডাংগুলি	ডাঙ্গুলি	ডিঙানো	ডিঙ্গানো
ডাঁটা [সরু কাণ্ড]	ডাটা	ডিঙি	ডিঙ্গি
ডাঁসা	ডাঁশা	ডিন	ডীন
ডাইনি	ডাইনী	ডিশ	ডিস
ডাকিনী	ডাকিনি	ডুবুরি	ডুবুরী
ডাঙর	ডাঙ্গর	ডুমুর	ডুমুড়
ডাঙা	ডাঙ্গা	ডেঙ্গু	ডেংগু
ডানপিটে	ডানপিঠে	ডেকরা	ড্যাকরা
ডান্ডা	ডাণ্ডা	ডেমোক্রেসি	ডেমোক্র্যাসি
ডায়েরি	ডায়েরী	ডোঙা	ডোঙ্গা
ডাল	ডাউল	ডোরা [লম্বা রেখা]	ডোড়া
ডালি [ছোট ডালা]	ঢালি	ড্রয়িং [আঁকা]	ড্রইং
ডিক্রি	ডিক্রী	ড্রয়িংরুম	ড্রইং রুম

ঢ

ঢং	ঢঙ	ঢেকুর	ঢেঁকুর
ঢিবি	ঢিপি	ঢোঁক	ঢোক
ঢিলেমি	ঢিলেমী	ঢোলকলমি	ঢোলকলমী
ঢুঁ মারা	ঢু মারা	ঢ্যাঁড়স	ঢেঁড়স/ঢেঁড়শ
ঢুলি	ঢুলী	ঢ্যাঙা	ঢ্যাঙ্গা
ঢেঁড়া	ঢেঁরা	ঢ্যালা	ঢেলা

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
তক্ষুনি	তক্ষুণি	তাঁতি	তাঁতী
তখনই	তখনি	তাঁবু	তাবু
তছরুপ	তসরুপ	তাঁবেদার	তাবেদার
তটিনী	তটিনি	তাগড়া [বলিষ্ঠ]	তাগরা
তড়িৎ	তড়িত	তাগারি	তাগাড়ি
তৎক্ষণাৎ	তৎক্ষণাত	তাণ্ডব	তান্ডব
তত্ত্বীয়	তত্ত্বিয়	তাপসী	তাপসি
তদবির	তদ্বির	তাবৎ	তাবত
তদানীন্তন	তদানিন্তন	তামাদি	তামাদী
তন্দুরি	তন্দুরী	তারুণ্য	তারুন্য
তন্বী	তন্বি	তালশাঁস	তালশাস
তপস্বী	তপস্বি	তালাশ	তালাস
তফসিল	তফশিল	তিতিক্ষা	তিতীক্ষা
তফাত	তফাৎ	তিতির	তিতীর
তরকারি	তরকারী	তিথি	তিথী
তরঙ্গ	তরংগ	তিব্বতি	তিব্বতী
তরজমা	তর্জমা	তিমির	তিমীর
তরণি	তরণী	তির [বাণ]	তীর
তরলীকৃত	তরলিকৃত	তিরস্কার	তিরষ্কার
তরুণ	তরুন	তিরিক্ষি	তিরিক্ষী
তর্জনী	তর্জনি	তিসি	তিসী
তর্পণ	তর্পন	তীক্ষ্ণ	তিক্ষ্ণ
তল্পি	তল্‌পি	তীব্র	তিব্র
তল্লাশি	তল্লাশী	তীর [পাড়]	তির

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
তীর্থ	তির্থ	তোড়জোড়	তোরজোর
তুঁত	তুত	তোলপাড়	তোলপার
তুখোড়	তুখোর	তোশক	তোষক
তুঙ্গ	তুংগ	তোষণ	তোষন
তুড়ি	তুরি	তোষামোদ	তোশামোদ
তুরুপ	তুরূপ	ত্বরণ	ত্বরন
তুর্কি	তুর্কী	ত্বরিত [দ্রুত]	তড়িৎ
তুলসী	তুলসি	ত্যক্ত	ত্যাক্ত
তৃণভোজী	তৃণভোজি	ত্যাগী	ত্যাগি
তৃণমূল	তৃণমুল	ত্যাজ্য	ত্যজ্য
তৃতীয়	তৃতিয়	ত্রয়ী	ত্রয়ি
তেঁতুল	তেতুল	ত্রাণ	ত্রান
তেজস্ক্রিয়	তেজস্ক্রীয়	ত্রাহি	ত্রাহী
তেজস্বী	তেজস্বি	ত্রিকোণমিতি	ত্রিকোনমিতি
তেজি	তেজী	ত্রিপদী	ত্রিপদি
তেতলা	তেতালা	ত্রিবেণি	ত্রিবেণী
তেরো	তের	ত্রিভুজ	ত্রিভূজ
তৈজসপত্র	তৈজষপত্র	ত্রিশঙ্কু	ত্রিশংকু
তৈরি	তৈরী	ত্রিশূল	ত্রিশুল

থ

থই	থৈ	থাপড়/থাপ্পড়	থাপ্পর
থতমত	থতোমতো	থুতনি	থুঁতনি
থানকুনি	থানকুনী	থুতু	থুথু

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
থুত্থুড়ে	থুত্থুরে	থোঁতা	থোতা
থেঁতলানো	থ্যাঁতলানো	থোকা	থোঁকা
থেবড়া	থেবরা	থোড়া	থোরা

দ

দই	দৈ	দাবি	দাবী
দক্ষিণায়ন	দক্ষিণায়ণ	দামি	দামী
দখলি	দখলী	দায়ী	দায়ি
দঙ্গল	দংগল	দায়িত্ব	দায়ীত্ব
দণ্ড	দন্ড	দারিদ্র্য	দারিদ্রতা
দণ্ডনীয়	দণ্ডনিয়	দারুচিনি	দারচিনি
দরকারি	দরকারী	দারুণ	দারুন
দরদি	দরদী	দিগ্‌গজ	দিকগজ
দরুন	দরুণ	দিগ্‌দর্শন	দিকদর্শন
দরজি	দর্জি	দিগ্‌দিগন্ত	দিকদিগন্ত
দর্পণ	দর্পন	দিগ্‌ভ্রম	দিকভ্রম
দাঁড়া	দাড়া	দিগ্‌ভ্রান্ত	দিকভ্রান্ত
দাঁড়ি [পূর্ণচ্ছেদ]	দাড়ি	দিগ্‌বিদিক	দিকবিদিক
দাগি	দাগী	দিঘল	দীঘল
দাঙ্গা	দাংগা	দিঘি	দীঘি
দাড়ি [শ্মশ্রু]	দাঁড়ি	দিশারি	দিশারী
দাদি	দাদী	দীক্ষা	দিক্ষা
দানবীর	দানবির	দীন [দরিদ্র]	দিন
দাবাগ্নি	দাবাগ্নী	দীপ	দিপ

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
দীপালি	দীপালী	দেওয়ালি	দিওয়ালি
দীপাবলি	দীপাবলী	দেবী	দেবি
দীপ্তি	দিপ্তী	দেয়াল	দেওয়াল
দীর্ঘসূত্রতা	দীর্ঘসূত্রিতা	দেশদ্রোহী	দেশদ্রোহি
দুঃখিনী	দুঃখীনি	দেশব্যাপী	দেশব্যাপি
দুঃখী	দুঃখি	দেশলাই	দেয়াশলাই
দুরবিন	দূরবীন	দেশি	দেশী
দুরভিসন্ধি	দূরভিসন্ধী	দেহরক্ষী	দেহরক্ষি
দুরাকাঙ্ক্ষা	দূরাকাঙ্ক্ষা	দৈব-দুর্বিপাক	দৈবদুর্বিপাক
দুরূহ	দূরুহ	দৈবাৎ	দৈবাত
দুর্গা	দূর্গা	দৈবী	দৈবি
দুর্বিষহ	দুর্বিসহ	দোতলা	দোতালা
দুশমন	দুষমন	দোনলা	দোনালা
দুষ্কৃতকারী	দুষ্কৃতিকারী	দোপেঁয়াজি	দোপিয়াজি
দুষ্কৃতী [দুষ্কৃতকারী]	দুষ্কৃতি	দোষী	দোষি
দুস্থ	দুঃস্থ	দৌরাত্ম্য	দৌরাত্ম
দূত	দুত	দ্বন্দ্ব	দন্দ্ব
দূর	দুর	দ্বিগুণ	দ্বিগুন
দূরবীক্ষণ	দূরবীক্ষন	দ্ব্যর্থবোধক	দ্ব্যার্থবোধক
দূরীকরণ	দূরিকরণ	দ্যুতি	দ্যূতি
দূর্বা	দুর্বা	দ্রবণ	দ্রবন
দূষণ	দূষন	দ্রবণীয়	দ্রবনীয়
দেওয়া	দেয়া	দ্রবীভূত	দ্রবিভূত
দেওয়ানি	দেওয়ানী	দ্রুতগামী	দ্রুতগামি

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ধড় [মস্তকহীন দেহ]	ধর	ধাঁধা	ধাঁধাঁ
ধড়িবাজ	ধরিবাজ	ধাঙড়	ধাঙ্গড়
ধনাঢ্য	ধণাঢ্য	ধাত	ধাঁত
ধনিক	ধনীক	ধাতস্থ	ধাতস্ত
ধনী [বিত্তবান]	ধনি	ধাত্রী	ধাত্রি
ধনুর্ভঙ্গপণ	ধনুর্ভঙ্গপন	ধানি [ধান জন্মে এমন]	ধানী
ধনুষ্টঙ্কার	ধনুস্টংকার	-ধানী [আবাস, আধার]	-ধানি
ধনেশ	ধনেস	ধান্দা	ধান্ধা
ধন্দ	ধন্ধ	ধারণ	ধারন
ধন্বন্তরি	ধনন্তরী	ধারণা	ধারনা
ধমনি	ধমনী	ধারালো	ধারাল
ধরণি	ধরণী	ধিক্কৃত	ধিকৃত
ধরন	ধরণ	ধিঙ্গি [বেহায়া, উচ্ছৃঙ্খল]	ধিঙি
ধরনা	ধরণা	ধীবর	ধিবর
ধরাবাঁধা	ধরাবাধা	ধীর	ধির
ধরাশায়ী	ধরাশায়ি	ধীশক্তি	ধিশক্তি
ধরিত্রী	ধরিত্রি	ধুতরা	ধুতুরা
ধর্মঘটি	ধর্মঘটী	ধুতি	ধুতী
ধর্মাবলম্বী	ধর্মাবলম্বি	ধু ধু	ধূ ধূ
ধর্ষণ	ধর্ষন	ধুলা	ধূলা
ধস	ধ্বস	ধূপ	ধুপ
ধস্তাধস্তি	ধস্তাধ্বস্তি	ধূম [ধোঁয়া]	ধুম
ধাই [ধাত্রী]	দাই	ধূমকেতু	ধুমকেতু
ধাঁচ	ধাচ	ধূমপায়ী	ধূমপায়ি

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ধূর্ত	ধুর্ত	ধোঁয়াশা	ধোয়াশা
ধূলিসাৎ	ধূলিস্যাৎ	ধ্বংসলীলা	ধ্বংসলিলা
ধূসর	ধুসর	ধ্বজা	ধজা
ধৈর্য	ধৈর্য্য	ধ্বনি	ধ্বণি
ধৈর্যচ্যুতি	ধৈর্য্যচুতি	ধ্যান/ধ্যানী	ধেন/ধ্যানি
ধোঁকা	ধোকা	ধ্যানস্থ	ধ্যানস্ত
ধোঁয়াটে	ধোয়াটে	ধ্রুপদি	ধ্রুপদী

ন

নকশা	নকসা	নবিশ	নবিস
নকশি	নকশী	নবীন	নবিন
নগণ্য	নগন্য	নভেম্বর	নবেম্বর
নগরায়ণ	নগরায়ন	নমনীয়	নমণীয়
নজির	নজীর	নমশূদ্র	নমঃশূদ্র
নটী	নটি	নমস্কার	নমষ্কার
নড়বড়ে	নড়বরে	নরুন	নরুণ
নদী	নদি	নর্তকী	নর্তকি
ননদ	ননদি	নসিব	নসীব
ননি	ননী	নস্যাৎ	নস্যাত
নন্দিনী	নন্দিনি	নাঙ্গা	নাংগা
নপুংসক	নপুংষক	নাচুনি	নাচুনী
নবনী	নবনি	নাছোড়বান্দা	নাছোরবান্দা
নবমী	নবমি	নাড়ি	নাড়ী
নবাবি	নবাবী	নানি	নানী

লিখব	লিখব না
নাভিশ্বাস	নাভিশ্বাষ
নামকরণ	নামকরন
নামজারি	নামজারী
নামাজ	নামায
নামাবলি	নামাবলী
নামী	নামি
নায়েবি	নায়েবী
নারায়ণ	নারায়ন
নারায়ণগঞ্জ	নারায়নগঞ্জ
নালি	নালী
নালিশ	নালিস
নালিশি	নালিশী
নাশতা	নাস্তা
নিংড়ানো	নিঙড়ানো
নিকটবর্তী	নিকটবর্তি
নিকটস্থ	নিকটস্ত
নিকুচি [দফারফা]	নিকুচী
নিক্কণ	নিক্কন
নিখুঁত	নিখুত
নিগূঢ়	নিগূড়
নিচ/নিচু	নীচ/নীচু
নিট	নীট
নিদারুণ	নিদারুন
নিপীড়ন	নিপিড়ন
নিবারণ	নিবারন
নিবিড়	নিবির

লিখব	লিখব না
নিবৃত্ত	নিবৃত
নিমজ্জমান	নিমজ্জমাণ
নিমন্ত্রণ	নিমন্ত্রন
নিমেষ	নিমিষ
নিয়ন্ত্রণ	নিয়ন্ত্রন
নিয়মনিষ্ঠ	নিয়মনিষ্ট
নিরঙ্কুশ	নিরংকুশ
নিরন্ন	নিরণ্ন
নিরপরাধ	নিরপরাধী
নিরস্ত	নিরস্থ
নিরহংকার	নিরহংকারী
নিরাবরণ	নিরাবরন
নিরাভরণ	নিরাভরন
নিরামিষ	নিরামিশ
নিরীক্ষণ	নীরিক্ষণ
নিরীহ	নীরিহ
নিরুপায়	নিরূপায়
নিরূপণ	নিরুপণ
নির্গমন	নির্গমণ
নির্ণয়	নির্নয়
নির্দোষ	নির্দোষী
নির্ধন	নির্ধনী
নির্ধারণ	নির্ধারন
নির্বাণ	নির্বান
নির্বাপণ	নির্বাপন
নির্বাহী	নির্বাহি

লিখব	লিখব না
নির্ভীক	নির্ভিক
নির্ভুল	নির্ভূল
নির্মাণ	নির্মান
নির্মীয়মাণ	নির্মীয়মান
নির্মূল	নির্মুল
নিশপিশ	নিসপিস
নিশীথ	নিশিথ
নিশ্ছিদ্র	নিঃশ্ছিদ্র
নিশ্বাস	নিঃশ্বাস
নিষেক	নিসেক
নিষ্কণ্টক	নিষ্কন্টক
নিষ্কাশন	নিষ্কাষন
নিষ্ক্রিয়	নিষ্ক্রীয়
নিষ্পাপ	নিস্পাপ
নিষ্প্রাণ	নিষ্প্রান
নিষ্ফল	নিস্ফল
নিস্তব্ধ	নিঃস্তব্ধ
নিস্পৃহ	নিঃষ্পৃহ
নিহিত	নিহীত
নীচ/নীচতা [হীন]	নিচ/নিচতা
নীড় [পাখির বাসা]	নিড়
নীতিমান	নীতিবান

লিখব	লিখব না
নীর [পানি]	নির
নীরব	নিরব
নীরস [রসহীন]	নিরস
নীরোগ	নিরোগ
নীলিমা	নিলীমা
নীহারিকা	নিহারিকা
নুড়ি	নুরি
নুন	নূন
নূপুর	নুপুর
নৃশংস	নৃসংশ
নেংটি	নেঙটি
নেকড়ে	নেকরে
নেভানো	নেবানো
নেহাত	নেহাৎ
নৈরাজ্য	নৈরাজ্যকর
নৈর্ব্যক্তিক	নৈর্ব্যাক্তিক
নোঙর	নোঙ্গর
ন্যায্য	ন্যয্য
ন্যায়	ন্যয়
ন্যূনতম	নূন্যতম
ন্যূন/ন্যূনপক্ষে	ন্যুন/ন্যুনপক্ষে
ন্যুব্জ	নূব্জ

লিখব	লিখব না
পইতা	পৈতা
পক্ব [পাকা]	পক্ক
পক্ষী	পক্ষি
পক্ষীয়	পক্ষিয়
পঙ্‌ক্তি	পঙক্তি
পঙ্ক	পংক
পঙ্কজ	পংকজ
পঙ্কিল	পংকিল
পঙ্গপাল	পংগপাল
পঙ্গু	পংগু
পচন/পচা	পঁচন/পঁচা
পঞ্চমী	পঞ্চমি
পঞ্জি	পঞ্জী
পটীয়সী	পটিয়সী
পড়শি	পড়শী
পণ	পন
পণ্ড	পন্ড
পণ্ডিত	পন্ডিত
পণ্য	পন্য
পতঙ্গ	পতংগ
পত্তনি	পত্তনী
পত্নী	পত্নি
পথচারী	পথচারি
পদবি	পদবী
পদাবলি	পদাবলী

লিখব	লিখব না
পদার্পণ	পদার্পন
পনেরো	পনের
-পন্থী	পন্থি
পয়ঃপ্রণালি	পয়োপ্রণালী
পয়মন্ত	পয়োমন্ত
পয়লা	পহেলা
পরকীয়া	পরকিয়া
পরজীবী	পরজীবি
পরমাণু	পরমানু
পরান	পরাণ
-পরায়ণ	-পরায়ন
পরাশ্রয়ী	পরাশ্রয়ি
পরি [রূপকথার নারী]	পরী
পরিগণিত	পরিগনিত
পরিণত	পরিনত
পরিণাম	পরিনাম
পরিপন্থী	পরিপন্থি
পরিবাহী	পরিবাহি
পরিযায়ী	পরিযায়ি
পরিশ্রমী	পরিশ্রমি
পরিষ্কার	পরিস্কার
পরিহিত	পরিহীত
পরীক্ষার্থী	পরিক্ষার্থী
পরোটা	পরটা
পর্ণ [গাছের পাতা]	পর্ন

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
পর্দানশিন	পর্দানশীন	পারমাণবিক	পারমানবিক
পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষন	পার্থিব	পার্থীব
পলেস্তারা	পলেস্তরা	পার্বণ	পার্বন
পল্লি	পল্লী	পালং	পালঙ
পশমি	পশমী	পালকি	পাল্কি
পশলা [বৃষ্টি অর্থে]	পসলা	পালঙ্ক	পালংক
পশ্চাৎ	পশ্চাত	পাহাড়ি	পাহাড়ী
পশ্চাদপসরণ	পশ্চাৎপসরণ	পাহারা	পাহাড়া
পশ্চাদ্ধাবন	পশ্চাৎধাবন	পিঁচুটি	পিচুটি
পসরা	পশরা	পিঁড়ি	পিড়ি
পাইকারি	পাইকারী	পিঁপড়া	পিপড়া
পাংশু	পাংসু	পিঙ্গল	পিংগল
পাঁচালি	পাঁচালী	পিণ্ড	পিন্ড
পাঁজর	পাজর	পিপীলিকা	পিপিলিকা
পাঁজা	পাজা	পিয়াস	পীয়াস
পাঁপড়	পাপড়	পিসি	পিসী
পাকস্থলী	পাকস্থলি	পুঁই	পুই
পাখি	পাখী	পুজো	পূজো
পাগলি	পাগলী	পুনঃখনন	পুনর্খনন
পাঙাশ	পাঙ্গাশ	পুব [দিকবিশেষ]	পূব
পাণিগ্রহণ	পানিগ্রহণ	পুরস্কার	পুরষ্কার
পাদরি	পাদ্রী	পুরাণ [প্রাচীন কাহিনি]	পুরান
পানকৌড়ি	পানকৌড়ী	পুরুষালি	পুরুষালী
পাপিষ্ঠ	পাপিষ্ট	পুরোনো [প্রাচীন]	পুরানো
পাপী	পাপি	পুষ্পাঞ্জলি	পুষ্পাঞ্জলী
পাপীয়সী	পাপীয়সি	পূজা	পুজা
পায়চারি	পায়চারী	পূজারি	পূজারী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
পূরণ	পূরন	প্রখর	প্রখড়
পূরবী	পূরবি	প্রচণ্ড	প্রচন্ড
পূর্ণিমা	পূর্নিমা	প্রজ্বলন	প্রজ্জ্বলন
পূর্ব	পুর্ব	[অতিশয় জ্বলন]	
পূর্বাহ্ণ	পূর্বাহ্ন	প্রজ্বালন	প্রজ্বলন
পূর্বে	পূর্বাহ্ণে	[আগুন জ্বালানো]	
পৃথক্‌করণ	পৃথকীকরণ	প্রণয়	প্রনয়
প্যাঁচ	পেঁচ	প্রণয়ন	প্রণয়ণ
প্যাঁচা [পাখি]	পেঁচা	প্রণাম	প্রনাম
পেঁপে	পেপে	প্রণামি	প্রনামী
পেঁয়াজ	পিঁয়াজ	প্রণালি	প্রণালী
পেছন	পিছন	প্রণিধানযোগ্য	প্রনিধানযোগ্য
পেট্রল [জ্বালানি]	পেট্রোল	প্রণীত	প্রণিত
পেতনি	পেতনী	প্রণোদিত	প্রনোদিত
পেনশন	পেনসন	প্রতারণা	প্রতারনা
পেনসিল	পেন্সিল	প্রতিকূল	প্রতিকুল
পেশাদারি	পেশাদারিত্ব	প্রতিজ্ঞা	প্রতীজ্ঞা
পেশি	পেশী	প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রতিদ্বন্দ্বি
পেষণ	পেষন	প্রতিবন্ধী	প্রতিবন্ধি
পোনা	পোণা	প্রতিবাদী	প্রতিবাদি
পোশাক	পোষাক	প্রতিবেশী	প্রতিবেশি
পোশাকি	পোশাকী	প্রতিমা	প্রতীমা
পোষা	পোশা	প্রতিযোগিতা	প্রতিযোগীতা
পোস্ট	পোষ্ট	প্রতিযোগী	প্রতিযোগি
পৈতৃক	পৈত্রিক	প্রতিশ্রুতিমান	প্রতিশ্রুতিবান
পৌনঃপুনিক	পৌনপুনিক	প্রতিষেধক	প্রতিশেধক
পৌষালি	পৌষালী	প্রতিসরণ	প্রতিসরন

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
প্রতিহারী	প্রতীহারী	প্রশংসনীয়	প্রসংশনীয়
প্রতীক	প্রতিক	প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষন
প্রতীকী	প্রতীকি	প্রসঙ্গ	প্রসংগ
প্রতীক্ষা	প্রতিক্ষা	প্রসূতি	প্রসুতি
প্রতীতি	প্রতীতী	প্রস্থ	প্রস্ত
প্রতীয়মান	প্রতীয়মাণ	প্রস্রবণ	প্রস্রবন
প্রত্যঙ্গ	প্রত্যংগ	প্রহরী	প্রহরি
প্রত্যর্পণ	প্রত্যার্পন	প্রাঙ্গণ	প্রাঙ্গন
প্রত্যাশী	প্রত্যাশি	প্রাচীর	প্রাচির
প্রত্যুৎপন্নমতি	প্রত্ত্যুৎপন্নমতি	প্রাণিকুল	প্রাণীকুল
প্রত্যুষ	প্রত্যূষ	প্রাণিজগৎ	প্রাণীজগৎ
প্রথমত	প্রথমতঃ	প্রাণিবিদ্যা	প্রাণীবিদ্যা
প্রদর্শনী	প্রদর্শনি	প্রাতঃকাল	প্রাতকাল
প্রদীপ	প্রদ্বীপ	প্রাতঃকৃত্য	প্রাতকৃত্য
প্রদ্যোত	প্রদ্যুৎ	প্রাতঃস্মরণীয়	প্রাতস্মরণীয়
প্রধানত	প্রধানতঃ	প্রাতরাশ	প্রাতঃরাশ
প্রবণ	প্রবন	প্রাতর্ভ্রমণ	প্রাতঃভ্রমণ
প্রবারণা	প্রবারনা	প্রায়শ	প্রায়শঃ
প্রবাসী	প্রবাসি	প্রার্থী	প্রার্থি
প্রবীণ	প্রবীন	প্রিতম	প্রীতম
প্রভাতি	প্রভাতী	প্রেরণ	প্রেরন
প্রভাবিত	প্রভাবান্বিত	প্রেরণা	প্রেরনা
প্রমাণ	প্রমান	প্রেষণ/প্রেষণা	প্রেষন/প্রেষনা
প্রমিতি	প্রমিতী	প্লাবন	প্লাবণ
প্রমীলা	প্রমিলা	প্লীহা	প্লিহা
প্রলয়ংকর	প্রলয়ঙ্কর	প্যারাস্যুট	প্যারাশ্যুট

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ফকিরি	ফকিরী	ফাল্গুনী	ফালগুনি
ফড়িং	ফড়িঙ	ফিঙে	ফিঙ্গে
ফণা	ফনা	ফিটকিরি	ফিটকারী
ফণীমনসা	ফনীমনসা	ফুঁ/ফুঁক	ফু/ফুক
ফয়সালা	ফয়ছালা	ফুর্তি	ফূর্তি
ফরম	ফর্ম	ফুসকুড়ি	ফুসকুরি
ফরমাশ	ফরমাস	ফেব্রুয়ারি	ফেব্রুয়ারী
ফরসা	ফর্সা	ফেরত	ফেরৎ
ফরাসি	ফরাসী	ফেরারি	ফেরারী
ফরিয়াদি	ফরিয়াদী	ফেরি	ফেরী
ফর্মুলা	ফর্মূলা	ফেরেশতা	ফেরেস্তা
ফলপ্রসূ	ফলপ্রসু	ফোঁটা [তরল বিন্দু, টিপ]	ফোটা
ফসলি	ফসলী	ফোঁপানো	ফোপানো
ফাউ	ফাও	ফোঁস [অনুকার শব্দ]	ফোস
ফাঁপা	ফাপা	ফোটা [প্রস্ফুটিত হওয়া]	ফোঁটা
ফাঁস	ফাস	ফোপর দালালি	ফপর দালালী
ফাঁসি	ফাঁসী	ফৌজদারি	ফৌজদারী
ফাগুন	ফাগুণ	ফ্যাকাশে	ফ্যাকাসে
ফারসি	ফারসী	ফ্যাসাদ	ফ্যাশাদ
ফার্ন	ফার্ণ	ফ্ল্যাট	ফ্লাট

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
বইঠা	বৈঠা	বয়ঃক্রম	বয়ক্রম
বউ	বৌ	বয়ঃপ্রাপ্তি	বয়প্রাপ্তি
বউনি	বউনী	বয়ঃসন্ধি	বয়সন্ধি
বংশাবলি	বংশাবলী	-বয়সী [বয়সযুক্ত]	বয়সি
বংশী	বংশি	বয়স্ক	বয়ষ্ক
বঁইচি [ফলবিশেষ]	বইচি	বয়াতি	বয়াতী
বঁটি	বঁটী	বয়োবৃদ্ধ	বয়ঃবৃদ্ধ
বকশিশ	বখশিশ	বরই [ফলবিশেষ]	বড়ই
বকুনি	বকুনী	বরং	বরঞ্চ
বক্ষ্যমাণ	বক্ষমাণ	বরণ [সাদর অভ্যর্থনা]	বরন
বগি	বগী	বরণীয়	বরণিয়
বঙ্কিম	বংকিম	বরন [বর্ণ]	বরণ
বড়শি	বড়শী	বরবটি	বরবটী
বড়ি [বটিকা]	বড়ী	বরযাত্রী	বরযাত্রি
বৎস	বৎস্য	বরাদ্দ	বরাদ্ধ
বদরাগী	বদরাগি	বরুণ	বরুন
বধির	বধীর	বরেণ্য	বরেন্য
বনবাদাড়	বনবাদার	বর্গি	বর্গী
বনমালী	বনমালি	বর্ণ/বর্ণচোরা	বর্ন/বর্নচোরা
বনানী	বনানি	বর্ণনা	বর্ননা
বনিয়াদ	বুনিয়াদ	বর্ণালি	বর্ণালী
বন্দী	বন্দি	বর্ণিত	বর্নীত
বন্ধকি	বন্ধকী	বর্মি	বর্মী
বন্ধনী	বন্ধনি	বর্ষণ/বরিষন	বর্ষন/বরিষণ
বন্ধ্যা	বন্ধা	বর্ষাতি	বর্ষাতী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
বলবৎ	বলবত	বাগ্‌বিতণ্ডা	বাকবিতণ্ডা
বলশেভিক	বলসেভিক	বাগ্‌যন্ত্র	বাকযন্ত্র
বলি [প্রাণী উৎসর্গ]	বলী	বাগ্‌যুদ্ধ	বাকযুদ্ধ
বলী [বলবান]	বলি	বাগাড়ম্বর	বাগারম্বর
বলীয়ান	বলিয়ান	বাগীশ	বাগিশ
বশংবদ	বংশবদ	বাঙালি	বাঙ্গালী
বশীভূত	বশীভুত	বাজেয়াপ্ত	বাজেয়াফত
বসুমতী	বসুমতি	বাঞ্ছনীয়	বাঞ্ছণীয়
বস্তুত	বস্তুতঃ	বাটপার	বাটপাড়/বাটপাড়ি
বহিষ্কার	বহিস্কার	বাড়তি	বারতি
বহুভাষী	বহুভাষি	বাড়ি	বাড়ী
বহুমুখী	বহুমুখি	বাণিজ্য	বানিজ্য
বহুমূত্র	বহুমুত্র	বাণী	বানী
বহুরূপী	বহুরূপি	বাতাবরণ	বাতাবরন
বহুশ্রুত	বহুস্রুত	বাদশাহি	বাদশাহী
বাওয়ালি	বাওয়ালী	বাদামি	বাদামী
বাংলাদেশি	বাংলাদেশী	বাদী [ফরিয়াদি]	বাদি
বাঁওড়	বাওড়	বাদুড়	বাদুর
বাঁক/বাঁকা	বাক/বাকা	বাধা [প্রতিবন্ধকতা]	বাঁধা
বাঁচা/বাঁচানো	বাচা/বাচানো	বানভাসি	বানভাসী
বাঁট [ছোট হাতল]	বাট	বাবরি [কাঁধ পর্যন্ত চুল]	বাবড়ি
বাঁটোয়ারা	বাটোয়ারা	বাবাজি	বাবাজী
বাঁদর	বাদর	বারংবার	বারম্বার
বাঁদি [দাসী]	বাদি	বারণ	বারন
বাঁধ/বাঁধন/বাঁধা	বাধ/বাধন/বাধা	বারো	বার
বাঁধা [বন্ধন]	বাধা	বারো আনা	বার আনা
বাঁশ/বাঁশি	বাশ/বাশি	বারোয়ারি	বারোয়ারী

লিখব	লিখব না
বার্ষিকী	বার্ষিকি
বালিয়াড়ি	বালিয়াড়ী
বালুশাই	বালুসাই
বাষ্প/বাষ্পীয়	বাস্প/বাষ্পিয়
বাসন্তী	বাসন্তি
বাসুকি	বাসুকী
বাহাদুরি	বাহাদুরী
বাহাস	বাহাছ
বাহিনী	বাহিনি
-বাহী [ভারবাহী]	-বাহি
বিকিরণ	বিকিরন
বিকীর্ণ	বিকীর্ন
বিকৃত [বিকারপ্রাপ্ত]	বিক্রিত
বিকেন্দ্রীকরণ	বিকেন্দ্রীকরন
বিক্রীত [বিক্রি অর্থে]	বিক্রিত
বিচক্ষণ	বিচক্ষন
বিচরণ	বিচরন
বিচি [বীজ]	বীচি
বিচূর্ণ	বিচূর্ন
বিচ্ছিরি	বিচ্ছিরী
বিজড়িত	বিজরিত
বিজয়ী	বিজয়ি
বিজ্ঞানী	বিজ্ঞানি
বিটপী	বিটপি
বিড়ালাক্ষী	বিড়ালাক্ষি
বিতংস	বীতংস
বিতরণ	বিতরন

লিখব	লিখব না
বিতিকিচ্ছি	বিতিকিচ্ছিরি
বিদায়ী	বিদায়ি
বিদেশি	বিদেশী
বিদেহী	বিদেহি
বিরিয়ানি	বিরিয়ানী
বিদ্বজ্জন	বিদ্যজন
বিদ্যমান	বিদ্যমাণ
বিদ্যার্থী	বিদ্যার্থি
বিদ্যুৎ	বিদ্যুত
বিদ্যোৎসাহী	বিদ্যুৎসাহী
বিদ্রোহী	বিদ্রোহি
বিধ্বংসী	বিধ্বংসি
বিন	বীণ
বিনাশী	বিনাশি
বিপণন	বিপনন
বিপণি	বিপণী/বিপনি
বিপত্নীক	বিপত্নিক
বিপথগামী	বিপথগামি
বিপন্ন	বিপণ্ন
বিপরীত	বিপরিত
বিপ্রতীপ	বিপ্রতিপ
বিপ্লবী	বিপ্লবি
বিবর [গহ্বর]	বীবর
বিবরণ/বিবরণী	বিবরন/বিবরণি
বিবর্ণ	বিবর্ন
বিবাগি [উদাসীন]	বিবাগী
বিবাদী	বিবাদি

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
বিভীষণ	বিভীষন	বীক্ষণ	বীক্ষন
বিভীষিকা	বিভিষিকা	বীজাণু	বীজানু
বিভুঁই	বিভুই	বীণা	বীনা
বিমা	বীমা	বীণাপাণি	বীণাপাণী
বিমানঘাঁটি	বিমানঘাটি	বীতশ্রদ্ধ	বিতশ্রদ্ধ
বিমূর্ত	বিমুর্ত	বীথি	বিথী
বিরহী	বিরহি	বীপ্সা	বিপ্সা
বিরাগি	বিরাগী	বীভৎস	বিভৎস
বিরূপ	বিরুপ	বীর্যবান	বীর্যবাণ
বিলাসী	বিলাসি	বুড়ি	বুড়ী
বিলীন	বিলিন	বুদ্‌বুদ	বুদবুদ
বিশীর্ণ	বিশীর্ন	বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধিজীবি
বিশৃঙ্খলা	বিশৃংখলা	বুদ্ধিমতী	বুদ্ধিমতি
বিশেষণ	বিশেষন	বৃক্ক	বৃক্ক
বিশ্বজিৎ	বিশ্বজিত	বৃত্ত/বৃত্তাকার	বৃত্য/বৃত্তকার
বিশ্বাসী	বিশ্বাসি	বৃদ্ধাঙ্গুলি	বৃদ্ধাঙ্গুলী
বিশ্রী	বিশ্রি	বৃহৎ	বৃহত
বিষণ্ণ	বিষন্ন	বেআইনি	বেআইনী
বিষফোড়া	বিষফোঁড়া	বেকুব	বেয়াকুফ
বিষয়ী	বিষয়ি	বেগুনি	বেগুনী
বিসর্জন	বিসর্জণ	বেড়িবাঁধ	ভেড়িবাঁধ
বিস্তীর্ণ	বিস্তীর্ন	বেণি	বেণী
বিস্ফোরণ	বিস্ফোরন	বেণু	বেনু
বিস্মরণ	বিস্মরন	বেদি	বেদী
বিহারি [বিহারের অধিবাসী]	বিহারী	বেনামি	বেনামী
-বিহারী [বিচরণকারী]	বিহারি	বেনারসি	বেনারসী
-বিহীন [বর্জিত]	-বিহিন	ব্যাপারী	বেপারি

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
বেফাঁস	বেফাস	ব্যবসায়ী	ব্যবসায়ি
বেশি	বেশী	ব্যভিচার	ব্যাভিচার
বেসরকারি	বেসরকারী	ব্যয়	ব্যায়
বেহেশত	বেহেস্ত	ব্যর্থ	ব্যার্থ
বৈচিত্র্য	বৈচিত্র	ব্যস্ত	ব্যাস্ত
বৈজয়ন্তী	বৈজয়ন্তি	ব্যাংক	ব্যাঙ্ক
বৈঠকি	বৈঠকী	ব্যাকরণ	ব্যকরণ
বৈতরণি	বৈতরণী	ব্যাকুল	ব্যকুল
বৈদগ্ধ্য	বৈদগ্ধ	ব্যাঘাত	ব্যাঘাৎ
বৈরাগী	বৈরাগি	ব্যাঘ্র	ব্যঘ্র
বৈরী	বৈরি	ব্যাঙ	ব্যাং
বৈরিতা	বৈরীতা	ব্যাটারি	ব্যাটারী
বৈশাখী	বৈশাখি	ব্যাধি	ব্যধি
বৈশিষ্ট্য	বৈশিষ্ট	ব্যারিস্টার	ব্যারিষ্টার
বোঁচকা	বোচকা	ব্যাহত	ব্যহত
বোঁচা	বোচা	ব্যুৎপত্তি	বুৎপত্তি
বোঁটা	বোটা	ব্যূহ	ব্যুহ
বোরকা	বোরখা	ব্রণ	ব্রন
ব্যগ্র	ব্যাগ্র	ব্রতচারী	ব্রতচারি
ব্যঙ্গ	ব্যাঙ্গ	ব্রতী	ব্রতি
ব্যতিক্রম	ব্যাতিক্রম	ব্রহ্মচারী	ব্রহ্মচারি
ব্যতীত	ব্যাতীত	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মন
ব্যত্যয়	ব্যাত্যয়	ব্রাহ্মী	ব্রাহ্মি
ব্যথা	ব্যাথা	ব্রিটিশ	বৃটিশ
ব্যবধান	ব্যাবধান	ব্রিটেন	বৃটেন
ব্যবসা	ব্যবসায়	ব্ল্যাকমেল	ব্ল্যাকমেইল

লিখব	লিখব না
ভক্ষণ	ভক্ষন
ভগ্নিপতি	ভগ্নিপতী
ভঙ্গ	ভংগ
ভঙ্গি	ভঙ্গী
ভঙ্গিমা	ভংগিমা
ভঙ্গুর	ভংগুর
ভণিতা	ভনিতা
ভণ্ড/ভণ্ডামি	ভন্ড/ভন্ডামী
ভন্ডুল	ভণ্ডুল
ভবিষ্যৎ	ভবিষ্যত
ভয়ংকর	ভয়ঙ্কর
ভরণপোষণ	ভরনপোষণ
ভর্ৎসনা	ভৎর্সনা
ভস্ম	ভষ্ম
ভস্মীভূত	ভস্মীভুত
ভাঁওতা	ভাওতা
ভাঁজ [পাট করে গোছানো]	ভাজ
ভাঁড়/ভাঁড়ামি	ভাড়/ভাড়ামী
ভাগাড়	ভাগার
ভাগীদার	ভাগিদার
ভাগনি	ভাগিনী
ভাগনে	ভাগিনা
ভাঙচুর	ভাংচুর
ভাঙন	ভাঙ্গন
ভাঙা	ভাঙ্গা

লিখব	লিখব না
ভাণ্ড	ভান্ড
ভান্ডার	ভাণ্ডার
ভাবগম্ভীর	ভাবগম্ভির
ভাবি [ভাইয়ের স্ত্রী]	ভাবী
ভাবী [ভবিষ্যৎ]	ভাবি
ভালুক	ভল্লুক
ভালো	ভাল
ভাশুর	ভাসুর
ভাষণ	ভাষন
ভাষাভাষী	ভাষাভাষি
ভিখারি	ভিখারী
ভিড়	ভীড়
ভিতু	ভীতু
ভিমরুল	ভীমরুল
ভীমরতি	ভীমরতী
ভীরু	ভিরু
ভীষণ	ভীষন
ভীষ্ম	ভীস্ম
ভুঁই	ভূঁই
ভুঁইফোড়	ভুঁইফোঁড়
ভুঁড়ি [মোটা পেট]	ভুড়ি/ভুঁরি
ভুতুম	ভূতুম
ভুবন	ভূবন
ভুয়া	ভূয়া
ভুসি [শস্যের খোসা]	ভূষি/ভুষি

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ভুসো [কাজল]	ভুষা	ভৈরবী	ভৈরবি
ভূ/ভূ-উপগ্রহ	ভু/ভু-উপগ্রহ	ভোঁতা	ভোতা
ভূকম্পন	ভূকম্পণ	ভোঁদড়	ভোঁদর
ভূমি	ভুমি	ভোগী	ভোগি
ভূমিসাৎ	ভূমিস্যাত	ভোমর	ভোমড়
ভূরি ভূরি	ভুঁড়ি ভুঁড়ি	ভৌগোলিক	ভৌগলিক
ভূরিভোজ	ভুঁড়িভোজ	ভ্রমণ	ভ্রমন
ভূষণ	ভুষন	ভ্রাম্যমাণ	ভ্রাম্যমান
ভেড়া/ভেড়ি	ভেরা/ভেড়ী	ভ্রু/ভুরু	ভ্রূ
ভেতর	ভিতর	ভ্রুকুটি	ভ্রূকুটি
ভেলকি	ভেল্কি	ভ্রুক্ষেপ	ভ্রূক্ষেপ
ভেষজ	ভেসজ	ভ্রূণ	ভ্রুণ

ম

মক্ষী	মক্ষি	মত [ধারণা/অভিমত]	মতো
মজলিশ	মজলিস	মতো [তুল্য]	মত
মজুত	মজুদ	মৎস্য	মৎস
মজুরি	মজুরী	মদদ	মদত
মঞ্জরি [মুকুল]	মঞ্জরী	মাৎস্যবিজ্ঞান	মৎস্যবিজ্ঞান
মঞ্জুরি [অনুমতি/বরাদ্দ]	মঞ্জুরী	মধুসূদন	মধূসুদন
মটরশুঁটি	মটরশুটি	মনঃকষ্ট	মনোকষ্ট
মড়া [মৃতদেহ]	মরা	মনঃপূত	মনোপূত
মণ [৪০ সের]	মন	মনস্থ	মনস্ত
মণি [রত্ন]	মনি	মনিহারি	মনিহারী
-মণ্ডলী	-মণ্ডলি	[শৌখিন দ্রব্যের দোকান]	

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
মনীষা	মনিষা	মাকড়সা	মাকড়শা
মনীষী	মনিষী	মাঘী [মাঘ মাসের]	মাঘি
মনোনীত	মনোনিত	মাছরাঙা	মাছরাঙ্গা
মনোযোগী	মনযোগী	মাজার	মাযার
মন্ত্রিত্ব	মন্ত্রীত্ব	মাদুর	মাদুড়
মন্ত্রী	মন্ত্রি	মাধুরী	মাধুরি
মন্বন্তর	মন্নন্তর	মাধ্যাকর্ষণ	মধ্যাকর্ষণ
মফস্বল	মফঃস্বল	মানিক	মাণিক
ময়ূর	ময়ুর	মানী [মান্য]	মানি
ময়ূরী	ময়ুরি	মামি	মামী
মরণ	মরন	মামুলি	মামুলী
মরমি	মরমী	মায়াবী	মায়াবি
মরীচিকা	মরিচিকা	মারণ	মারন
মরূদ্যান	মরুদ্যান	মারণাস্ত্র	মারনাস্ত্র
মশকরা	মস্করা	মারমুখী	মারমুখি
মশারি	মশারী	মালি [উদ্যান-পালক]	মালী
মসলা	মশলা	মালিশ	মালিস
মস্তিষ্ক	মস্তিস্ক	মালী [মালাকর]	মালি
মহড়া	মহরা	মাষকলাই	মাসকলাই
মহর্ষি	মহর্ষী	মাসি	মাসী
মহাজনি	মহাজনী	মাস্টার	মাষ্টার
মহামারি	মহামারী	মাস্টারি	মাস্টারী
মহিরুহ	মহীরুহ	মাহেন্দ্রক্ষণ	মহেন্দ্রক্ষণ
মহীয়সী	মহিয়সী	মিক্সচার	মিকচার/মিক্সার
মহীয়ান	মহিয়ান	মিতালি	মিতালী
মাংসাশী	মাংসাশি	মিশনারি	মিশনারী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
মীমাংসা	মিমাংসা	মূর্খ	মুর্খ
মুখস্থ	মুখস্ত	মূর্ছা	মূর্চ্ছা
মুখাপেক্ষী	মুখাপেক্ষি	মূর্ত	মুর্ত
মুখি [কচুর মুখি]	মুখী	মূর্তি	মুর্তি
মুখোমুখি	মুখোমুখী	মূর্ধন্য	মূর্ধণ্য
মুখ্য	মূখ্য	মূল	মুল
মুড়ি	মুরি	মূলত	মূলতঃ
মুড়িঘন্ট	মুড়িঘণ্ট	মূলধনি	মূলধনী
মুদি	মুদী	মৃগী	মৃগি
মুদ্রণ	মুদ্রন	মৃণাল	মৃনাল
মুনশি	মুনসি/মুন্সি	মৃণালিনী	মৃণালিনি
মুনশিয়ানা	মুন্সিয়ানা	মেকি	মেকী
মুমূর্ষু	মূমুর্ষু	মেজাজি	মেজাজী
মুরগি	মুরগী	মেডিকেল	মেডিক্যাল
মুলতবি	মুলতুবি	মেদিনী	মেদিনি
মুলা	মূলা	মেধাবী	মেধাবি
মুলো	মূলো	মেয়েলি	মেয়েলী
মুশকিল	মুস্কিল	মেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডি
মুষ্টি	মুষ্ঠি	মেহগনি	মেহগিনি
মুহুরি	মুহুরী	মেহেদি	মেহেদী
মুহুর্মুহু	মুহুর্মুহূ	মৈত্রী	মৈত্রি
মুহূর্ত	মূহুর্ত	মোকদ্দমা	মকদ্দমা
মুহ্যমান	মূহ্যমান	মোকাবিলা	মোকাবেলা
মূক	মুক	মোটর [যন্ত্রচালিত গাড়ি]	মটর
মূঢ়	মূড়	মোড় [রাস্তার মাথা]	মোর
মূত্র	মুত্র	মোড়ক	মোরক

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
মহিষ	মোষ	মৌসুম	মওসুম
মৌন	মৌনতা	মৌসুমি	মৌসুমী
মৌলভি	মৌলভী	ম্রিয়মাণ	ম্রিয়মান

য

যকৃৎ	যকৃত	যাবৎ	যাবত
যক্ষ্মা	যক্ষা	যামিনী	যামিনি
যখনই	যখনি	যিশু	যীশু
যৎসামান্য	যতসামান্য	যিশুখ্রিষ্ট	যিশু খ্রিষ্ট
যথার্থ [প্রকৃত]	যাথার্থ	যুদ্ধংদেহী	যুদ্ধংদেহি
যথেচ্ছ	যথেচ্ছা	যূথ	যুথ
যথেষ্ট	যথেষ্ঠ	যূথিকা	যুথিকা
যন্ত্রণা	যন্ত্রনা	যূথী	যুথি
যশস্বী	যশস্বি	যেকোনো	যে কোনো
যাথার্থ্য [যথার্থতা]	যথার্থ্য	যোগসাজশ	যোগসাজস

র

রওনা	রওয়ানা	রক্ষণ	রক্ষন
রং	রঙ	রক্ষী	রক্ষি
রকমারি	রকমারী	রঙিন	রঙ্গিন
রক্তকরবী	রক্তকরবি	রচনাবলি	রচনাবলী
রক্তপায়ী	রক্তপায়ি	রজনী	রজনি

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
রণ	রন	রুক্ষ	রুক্ষ্ম
রণাঙ্গন	রনাঙ্গন	রুগ্ণ	রুগ্ন
রথী/মহারথী	রথি/মহারথি	রুচিমান	রুচিবান
রপ্তানি	রফতানি	রুপচাঁদা	রূপচাঁদা
রবি ও সোমবার	রোব ও সোমবার	রুপা	রূপা
রমজান	রমযান	রুপালি	রূপালী
রমণী	রমনী	রুপি	রূপী
রশ্মি	রশ্মী	রুহ	রূহ
রসগ্রাহী	রসগ্রাহি	রূঢ়	রুঢ়
রসিদ [Receipt]	রশিদ	রূপ	রুপ
রসোত্তীর্ণ	রসত্তীর্ন	-রূপী [বেশধারী]	-রূপি
রাঁধুনি	রাঁধুনী	রেওয়াজ	রেয়াজ
রাগিণী	রাগিনী	রেজিস্ট্রি	রেজিষ্ট্রি
রাগী	রাগি	রেফারি	রেফারী
রাঙা	রাঙ্গা	রেবতী	রেবতি
রাঙামাটি	রাঙ্গামাটি	রেলিং	রেলিঙ
রাজধানী	রাজধানি	রেশমি	রেশমী
রাজবংশী	রাজবংশি	রেষারেষি	রেশারেষি
রাজর্ষি	রাজর্ষী	রেস্তোরাঁ	রেস্তোঁরা
রানি	রাণী/রানী	রোগী	রোগি
রামায়ণ	রামায়ন	রোগিণী	রোগিনী
রাশ [লাগাম]	রাস	রোজা	রোযা
রিকশা	রিক্সা	রোপণ	রোপন
রিপু	ঋপু	রোববার	রবিবার
রিভলবার	রিভলভার	র‍্যালি	র‍্যালী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
লক্ষ [দেখা, লাখ]	লক্ষ্য	লবণ	লবন
লক্ষণ	লক্ষন	লাইব্রেরি	লাইব্রেরী
লক্ষণীয়	লক্ষ্যণীয়	লাকড়ি	লাকরি
লক্ষ্মী	লক্ষী	লাখ	লক্ষ
লক্ষ্য [উদ্দেশ্য]	লক্ষ	লাঙল	লাঙ্গল
লগ্নি	লগ্নী	লাঠিসোঁটা	লাঠিসোটা
লগ্নীকরণ	লগ্নিকরণ	লাবণ্য	লাবন্য
লঘিষ্ঠ [ক্ষুদ্রতম]	লঘিষ্ট	লাশ	লাস
লঘু	লঘূ	লাস্যময়ী	লাস্যময়ি
লঘূকরণ	লঘুকরণ	লিজ	লীজ
লঘূর্মি	লঘুর্মি	লীলা	লিলা
লঙ্কাকাণ্ড	লংকাকাণ্ড	লুণ্ঠন	লুন্ঠন
লঙ্ঘন	লংঘন	লেংটা	ল্যাংটা
লজ্জাকর	লজ্জাঙ্কর	লেখনী	লেখনি
লজ্জাবতী	লজ্জাবতি	লেজ	ল্যাজ
লটারি	লটারী	লেজুড়	লেজুর
লণ্ঠন	লন্ঠন	লেডি	লেডী
লন্ডন	লণ্ডন	-লেহী [লেহনকারী]	-লেহি
লন্ডভন্ড	লণ্ডভণ্ড	লোকারণ্য	লোকারন্য
লবঙ্গ	লবংগ	লোভী	লোভি

লিখব	লিখব না
শংকর	শঙ্কর
শ/শত	শ'
শকুনি	শকুনী
শক্তিমান	শক্তিবান
শঙ্কা	শংকা
শঙ্খ	শংখ
শঙ্খচূড় [সাপবিশেষ]	শঙ্খচূর
শঙ্খিনী	শঙ্খিনি
শজনে	সজিনা
শটি	শটী
শণ [তৃণজাতীয় উদ্ভিদ]	শন
শতপদী	শতপদি
শতাব্দী	শতাব্দি
শতায়ু	শতায়ূ
শনাক্ত	সনাক্ত
শবযাত্রা	সবযাত্রা
শরণ [আশ্রয়]	স্মরণ
শরণাপন্ন	স্মরণাপন্ন
শরৎ	শরত
শরবত	সরবত
শরাব	সরাব
শরিক	শরীক
শরিয়ত	শরীয়ত
শরীরী	শরীরি

লিখব	লিখব না
শসা	শশা
শস্য	শষ্য
শাঁখা/শাঁখারি	শাখা/শাখারি
শাড়ি	শাড়ী
শাণ [ধার]	শান
শাদি	সাদী/শাদী
শান [শানবাঁধানো ঘাট]	শাণ
শাপ [অভিসম্পাত]	সাপ
শাবাশ	সাবাস
শামিল	সামিল
শামিয়ানা	সামিয়ানা
শারদীয়	শারদিয়
শাশুড়ি	শাশুড়ী
-শালী [যুক্তসম্পন্ন]	-শালি
শালীন	শালিন
শাশ্বত	শ্বাশত
শাহজাদি	শাহজাদী
শিউলি	শিউলী
শিং	শিঙ
শিকারি	শিকারী
শিক্ষাঙ্গন	শিক্ষাঙ্গণ
শিক্ষাদীক্ষা	শিক্ষাদিক্ষা
শিক্ষানবিশ	শিক্ষানবিস
শিগগির	শিগগীর

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
শিঙা	শিঙ্গা	শুয়োর	শুয়র
শিঙাড়া	শিঙ্গাড়া	শুশুক	শুসুক
শিমুল	শিমূল	শূকর	শুকর
শিরঃপীড়া	শিরঃপীরা	শূন্য	শূণ্য
শিরদাঁড়া	শিরদাঁরা	শূল	শুল
শিরশ্ছেদ	শিরচ্ছেদ	শৃঙ্খল	শৃংখল
শিরস্ত্রাণ	শিরস্ত্রান	শৃঙ্খলা	শৃংখলা
শিরীষ [বৃক্ষবিশেষ]	শিরিষ	শৃঙ্গ	শৃংগ
শিরোমণি	শিরোমনি	শেওলা	শ্যাওলা
শিল্পী	শিল্পি	শেফালি	শেফালী
শিহরণ	শিহরন	শেরেবাংলা	শের-এ বাংলা
শীত	শিত	শেষমেশ	শেষমেষ
শীতাতপ	শীততাপ	শৈলী	শৈলি
শীর্ণ	শীর্ন	শোণিত	শোনিত
শীর্ষ	শির্ষ	শোরগোল	সোরগোল
-শীল [স্বভাববিশিষ্ট]	-শিল	শোহরত	শরহত
শুঁটকি	শুটকি	শৌখিন	সৌখিন
শুঁটি	শুঁটী	শ্বশুর	শশুর/শ্বশুড়
শুঁড়	শুঁর	শ্বশ্রূ [শাশুড়ি]	শ্মশ্রূ
শুঁয়াপোকা	সুয়াপোকা	শ্মশান	শশ্মান
শুচিবাই	সুচিবাই/সূচিবাই	শ্মশ্রু [দাড়ি]	শ্বশ্রু
শুদ্ধাশুদ্ধ	শুদ্ধশুদ্ধি	শ্রমজীবী	শ্রমজীবি
শুদ্ধ্যশুদ্ধি	শুদ্ধাশুদ্ধি	শ্রবণ	শ্রবন
শুনানি	শুনানী	শ্রাবণ	শ্রাবন
শুমারি	শুমারী	শ্রেণি	শ্রেণী

ষ

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ষড়ৃঋতু	ষড়ঋতু	ষাঁড়	ষাড়
ষড়যন্ত্র	ষরযন্ত্র	ষাণ্মাসিক	ষান্মাষিক
ষড়ৃরিপু	ষড়ঋপু	ষোড়শ	ষোড়স
ষণ্ড	ষন্ড	ষোড়শী	ষোড়শি
ষন্ডা [গোঁয়ার/বলবান]	ষণ্ডা	ষোলো	ষোল
ষষ্টিতম	ষষ্ঠিতম	ষোলো আনা	ষোলআনা
ষষ্ঠী [দেবীবিশেষ]	ষষ্ঠি	ষোলোকলা	ষোলকলা

স

সং	সঙ	সংবর্ধনা	সম্বর্ধনা
সংকট	সঙ্কট	সংবলিত	সম্বলিত
সংকর	সঙ্কর	সংবিৎ	সম্বিত/সংবিত
সংকল্প	সঙ্কল্প	সংযমী	সংযমি
সংকীর্ণ	সঙ্কীর্ণ	সংসারী	সংসারি
সংকীর্তন	সঙ্কীর্তন	সংস্কৃতিমান	সংস্কৃতিবান
সংকেত	সঙ্কেত	সখী	সখি
সংকোচ	সঙ্কোচ	সখ্য	সখ্যতা
সংগত	সঙ্গত	সঙিন	সঙ্গিন
সংগীত	সঙ্গীত	সঙ্গ	ষঙ্গ
সংঘ	সঙ্ঘ	সঙ্গী	সংগী
সংজ্ঞা	সঙ্গা	সচ্চরিত্র	সৎচরিত্র
সংবরণ	সম্বরণ	সচ্ছল	স্বচ্ছল

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
সজীব	সজিব	সমঝদার	সমজদার
সঞ্চারণ	সঞ্চারন	সমাজতন্ত্রী	সমাজতন্ত্রি
সঞ্চারী	সঞ্চারি	সমাধি	সমাধী
সঞ্জীবনী	সঞ্জীবনি	সমাধিস্থ	সমাধীস্থ
সতিন	সতীন	সমাসীন	সমাসিন
সতী	সতি	সমীকরণ	সমীকরন
সতীত্ব	সতিত্ব	সমীক্ষা	সমিক্ষা
সতেরো	সতের	সমীচীন	সমীচিন
সত্তর [সংখ্যাবিশেষ]	সত্তুর	সমীপ/সমীপে	সমিপ/সমিপে
সত্তা	সত্বা	সমীহ	সমিহ
সত্বর [তাড়াতাড়ি]	সত্ত্বর	সমূহ	সমুহ
সত্ত্ব [অস্তিত্ব]	সত্ব	সমৃদ্ধিশালী/সমৃদ্ধ	সমৃদ্ধশালী
সত্ত্বেও	সত্বেও	সম্প্রীতি	সম্প্রিতী
সদ্যঃপ্রসূত	সদ্যপ্রসূত	সম্মানী	সম্মানি
সদ্যঃস্নাত	সদ্যস্নাত	সম্মুখীন	সম্মুখিন
সদ্যোজাত	সদ্যজাত	সম্রাজ্ঞী	সম্রাজ্ঞি
সদ্যোমুক্ত	সদ্যমুক্ত	সরকারি	সরকারী
সন্ধানী	সন্ধানি	সরণি	সরণী
সন্ধি	সন্ধী	সরলীকরণ	সরলিকরণ
সন্ন্যাস/সন্ন্যাসী	সন্নাস/সন্ন্যাসি	সরস্বতী	স্বরস্বতী
সপত্নীক	স্বপত্নীক	সরীসৃপ	সরিসৃপ
সপ্তমী	সপ্তমি	সরেজমিন	সরজমিন
সপ্তর্ষি	সপ্তর্ষী	সর্বজনীন	সার্বজনীন
সবচেয়ে	সবচে'/সবচাইতে	সর্বাঙ্গীণ	সর্বাঙ্গীন
সবজি	সব্জী	সসীম	সসিম
সব্যসাচী	সব্যসাচি	সস্ত্রীক	সস্ত্রিক
সভানেত্রী	সভানেত্রি	সহকর্মী	সহকর্মি

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
সহকারী	সহকারি	সিরিশ [আঠা]	শিরিষ
সহধর্মী/-ধর্মিণী	সহধর্মি/-ধর্মীনি	সিসা	সীসা
সহযোগিতা	সহযোগীতা	সুই	সূঁই
সহযোগী	সহযোগি	সুখী	সুখি
সাঁওতাল	সাওতাল	সুচ	সুঁচ/সূচ
সাঁড়াশি	সাঁড়াশী	সুড়ঙ্গ	সুড়ঙ
সাঁতার	সাতার	সুতা	সূতা
সাকল্য	সাকুল্য	সুদূর	সুদুর
সাক্ষর [অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন]	স্বাক্ষর	সুধা	সূধা
সাক্ষী	স্বাক্ষী	সুধী	সুধি
সাথি	সাথী	সুনসান	শুনশান
সাধারণ	সাধারন	সুন্দরী	সুন্দরি
সাধ্বী	সাধ্বি	সুন্নি	সুন্নী
সানাই	শানাই	সুপারি	সুপারী
সাবলীল	সাবলিল	সুপারিশ	সুপারিস
সাবাড়	সাবার	সুবর্ণ	সুবর্ন
সাবিত্রী	সাবিত্রি	সুশীল	সুশিল
সামগ্রিক	সামগ্রীক	সুষম	সুসম
সামগ্রী	সামগ্রি	সূক্ষ্ম	সুক্ষ্ম/সূক্ষ্ণ
সামর্থ্য	সামর্থ	সূচিপত্র	সূচীপত্র
সায়াহ্ন	সায়াহ্ণ	সূচিমুখ	সূচীমুখ
সালিস	সালিশ/শালিস	সূতিকাগার	সুতিকাগার
সালিসি	সালিসী/শালিসী	সূত্র	সুত্র
সাহসী	সাহসি	সূর্য	সুর্য
সিঁথি	সিঁথী	সেনানী	সেনানি
সিঁদুর	সিদুর	সেলামি	সেলামী
সিঁধেল	সিঁদেল	সোনালি	সোনালী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
সোয়ামি	সোয়ামী	স্বয়ম্ভর	স্বয়ংভর
সৌদি আরব	সউদি আরব	স্বর্ণ	স্বর্ন
সৌহার্দ্য	সৌহার্দ	স্বশাসিত	সশাসিত
স্কয়ার	স্কোয়ার	স্বাচ্ছন্দ্য	স্বাচ্ছন্দ
স্তন্যপায়ী	স্তন্যপায়ি	স্বাধিকার	স্বাধীকার
স্ত্রৈণ	স্ত্রৈন	স্বাধীনতা	স্বাধিনতা
স্থায়ী	স্থায়ি	স্বায়ত্তশাসন	স্বায়ত্বশাসন
স্থিতি	স্থিতী	স্বার্থান্বেষী	স্বার্থান্বেষি
স্ফীত	স্ফিত	স্বীকার [মেনে নেওয়া]	শিকার
স্বচ্ছন্দ	স্বচ্ছন্দ্য	স্বেচ্ছাচারিতা	স্বেচ্ছাচারীতা
স্বতঃসিদ্ধ	স্বতসিদ্ধ	স্বেচ্ছাচারী	স্বেচ্ছাচারি
স্বতঃস্ফূর্ত	স্বতস্ফূর্ত	স্বৈরাচারী	স্বৈরাচারি
স্বত্ব [মালিকানা]	স্বত্ত্ব	স্রোত	শ্রোত
স্বত্বাধিকারী	স্বত্ত্বাধিকারী	স্রোতস্বিনী	স্রোতোস্বিনী
স্বদেশি	স্বদেশী	স্রোতোধারা	স্রোতধারা
স্বপ্নিল	স্বপ্নীল	স্রোতোবহা	স্রোতবহা
স্বয়ংবর	স্বয়ম্বর	স্লোগান	শ্লোগান

হ

হইচই	হৈ চৈ	হতভম্ব	হতবম্ভ
হংসী	হংসি	হতশ্রী	হতশ্রি
হজ	হজ্ব	হদিস	হদিশ
হজমি	হজমী	হরণ	হরন
হজরত	হযরত	হরিণ	হরিন
হত [মৃত]	হতো	হরীতকী	হরিতকী

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
হর্ন	হর্ণ	হিতৈষী	হিতৈষি
হস্তিনী	হস্তীনী	হিন্দি	হিন্দী
হস্তী	হস্তি	হিম	হীম
হাউস	হাউজ	হিরণ	হিরন
হাওর	হাওড়	হিরে	হীরে
হাঁকা	হাকা	হীন	হিন
হাঁচি	হাচি	হীরক	হিরক
হাঁটা	হাটা	হুঁকা	হুকা
হাঁটু	হাটু	হুঁশ	হুশ
হাঁড়ি	হাড়ি	হুঁশিয়ার	হুশিয়ার
হাঁড়িচাঁচা	হাড়িচাচা	হুংকার	হুঙ্কার
হাঁপানি	হাপানি	হুড়োহুড়ি	হুড়াহুড়ি
হাঁস	হাস	হুলুস্থুল	হুলুস্থূল
হাঁসি [মাদি হাঁস]	হাঁসী	হৃৎকম্প	হৃদ্‌কম্প
হাঙর	হাঙ্গর	হৃৎক্রিয়া	হৃদ্‌ক্রিয়া
হাজি	হাজী	হৃৎপিণ্ড	হৃদপিণ্ড
হাড়গিলা	হারগিলা	হৃদ্‌যন্ত্র	হৃৎযন্ত্র
হাতড়ানো	হাতরানো	হৃদ্‌রোগ	হৃৎরোগ
হাতি	হাতী	হেঁচকি	হেঁচকী
হামেশা	হামেসা	হেনস্তা	হেনস্থা
হালকা	হাল্কা	হেঁয়ালি	হেঁয়ালী
হিজড়া	হিজরা	হোঁচট	হোচট
হিজরি	হিজরী	হোমরাচোমরা	হোমড়াচোমড়া
হিত	হীত	হ্যাঁচকা	হেঁচকা

২
সমাসবদ্ধ শব্দ

যেগুলো এক শব্দ হিসেবে লিখতে হবে

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
অকালকুষ্মাণ্ড	অকাল কুষ্মাণ্ড	অগ্রপশ্চাৎ	অগ্র-পশ্চাৎ
অকালপক্ব	অকাল পক্ব	অঙ্গপ্রত্যঙ্গ	অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
অকালপ্রয়াণ	অকাল প্রয়াণ	অঙ্গভঙ্গি	অঙ্গ ভঙ্গি
অকালপ্রয়াত	অকাল প্রয়াত	অঙ্গুলিনির্দেশ	অঙ্গুলি নির্দেশ
অকূলপাথার	অকূল পাথার	অঙ্গুলিসংকেত	অঙ্গুলি সংকেত
অক্কাপ্রাপ্তি	অক্কা প্রাপ্তি	অজ্ঞাতকুলশীল	অজ্ঞাত কুলশীল
অক্ষরজ্ঞান	অক্ষর জ্ঞান	অতিভোজন	অতি ভোজন
অক্ষরপরিচয়	অক্ষর পরিচয়	অদলবদল	অদল বদল
অক্ষরবিন্যাস	অক্ষর বিন্যাস	অদ্ভুতদর্শন	অদ্ভুত-দর্শন
অগস্ত্যযাত্রা	অগস্ত্য যাত্রা	অনন্তশয্যা	অনন্ত-শয্যা
অগ্নিনিরোধক	অগ্নি নিরোধক	অনন্যগতি	অনন্য গতি
অগ্নিপরীক্ষা	অগ্নি পরীক্ষা	অনন্যচিত্ত	অনন্য চিত্ত
অগ্নিসংস্কার	অগ্নি সংস্কার	অনন্যসাধারণ	অনন্য সাধারণ
অগ্নিসংযোগ	অগ্নি সংযোগ	অনায়াসবোধ্য	অনায়াস বোধ্য
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ	অগ্নি স্ফুলিঙ্গ	অনুনয়-বিনয়	অনুনয় বিনয়

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
অন্ধবিশ্বাস	অন্ধ বিশ্বাস	আপাত-অসম্ভব	আপাত অসম্ভব
অপ্রাপ্তযৌবন	অপ্রাপ্ত যৌবন	আপাতদৃষ্টিতে	আপাত দৃষ্টিতে
অবজ্ঞা-প্রদর্শন	অবজ্ঞা প্রদর্শন	আপাতপরিবর্তিত	আপাত পরিবর্তিত
অবশ্যকরণীয়	অবশ্য করণীয়	আপাতবিচারে	আপাত বিচারে
অবসরজীবন	অবসর জীবন	আপাতমধুর	আপাত মধুর
অবিচলচিত্ত	অবিচল চিত্ত	আবালবৃদ্ধবনিতা	আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা
অভিনন্দনপত্র	অভিনন্দন পত্র	আবোলতাবোল	আবোল তাবোল
অভিন্নহৃদয়	অভিন্ন হৃদয়	আমজনতা	আম জনতা
অসাধ্যসাধন	অসাধ্য সাধন	আমতা-আমতা	আমতা আমতা
অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান	অ্যাংলো ইন্ডিয়ান	আমোদ-আহ্লাদ	আমোদ আহ্লাদ
আকার-ইঙ্গিত	আকার ইঙ্গিত	আমোদপ্রমোদ	আমোদ প্রমোদ
আকার-প্রকার	আকার প্রকার	আরোগ্য-নিকেতন	আরোগ্য নিকেতন
আকাশকুসুম	আকাশ কুসুম	আর্থসামাজিক	আর্থ-সামাজিক
আকাশ-পাতাল	আকাশ পাতাল	আলাপ-পরিচয়	আলাপ পরিচয়
আকাশপ্রদীপ	আকাশ প্রদীপ	আলো-আঁধারি	আলো আঁধারি
আকাশবিহার	আকাশ বিহার	আলোকবর্ষ	আলোক বর্ষ
আকাশভ্রমণ	আকাশ ভ্রমণ	আলোচনাপূর্বক	আলোচনা পূর্বক
আকুলি-বিকুলি	আকুলি বিকুলি	আলোছায়া	আলো-ছায়া
আকৃতি-প্রকৃতি	আকৃতি প্রকৃতি	আসন্নপ্রসবা	আসন্ন-প্রসবা
আক্কেলদাঁত	আক্কেল দাঁত	ইনিয়ে-বিনিয়ে	ইনিয়ে বিনিয়ে
আক্কেলসেলামি	আক্কেল সেলামি	উথালপাতাল	উথাল পাতাল
আখমাড়াই	আখ মাড়াই	উত্থান-পতন	উত্থান পতন
আজন্মলালিত	আজন্ম লালিত	উভয়সংকট	উভয় সংকট
আত্মীয়স্বজন	আত্মীয় স্বজন	এককালীন	এক কালীন
আদবকায়দা	আদব কায়দা	একজাতীয়	এক জাতীয়
আনাচকানাচ	আনাচ কানাচ	একতরফা	এক তরফা
আপনা-আপনি	আপনা আপনি	একডাকে	এক ডাকে

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
এক-তৃতীয়াংশ	এক তৃতীয়াংশ	ক্রয়মূল্য	ক্রয় মূল্য
একনামে	এক নামে	ক্রেতাসাধারণ	ক্রেতা সাধারণ
একমাত্র	এক মাত্র	খাদ্যঘাটতি	খাদ্য ঘাটতি
একযাত্রায়	এক যাত্রায়	খোশখবর	খোশ খবর
একপেশে	এক-পেশে	খোশমেজাজ	খোশ মেজাজ
একরাশ	এক রাশ	গড্ডলিকাপ্রবাহ	গড্ডালিকা প্রবাহ
এখন-তখন	এখন তখন	গণ-অভ্যুত্থান	গণঅভুত্থান
এটা-সেটা	এটা সেটা	গণ-আন্দোলন	গণআন্দোলন
এদিক-ওদিক	এদিক ওদিক	গতিবিজ্ঞান	গতি বিজ্ঞান
এধার-ওধার	এধার ওধার	গতিনিয়ন্ত্রণ	গতি নিয়ন্ত্রণ
এপাশ-ওপাশ	এপাশ ওপাশ	গরম-গরম	গরম গরম
ওপরচালাকি	ওপর চালাকি	গলায়-গলায়	গলায় গলায়
কড়ায়-গন্ডায়	কড়ায় গন্ডায়	গাছগাছালি	গাছ গাছালি
কত-কী	কত কী	গাট্টাগোট্টা	গাট্টা-গোট্টা
কত-না	কত না	গাদাবন্দুক	গাদা বন্দুক
কথা-কাটাকাটি	কথা কাটাকাটি	গায়েহলুদ	গায়ে হলুদ
কথাসাহিত্য	কথা-সাহিত্য	গীতি-আলেখ্য	গীতি আলেখ্য
কবিকঙ্কণ	কবি-কঙ্কণ	গুরুদায়িত্ব	গুরু দায়িত্ব
কবিতীর্থ	কবি-তীর্থ	গুহাচিত্র	গুহা চিত্র
কবিপ্রসিদ্ধি	কবি প্রসিদ্ধি	গুহামানব	গুহা মানব
কলেজজীবন	কলেজ জীবন	ঘরজামাই	ঘর জামাই
কলেজশিক্ষক	কলেজ শিক্ষক	ঘরে-বাইরে	ঘরে বাইরে
কল্পবিজ্ঞান	কল্প বিজ্ঞান	ঘুমকাতুরে	ঘুম-কাতুরে
কষ্টকল্পনা	কষ্ট কল্পনা	ঘুমপাড়ানি	ঘুম-পাড়ানি
কুসুমকোমল	কুসুম কোমল	চড়াই-উতরাই	চড়াই উতরাই
কেমন-কেমন	কেমন কেমন	চাপাচাপি	চাপা-চাপি
কোলজুড়ানো	কোল জুড়ানো	চিত্রতারকা	চিত্র তারকা

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
চিত্রনির্মাতা	চিত্র নির্মাতা	থানা-পুলিশ	থানা পুলিশ
চিরনির্বাসন	চির-নির্বাসন	দড়ি-কলসি	দড়ি কলসি
চিরপরিচিত	চির-পরিচিত	দফারফা	দফা রফা
চুম্বকশক্তি	চুম্বক শক্তি	দর-কষাকষি	দর কষাকষি
চুরিচামারি	চুরি-চামারি	দলমত-নির্বিশেষে	দলমত নির্বিশেষে
ছন্দপরিচয়	ছন্দ-পরিচয়	দলাইমলাই	দলাই মলাই
ছাত্রসংগঠন	ছাত্র সংগঠন	দহরম-মহরম	দহরম মহরম
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন	ছিন্ন বিচ্ছিন্ন	দারপরিগ্রহ	দার-পরিগ্রহ
ছাঁচে-ঢালা	ছাঁচে ঢালা	দিনদুপুর	দিন দুপুর
জমিদার-দর্পণ	জমিদার দর্পণ	দিনমজুর	দিন-মজুর
জয়জয়কার	জয় জয়কার	দেশছাড়া	দেশ ছাড়া
জাতিধর্ম-নির্বিশেষে	জাতিধর্ম নির্বিশেষে	দেশ-বিদেশ	দেশবিদেশ
জীবনযুদ্ধ	জীবন যুদ্ধ	দ্রাঘিমারেখা	দ্রাঘিমা রেখা
জীবনসংগ্রাম	জীবন সংগ্রাম	ধনদৌলত	ধন-দৌলত
জীবনসঙ্গিনী	জীবন সঙ্গিনী	ধনপিপাসা	ধন-পিপাসা
জুমচাষ	জুম চাষ	ধনসম্পত্তি	ধন-সম্পত্তি
ঝড়ঝাপটা	ঝড় ঝাপটা	ধর্মপ্রচারক	ধর্ম প্রচারক
ঝিমঝিম	ঝিম ঝিম	ধর্মবিশ্বাস	ধর্ম বিশ্বাস
ঝিরঝির	ঝির ঝির	ধ্যানধারণা	ধ্যান-ধারণা
টাপুরটুপুর	টাপুর টুপুর	নকলনবিশ	নকল-নবিশ
ডুবোজাহাজ	ডুবো-জাহাজ	নগর-পরিকল্পনা	নগর পরিকল্পনা
ঢেউখেলানো	ঢেউ খেলানো	নগরসভ্যতা	নগর সভ্যতা
তল্পিতল্পা	তল্পি তল্পা	নরম-গরম	নরম গরম
তলেতলে	তলে-তলে	নমাসে-ছমাসে	নমাসে ছমাসে
তাইরে-নাইরে	তাইরে নাইরে	নাকানিচুবানি	নাকানি চুবানি
তাল-বেতাল	তাল বেতাল	নাকেমুখে	নাকে-মুখে
ত্যাজ্যপুত্র	ত্যাজ্য পুত্র	নাদুসনুদুস	নাদুস নুদুস

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
না-বলা কথা	নাবলা কথা	পাল্টাধাওয়া	পাল্টা ধাওয়া
নামসংকীর্তন	নাম সংকীর্তন	পাল্টাবিবৃতি	পাল্টা বিবৃতি
নিখিলবিশ্ব	নিখিল বিশ্ব	প্রকৃতিপ্রেমিক	প্রকৃতি প্রেমিক
নিখিলভুবন	নিখিল ভুবন	প্রচারমাধ্যম	প্রচার মাধ্যম
নিম্নবিত্ত	নিম্ন বিত্ত	প্রভাতরশ্মি	প্রভাত রশ্মি
নিম্নমধ্যবিত্ত	নিম্ন-মধ্যবিত্ত	প্রমোদকানন	প্রমোদ কানন
নিয়মকানুন	নিয়ম-কানুন	প্রাচীনকাল	প্রাচীন কাল
নিয়মপালন	নিয়ম পালন	প্রীতিসম্মেলন	প্রীতি সম্মেলন
নীতিনির্ধারক	নীতি-নির্ধারক	ফলিতবিজ্ঞান	ফলিত বিজ্ঞান
নীতিনিরপেক্ষতা	নীতি-নিরপেক্ষতা	বকধার্মিক	বক-ধার্মিক
পক্ষসমর্থন	পক্ষ সমর্থন	বড়মানুষি	বড়-মানুষি
পঠনপাঠন	পঠন পাঠন	বাঙালিপ্রীতি	বাঙালি প্রীতি
পদমর্যাদা	পদ-মর্যাদা	বাঙালিবিদ্বেষ	বাঙালি বিদ্বেষ
পদসঞ্চালন	পদ-সঞ্চালন	বিচার-বিবেচনা	বিচার বিবেচনা
পরমাণুবিজ্ঞানী	পরমাণু বিজ্ঞানী	বিধিনিষেধ	বিধি নিষেধ
পরমাণুশক্তি	পরমাণু শক্তি	বিধিবিধান	বিধি বিধান
পরলোকগমন	পরলোক-গমন	বেতারনাটক	বেতার নাটক
পরশপাথর	পরশ পাথর	বেতারবার্তা	বেতার বার্তা
পরহিতব্রত	পরহিত ব্রত	বেতারযন্ত্র	বেতার যন্ত্র
পরিচয়পত্র	পরিচয় পত্র	বেতারশিল্পী	বেতার শিল্পী
পর্বতপ্রমাণ	পর্বত প্রমাণ	ব্যক্তিকেন্দ্রিক	ব্যক্তি কেন্দ্রিক
পরিবেশদূষণ	পরিবেশ-দূষণ	ব্যক্তিপ্রতিভা	ব্যক্তি প্রতিভা
পরিমিতিবোধ	পরিমিতি বোধ	ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ	ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ
পল্লিগীতি	পল্লী গীতি	ব্যক্তিস্বাধীনতা	ব্যক্তি স্বাধীনতা
পল্লিগ্রাম	পল্লী গ্রাম	ভাগ্যপরীক্ষা	ভাগ্য-পরীক্ষা
পাড়াপড়শি	পাড়া-পড়শি	ভাগ্যবিড়ম্বনা	ভাগ্য-বিড়ম্বনা
পায়ে-পায়ে	পায়ে পায়ে	ভালোমানুষি	ভালো-মানুষি

লিখব	লিখব না	লিখব	লিখব না
ভাসা-ভাসা	ভাসাভাসা	শবব্যবচ্ছেদ	শব-ব্যবচ্ছেদ
ভূরিভোজন	ভূরি-ভোজন	শস্যভান্ডার	শস্য ভান্ডার
ভোরবেলা	ভোর বেলা	শানবাঁধানো	শান বাঁধানো
ভেতরে-ভেতরে	ভেতরে ভেতরে	শাসনক্ষমতা	শাসন ক্ষমতা
ভিনদেশি	ভিন-দেশি	শিক্ষকমণ্ডলী	শিক্ষক মণ্ডলী
ভ্রমণবিলাসী	ভ্রমণ বিলাসী	শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ভ্রমণসাহিত্য	ভ্রমণ সাহিত্য	শিক্ষামাধ্যম	শিক্ষা মাধ্যম
মকরক্রান্তি	মকর ক্রান্তি	শিল্পনির্দেশক	শিল্প-নির্দেশক
মধ্যবয়সী	মধ্য বয়সী	শুয়ে-বসে	শুয়ে বসে
মাতা-পিতা	মাতা পিতা	শ্বেতকণিকা	শ্বেত-কণিকা
মানসপ্রতিমা	মানস প্রতিমা	শ্বেতকরবী	শ্বেত-করবী
মালাবদল	মালা বদল	শ্বেতপতাকা	শ্বেত-পতাকা
মুক্তপুরুষ	মুক্ত পুরুষ	সন্তানসন্ততি	সন্তান-সন্ততি
মুক্তিযুদ্ধ	মুক্তি যুদ্ধ	সন্তানসম্ভবা	সন্তান-সম্ভবা
মুক্তিসংগ্রাম	মুক্তি সংগ্রাম	সপ্তর্ষিমণ্ডল	সপ্তর্ষি-মণ্ডল
যখন-তখন	যখন তখন	সময়-সময়	সময় সময়
রচনাকৌশল	রচনা-কৌশল	সমাজসংস্কার	সমাজ সংস্কার
রচনাশৈলী	রচনা-শৈলী	সমাজসংস্কারক	সমাজ সংস্কারক
রাশিবিজ্ঞান	রাশি-বিজ্ঞান	সমুদ্রতট	সমুদ্র তট
রাষ্ট্রপ্রধান	রাষ্ট্র-প্রধান	সলিলসমাধি	সলিল সমাধি
রুজিরোজগার	রুজি-রোজগার	সামনাসামনি	সামনা সামনি
রূপনারায়ণ	রূপ-নারায়ণ	সীমান্তরেখা	সীমান্ত রেখা
রূপবৈচিত্র্য	রূপ-বৈচিত্র্য	স্বভাবচরিত্র	স্বভাব চরিত্র
লোকগণনা	লোক-গণনা	হাতে গোনা	হাতেগোনা
লোকসাহিত্য	লোক-সাহিত্য	হাতেনাতে	হাতে-নাতে
শতসহস্র	শত-সহস্র	হাস্যকৌতুক	হাস্য-কৌতুক

যেগুলো আলাদা লিখব

অক্কা পাওয়া	অক্কাপাওয়া
অছি পরিষদ	অছিপরিষদ
অতিরিক্ত সময়	অতিরিক্তসময়
অন্তিম সময়	অন্তিমসময়
আধুনিক কাল	আধুনিককাল
ইজিয়ান সাগর	ইজিয়ানসাগর
কবিতা আবৃত্তি	কবিতাআবৃত্তি
কমসে কম	কমসেকম
কাছে কাছে	কাছে-কাছে
কালে কালে	কালে-কালে
গন্ডায় গন্ডায়	গন্ডায়-গন্ডায়
ডজন খানেক	ডজনখানেক
থরে থরে	থরেথরে
দফায় দফায়	দফায়-দফায়
দফা শেষ	দফা-শেষ
দফা সারা	দফা-সারা
দিন কয়েক	দিন-কয়েক
চালাতে চালাতে	চালাতে-চালাতে
নিজ গুণ	নিজগুণ
নিরাপত্তা পরিষদ	নিরাপত্তা-পরিষদ
প্রাচীন সভ্যতা	প্রাচীন-সভ্যতা
ফি বছর	ফিবছর
বিনা কাজে	বিনাকাজে
বিনা কারণে	বিনাকারণে
বিলম্বিত লয়	বিলম্বিতলয়
বেলা শেষে	বেলা-শেষে
বোধ হয়	বোধহয়
বৈকাল হ্রদ	বৈকালহ্রদ
মাইল খানেক	মাইলখানেক
মাস খানেক	মাসখানেক
শ খানেক	শখানেক
সেই পর্যন্ত	সেইপর্যন্ত
সেই সময়	সেইসময়
সের খানেক	সেরখানেক
হাড়ে হাড়ে	হাড়েহাড়ে

ভাষা বদলায়। যুগ থেকে যুগে, স্থান থেকে স্থানে, মানুষের মুখে মুখে। উপরন্তু বাংলা ভাষা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু একই লেখায় তো আর বানান ও ভাষারীতি একাধিক নিয়মে চলতে পারে না। তা ছাড়া ভাষাটা লিখতেও হবে শুদ্ধ করে। ঠিক এই জায়গাতেই এ বইটি এসেছে সহায় হয়ে। বাংলা ভাষার নিয়ম সহজে ও সংক্ষেপে চটজলদি বুঝে নেওয়ার জন্য এটি হাতের কাছে রাখার মতো একটি বই। এটি রচিত হয়েছে প্রথম আলোর জন্য, কিন্তু কাজে লাগবে সবার।

ISBN 978-984876501-2
9 789848 765012